পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

ডা: সূর্য্যকান্ত মিশ্র

মন্ত্রী,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ,
ই.এস.আই. ও জৈব প্রযুক্তি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং : ৪৪৩৬/পি.এন/ও/ ১/৪এ- ১/০৬ তারিখ : ৪.১১.২০০৮

প্রেরক:
ডা: সূর্য্যকান্ত মিশ্র

প্রাপক:
প্রধান,

....**গ্রাম পঞ্চায়েত,**

ব্লক: ....

জেলা: ....

বিষয়: গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

মহাশয়/মহাশয়া,

মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপুল দায়িত্ব আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতকে পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতও পালন করে এসেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ (বিশেষ করে দরিদ্রতম বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ) আস্তে আস্তে আরও বেশী করে তাঁদের চাহিদা ও প্রয়োজন পঞ্চায়েতের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতমুখী হয়েছেন ও হচ্ছেন। এই চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি দ্রুত মেটানোর মধ্য দিয়ে আপনার পঞ্চায়েতও অন্য সকলের মতো ক্রমশ: আরও বেশী করে জনমুখী পঞ্চায়েতে পরিণত হচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় আমরা কতটা এগোতে পারলাম তা বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হলো স্বমূল্যায়ন। দু'বছর এটি প্রথম শুরু হয় এবং গত দু'বারে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অভিনন্দন জানাই। জেলা ও ব্লকস্তরের যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বোঝাতে সাহায্য করেছেন অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকেও। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি (দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা ব্যতিরেকে) এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলেন ও সেই সংক্রান্ত নম্বরগুলি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন।

গত দু'বছরের মতো এবছরও গ্রাম পঞ্চায়েতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে একত্র করে এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আছে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর লিখবেন। সেই উত্তর অনুযায়ী ঐ প্রশ্নে নিজেকে নম্বর দিতে হবে। কিভাবে নম্বর দেবেন তা বলা আছে প্রত্যেক প্রশ্নের 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। এছাড়াও প্রতিটি প্রশ্নের উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রতিবেদনের ৭৯-৯৪ পাতায় দেওয়া আছে। উত্তর দেওয়ার আগে সেগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। এইভাবে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করলে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় (সর্বোচ্চ নম্বর) পৌঁছতে এখনো কী কী ঘাটতি আছে। এই ঘাটতিগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা হয়েছে। ভাল নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভাল নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বরটিকেই ভাল নম্বর হিসাবে ধরা যেতে পারে)। এককেটি প্রশ্নে এই ভাল নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত যে নম্বরটিকে ভাল নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভাল নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরের কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে পঞ্চায়েতের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য আছে তা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেইজন্য 'এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত' শীর্ষক একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ২-৩ নম্বর পাতায়। এটি পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

এইভাবে সবকটি প্রশ্নের মূল্যায়ন করলে বেশ কিছু ভাল বা শক্তির দিক যেমন বেরিয়ে আসবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিও চিহ্নিত হবে। এই শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারবেন। সেজন্যই এই মূল্যায়ন – যা একমাত্র আপনি তথা আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতই করতে পারেন শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে – তাই স্বমূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরী হবে তা আগামী দিনে আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনটি থেকে আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্বলতার যে কারণগুলি বেরিয়ে আসবে, আমাদের তরফ থেকেও সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব অবস্থার সঠিক চিত্র পেলে তবেই ঘাটতিগুলি বোঝা যাবে তাই এই কাজটি সতর্কতা ও সততার সঙ্গে করা হবে বলে আশা করি। গত বছর অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মূল্যায়ন করেছিলেন। আশা করি এই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকবে এবং খুব অল্প সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত যাঁরা গতবছর নিজেদেরকে একটু বেশী নম্বর দিয়েছিলেন তাঁরাও এবারে সুন্দরভাবে এই মূল্যায়নটি করবেন।

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ১ এপ্রিল, ২০০৮-এ (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে) গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বর্ধিত সভায় সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, কর্মচারী, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধি, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রতিনিধি, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিনিধি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রতিনিধি, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অন্যান্য বিভাগীয় দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয়টি আলোচনা করে প্রতিবেদনটি পূরণ করার অনুরোধ রাখি। কোনো তথ্য অন্য দপ্তর থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি ঐ দপ্তরের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর আপনাকে যে কোনো তথ্য দিতে বাধ্য।

প্রতিবেদনটি দুটি কপিতে পূরণ করবেন এবং একটি নিজেদের কাছে রেখে অন্যটি **৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে** সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

প্রতিবেদনটি দুটি ভাগে রাখা হয়েছে – (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার। এই দুটি ভাগে আলাদা করে যে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবেন তাদেরকে একটি উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হবে। অবশ্য এই তহবিল দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরের যথার্থতা পরীক্ষিত হবে। আপনারই ব্লকের অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নেতৃত্বে একটি দল আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর মূল্যায়ন করে শংসাপত্র দেবেন ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তার উপর প্রতি-স্বাক্ষর করবেন। সেই মর্মে একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ৯৫ পাতায়। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন ব্লকে জমা না পড়লে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত এই তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। গত আর্থিক বছরে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা ৯৬-১০৬ পাতায় দেওয়া আছে।

এবারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সাথে গত বারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গত ১ বছরে কতটা অগ্রগতি হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক কাজকর্মে।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের জন্য। তাই আগামীদিনে এই প্রতিবেদনের চেহারা কি রকম হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আগামী বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছে ৭৭ পাতায়। এটিতে আপনাদের প্রস্তাবগুলি জানাতে অনুরোধ করি। গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি বা আধিকারিকরাও এই ৭৭ পাতার ফর্মে তাঁদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। গত এক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে ৭৮ পাতায়। এই রকম সামগ্রিক তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

আশা রাখি বিষয়টিকে আপনারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ভাবা হয়েছে তা সফল করবেন। সমগ্র প্রয়াসটি আপনাদের উপকারে লাগবে এই আশা রাখি।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ডা: সূর্য্যকান্ত মিশ্র)

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

স্মারক নং : ৪৪৩৬/ ১(১০)/পি.এন/ও/ ১/ ৪এ- ১/০৬ তারিখ : ৪.১১.২০০৮

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. জেলা শাসক, ... জেলা (সকল)।

৫. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৬. মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (সকল)।

৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... জেলা (সকল)।
অনুলিপি সকল মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে প্রেরণের অনুরোধ করা হল।

৮. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)।

৯. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক .... ব্লক (সকল)।

১০. এই বিভাগের সকল শাখা।

মানবেন্দ্র নাথ রায়, ৪.১১.০৮

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

কেন এই মূল্যায়ন?

সাধারণ মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং বিপুল দায়িত্বের কারণে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরুত্ব এই মুহূর্তে অপরিসীম। স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। অর্থাৎ, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মের ফলে এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার মানের যেমন উন্নতি ঘটবে তেমনই শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতেও এলাকার অবস্থার উন্নতি হবে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে শক্তিশালী একটি গ্রাম পঞ্চায়েতই পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিয়ে এই দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত তখনই শক্তিশালী যখন সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের (বিশেষ করে দুর্বলতম মানুষের) চাহিদা ও প্রয়োজনকে সম্মান দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেকে জনমুখী করে তুলতে পারে। অর্থাৎ, গ্রাম পঞ্চায়েত এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে যেখানে সাধারণ মানুষ (বিশেষ করে দুর্বল, অবহেলিত মানুষ) তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন পঞ্চায়েতের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতমুখী হবেন এবং এরই পরিপূরকভাবে পঞ্চায়েত এই চাহিদা ও প্রয়োজনগুলি দ্রুত মেটানোর মধ্য দিয়ে নিজেকে জনমুখী করে তুলবে। এই প্রক্রিয়াটি এমনভাবে হবে যাতে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটির মনেও গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে এই ধারণা তৈরী হয় যে এই পঞ্চায়েত তাঁর কথা ভাবে, বিপদে-আপদে তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং প্রকৃত অর্থেই এটি তাঁর পঞ্চায়েত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এইরকম শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান তখনই হয়ে উঠতে পারে যখন এলাকার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে এবং এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য তার পরিচালন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে সে সচেতন থাকে। অর্থাৎ যখন গ্রাম পঞ্চায়েত তার দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থা ও এই ব্যবস্থার হাত ধরে যে পরিষেবা এলাকার মানুষকে দেওয়া হয় তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকে। সচেতন থাকার জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা প্রয়োজন। এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তির দিকগুলিকে যেমন উদ্ভাসিত করবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিকেও চিহ্নিত করে তাকে সতর্ক করে দেবে – এইভাবে সামগ্রিক উন্নতির একটা দিশা পাওয়া যাবে। এইভাবে শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত হলে গ্রাম পঞ্চায়েত শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে নিজের দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। নিজের বাস্তব অবস্থা জানার পাশাপাশি এই মূল্যায়ন গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাপেক্ষে তার অবস্থা বুঝিয়ে দেবে। সারা রাজ্যের মধ্যে, নিজের জেলার মধ্যে বা নিজের ব্লকের মধ্যে তার অবস্থান কোথায় তা বোঝা যাবে এই মূল্যায়নের মাধ্যমে। সেজন্যই এই মূল্যায়ন – যা একমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই করতে পারে শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে – তাই স্বমূল্যায়ন। মনে রাখতে হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এটি কোনো সাধারণ তথ্য ভর্তি করার ফর্ম নয় – নিজের অবস্থা নিজেই জেনে সেই অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য এটি একটি হাতিয়ার। এই মূল্যায়ন করার মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান অবস্থার একটি সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরী হবে এবং যার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার দিশা ঠিক করতে পারবে।

এর পাশাপাশি সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্যগুলি সংকলিত হয়ে যখন একটি রাজ্যস্তরের তথ্যভিত্তি তৈরী হবে তখন তার থেকে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসবে যা আগামী দিনে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

[পূরণ করার আগে সংযোজিত ‘সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা’ (পৃষ্ঠা ৭৯-৯৪) অবশ্যই পড়ে নিন।]

এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েত : টেলিফোন নম্বর (STD কোড সহ) :

ব্লক : জেলা :

(১) ডাক যোগাযোগের ঠিকানা (পিন কোড সহ) –

(২) জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৩) তপশিলী জাতির জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৪) তপশিলী উপজাতির জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৫) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৬) সাক্ষরতার হার (জনগণনা ২০০১) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

(৭) পরিবারের সংখ্যা (২০০৮) : তপশিলী জাতি – তপশিলী উপজাতি – সংখ্যালঘু সম্প্রদায় – অন্যান্য – মোট –

(৮) পরিবারগুলির আয়ের মূল উৎস (কতগুলি পরিবার প্রধানত এই সব উৎসগুলি থেকে আয় করেন) : কৃষি (পশপাখী ও মাছচাষ সহ) – শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ) – ব্যবসা – পরিষেবা (শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদি) – অন্যান্য –

(৯) পরিবারগুলির বাসগৃহের প্রকৃতি (কতগুলি পরিবারের বাড়ী এই ধরণের) : পাকা বাড়ী – আংশিক পাকা বাড়ী – ভাল কাঁচা বাড়ী – দুর্বল কাঁচা বাড়ী – ঝুপড়ি ঘর (নিজের জমিতে) – ঝুপড়ি ঘর (দখলি/অনুমতি দখলি জমিতে) – বাড়ী নেই, অন্যের আশ্রয়ে থাকেন –

(১০) ভোটারের সংখ্যা (১.১.২০০৮ তারিখের নির্বাচক তালিকা অনুযায়ী) : পুরুষ – মহিলা – মোট –

নীচের (১১) থেকে (২১) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে সেই তারিখের অবস্থান অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(১১) গ্রাম সংসদের সংখ্যা –

(১২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা : সাধারণ (পুরুষ) – , সাধারণ (মহিলা) – , তপশিলী জাতি (পুরুষ) – , তপশিলী জাতি (মহিলা) – , তপশিলী উপজাতি (পুরুষ) – , তপশিলী উপজাতি (মহিলা) – , মোট (পুরুষ) – , মোট (মহিলা) – , সর্বমোট –

(১৩) প্রধানের নাম – প্রধান কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(১৪) উপ-প্রধানের নাম – উপ-প্রধান কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(১৫) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সঞ্চালকের নাম – কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সঞ্চালক কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(১৬) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঞ্চালকের নাম – শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঞ্চালক কোন শ্রেণীভুক্ত * –

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(১৭) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সঞ্চালকের নাম – নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সঞ্চালক কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(১৮) শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির সঞ্চালকের নাম – শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির সঞ্চালক কোন শ্রেণীভুক্ত * –

(১৯) প্রধান কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ** –

(২০) উপ-প্রধান কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ** –

(২১) গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল/জোটের সদস্যসংখ্যা –

নীচের (২২) থেকে (২৬) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(২২) গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন কোন কর্মচারীর পদ খালি *** –

(২৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা :	মোট –	কয়টির পাকা বাড়ী আছে –	কয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে –	কয়টিতে শৌচাগার আছে –
(২৪) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা :	মোট –	কয়টির পাকা বাড়ী আছে –	কয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে –	কয়টিতে শৌচাগার আছে –
(২৫) উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা :	মোট –	কয়টির পাকা বাড়ী আছে –	কয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে –	কয়টিতে শৌচাগার আছে –
(২৬) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা :	মোট –	কয়টির পাকা বাড়ী আছে –	কয়টিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে –	কয়টিতে শৌচাগার আছে –

নীচের (২৭) থেকে (৩৪) পর্যন্ত প্রশ্নগুলি যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে সেই তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(২৭) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিদ্যুৎ আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না না থাকলে জেনারেটর কেনা হয়েছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(২৮) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে টেলিফোন আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(২৯) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ফ্যাক্স আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(৩০) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কম্পিউটার আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না হ্যাঁ হলে ক'টি – তার মধ্যে ক'টি ব্যবহার হচ্ছে –

কোন কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে (✓ দিন)? (১) এন.আর.ই.জি.এস. (২) জি.পি.এম.এস. (৩) অফিসের বিভিন্ন তথ্য রাখা ও চিঠিপত্র করা (৪) অন্যান্য।

ব্যবহারে কি অসুবিধা হচ্ছে (যদি হয়)?

(৩১) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

(৩২) কতগুলি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে?

(৩৩) কতগুলি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচিত হয়েছেন?

(৩৪) কতগুলি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে?

---

* ১ – সাধারণ (পুরুষ), ২ – সাধারণ (মহিলা), ৩ – তপশিলী জাতি (পুরুষ), ৪ – তপশিলী জাতি (মহিলা), ৫ – তপশিলী উপজাতি (পুরুষ), ৬ – তপশিলী উপজাতি (মহিলা), ৭ – সংখ্যালঘু (পুরুষ), ৮ – সংখ্যালঘু (মহিলা) [ব্যাখ্যা : সংখ্যালঘু – হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্প্রদায়]।

** ১ – সি.পি.আই.(এম.), ২ – সি.পি.আই, ৩ – ফরওয়ার্ড ব্লক, ৪ – আর.এস.পি., ৫ – কংগ্রেস, ৬ – তৃণমূল কংগ্রেস, ৭ – বি.জে.পি., ৮ – এস.ইউ.সি.আই., ৯ – নির্দল, ১০ – অন্যান্য।

*** ১ – নির্বাহী সহায়ক, ২ – সচিব, ৩ – নির্মাণ সহায়ক, ৪ – সহায়ক।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০০৭)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে গত বারের সংসদ সভা হয়েছে		১০০% সংসদে হলে **২**, ৯০-৯৯% সংসদে হলে **১** এবং ৯০%-এর কম সংসদে হলে **০**	২		১. একাধিক সভায় কোরাম হয় নি। ২. প্রথম সভায় কোরাম হয় নি এবং তার পরে অন্য কাজের চাপে আর সভা ডাকা যায় নি। ৩. সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন নি বলে সভা হতে পারে নি। ৪. সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ার ফলে সভা বন্ধ হয়ে যায়। ৫. কোনো কারণে সভা ডাকা যায়নি (কারণ উল্লেখ করুন) - ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) গত গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিতির হার		৪০% বা তার বেশি হলে **৯**, ৩০-৩৯% হলে **৮**, ২৫-২৯% হলে **৭**, ২০-২৪% হলে **৬**, ১৮-১৯% হলে **৫**, ১৬-১৭% হলে **৪**, ১৪-১৫% হলে **৩**, ১২-১৩% হলে **২**, ১১% হলে **১**, ১০% হলে **০**, ৮-৯% হলে **-১** এবং ৮%-এর কম হলে **-২**	৯		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী মানুষ সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভা করার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় লোক হয়নি। ৪. গ্রাম সংসদের আলোচ্য বিষয় বেশী মানুষকে প্রভাবিত করে না। ৫. সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তা সাধারণ মানুষ খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৬. সাধারণ মানুষ সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৭. সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৮. সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ৯. সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১০. সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরী হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১১. সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) গত গ্রাম সংসদ সভায় মোট উপস্থিতের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতির হার		৫০% বা তার বেশি হলে **৯**, ৪০-৪৯% হলে **৮**, ৩০-৩৯% হলে **৬**, ২০-২৯% হলে **৪**, ১০-১৯% হলে **২** এবং ১০ শতাংশের কম হলে **০**	৯		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত মহিলারা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী মহিলারা সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে মহিলাদেরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় মহিলাদের প্রভাবিত করে না। ৬. মহিলারা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. মহিলারা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. এলাকায় স্বনির্ভর দল যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরী হয় নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০০৭) (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) গত গ্রাম সংসদ সভায় কোন কোন বিষয়গুলিতে মানুষ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন? (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. এন.আর.ই.জি.এস./এস.জি.আর.ওয়াই. প্রকল্পে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী ২. ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমান তালিকা তৈরী ৩. দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তহবিলের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী ৪. রাজ্য অর্থ কমিশনের তহবিলের কাজের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী ৫. জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের (NOAPS/IGNOAPS) উপভোক্তার তালিকা তৈরী ৬. ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরী ৭. ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট তৈরী ৮. গ্রাম সংসদ এলাকার করের নির্ধার তালিকা তৈরী ও কর আদায় ৯. গ্রাম পঞ্চায়েতের (আলাদা ভাবে গ্রাম সংসদের অংশটি সহ) ষান্মাসিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন ১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট (বিধিবদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ অডিট) প্রতিবেদন	প্রত্যেকটি বিষয় পিছু ১ নম্বর এবং কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা না হলে **-৫**	১০		১. এগুলির মধ্যে সবকটি বিষয় আলোচ্যসূচীতে ছিল না। ২. কোন বিষয়ে আলোচনা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করবে সেই সম্বন্ধে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৩. গ্রাম সংসদ সদস্যরা ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়া অন্য কোনও আলোচনায় উৎসাহ দেখান না। ৪. কোন প্রকল্প বা কি ধরণের পরিকল্পনা বা বাজেট এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়ে গ্রাম সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছ ধারণা নেই। ৫. আলোচনায় অংশ নিলে ক্ষমতাশালী সদস্যরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এই ভেবে অনেকে আলোচনায় অংশ নেন না। ৬. যে ভাষায় আলোচনা হয় তা অনেকে বুঝতে পারেন না বলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন না। ৭. অনেকেই শুধু সমর্থন জানাতে আসেন কোনো আলোচনায় যান না। ৮. দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষরা মুখ খুলতে ভয় পান। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			১০		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতা ও তাদেরকে অর্থ প্রদান

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ১লা এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল?		১০০% গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **৫**, ৯০-৯৯% গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **৪**, ৮০-৮৯% গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **৩**, ৭০-৭৯% গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **২**, ৬০-৬৯% গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **১** এবং ৬০%-এর কম গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হলে **০**	৫		১. কিছু গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচিত হন নি। ২. কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদেরকে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো যায় নি। ৩. কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। ৪. সভাপতি ও সচিবের মধ্যে মতের অমিল থাকায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি। ৫. কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা যায় নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির অ্যাকাউন্ট খোলানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি গড়ে কতগুলি সভা করেছে?		১২টি বা তার বেশী হলে **৫**, ১১টি হলে **৪**, ১০টি হলে **৩**, ৯টি হলে **২**, ৮টি হলে **১** এবং ৮টির কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ তৈরী হয় নি। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো যায়নি। ৩. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সমস্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সমস্ত মাসে পাওয়া যায় নি। ৫. সভাপতি ও সচিব সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৬. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে?		৫০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৪০-৪৯% হলে **৪**, ৩০-৩৯% হলে **৩**, ২০-২৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ১-৪% হলে **০** এবং কিছু না দেওয়া হলে **-২**	৫		১. প্রাপ্ত অর্থ থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে তা জানা ছিল না। ২. সব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচন হয়নি। ৩. সমস্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ৪. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দিলে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে দেওয়া হয় নি। ৫. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল (কারণ উল্লেখ করুন) - ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতা ও তাদেরকে অর্থ প্রদান (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে?		৫০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৪০-৪৯% হলে **৪**, ৩০-৩৯% হলে **৩**, ২০-২৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ১-৪% হলে **০** এবং কিছু না দেওয়া হলে **-২**	৫		১. প্রাপ্ত অর্থ থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে তা জানা ছিল না। ২. সব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সচিব নির্বাচন হয়নি। ৩. সমস্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ৪. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দিলে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে দেওয়া হয় নি। ৫. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল (কারণ উল্লেখ করুন) - ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট প্রদত্ত অর্থের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি খরচ করতে পেরেছে? (অগ্রিম দেওয়া অর্থের হিসাব না মেটানো হলে খরচ ধরা হবে না)		৯০-১০০% হলে ৫, ৮০-৮৯% হলে ৪, ৭০-৭৯% হলে ৩, ৬০-৬৯% হলে ২, ৫০-৫৯% হলে ১, ৫০%-এর কম হলে ০ এবং কোনো অগ্রিম না দেওয়া হলে বা কোনো হিসাব না থাকলে -১	৫		১. গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বাস্তবক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না। ২. গ্রাম সংসদের পরের সভায় পরিকল্পনা নিয়ে নানান আপত্তি তোলা হয়েছে। ৩. গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভায় পরিকল্পনার বাইরের কাজের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ৪. গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার করা হয়নি এবং এখন অগ্রাধিকারের ক্রমতালিকা করতে বিতর্ক হচ্ছে। ৫. হিসাব কিভাবে রাখতে হবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকায় খরচ করা যাচ্ছে না। ৬. সচিব তাঁর জীবিকার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাজ করতে পারছেন না। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে সচিব হিসাবপত্র রাখতে পারবেন না বলে কাজ হচ্ছে না। ৮. সভাপতি ও সচিবের মতের অমিল থাকায় কাজ হচ্ছে না। ৯. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে কাজের জন্য অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে তা জানা ছিল না। ১০. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে টাকা দেওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৫)			১০		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ

(ক) কোন কোন উপ-সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জন্য তাদের বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন উপ-সমিতি বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	বাজেট তৈরী করে জমা দেওয়া উপ-সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ ও পরিকল্পনা ২. কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৩. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ৪. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ৫. শিল্প ও পরিকাঠামো		উক্ত সংখ্যা × ১	৫		১. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরী করার প্রয়োজন ঠিকমতো বোঝা যায় নি। ২. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরীর পদ্ধতিটি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। ৩. উপ-সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরীর পদ্ধতিটি বুঝলেও হাতে কলমে বাজেট করতে অসুবিধা হয়েছে। ৪. বিভিন্ন কর্মসূচির বাজেটকে উপ-সমিতির ভিত্তিতে ভাঙ্গা অসুবিধাজনক। ৫. উপ-সমিতিগুলি বাজেট তৈরী করতে পারবে না ধরে নিয়ে তাদেরকে বলা হয় নি। ৬. উপ-সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরী করতে বললেও তাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় নি। ৭. উপ-সমিতিগুলির বাজেট তৈরী করার মতো সক্ষমতা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

(খ) কোন কোন উপ-সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের বাজেট ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এর মধ্যে তৈরী করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন উপ-সমিতি ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ -এর মধ্যে বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	ঐ সময়সীমার মধ্যে বাজেট জমা দেওয়া উপ-সমিতি সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ ও পরিকল্পনা ২. কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ৩. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ৪. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ ৫. শিল্প ও পরিকাঠামো		উক্ত সংখ্যা × ১	৫		১. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরী হয়নি। ২. নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ৩. বাজেট তৈরীর বর্তমান পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট করা যায় না। ৪. পঞ্চায়েত সমিতি তার সাধারণ সভায় বা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় স্থায়ী সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরী করে জমা দেওয়ার কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করা যায় নি। ৬. এই বাজেট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী/আধিকারিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কটি করে সভা হয়েছে?

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা		সভার সংখ্যা ১৫ বা তার বেশি হলে **৫**, ১৩-১৪ হলে **৪**, ১২ হলে **৩**, ১০-১১ হলে **২**, ৮-৯ হলে **১** এবং ৮-এর কম হলে **০**	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সমস্ত মাসে পাওয়া যায় নি। ৫. প্রধান এবং/বা উপ-প্রধান সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৬. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৭. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতিতে হয়ে যায়, সেইজন্য সাধারণ সভার মিটিং নিয়মিত হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভা		সভার সংখ্যা ৬-এর বেশি হলে **৩**, ৬ হলে **২** এবং ৬-এর কম হলে **০**	৩		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক (প্রধান) যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক (প্রধান) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে দুমাসের মধ্যে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ প্রধানের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সভা		সভার সংখ্যা ৬-এর বেশি হলে **৩**, ৬ হলে **২**, ৪-৫ হলে **১** এবং ৪-এর কম হলে **০**	৩		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে দুমাসের মধ্যে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সঞ্চালকের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কটি করে সভা হয়েছে? (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সভা		সভার সংখ্যা ৬-এর বেশি হলে **৩**, ৬ হলে **২**, ৪-৫ হলে **১** এবং ৪-এর কম হলে **০**	৩		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে দুমাসের মধ্যে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সঞ্চালকের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সভা		সভার সংখ্যা ৬-এর বেশি হলে **৩**, ৬ হলে **২**, ৪-৫ হলে **১** এবং ৪-এর কম হলে **০**	৩		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে দুমাসের মধ্যে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সঞ্চালকের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির সভা		সভার সংখ্যা ৬-এর বেশি হলে **৩**, ৬ হলে **২**, ৪-৫ হলে **১** এবং ৪-এর কম হলে **০**	৩		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. উপ-সমিতির বিষয়ে সঞ্চালক যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. সঞ্চালক নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সাধারণভাবে দুমাসের মধ্যে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ সঞ্চালকের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় উপ-সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা বিষয়ক

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার কটি মিটিং মুলতবী হয়েছে?		একটিও না হলে **২**, ১-৩টি হলে **১** এবং ৩-এর বেশি হলে **০**	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সভা মুলতবী হয়েছে। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের কতগুলি সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী মত/প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে?		৬র বেশি সভায় হলে **৩**, ৫-৬ টি সভায় হলে **২**, ৩-৪ টি সভায় হলে **১** এবং ৩ টির কম সভায় হলে **০**	৩		১. বিরোধী মত বা প্রস্তাব যে কার্যবিবরণীতে লেখা উচিৎ এটা জানা ছিল না। ২. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখার রেওয়াজ নেই, শুধু সিদ্ধান্তই লেখা হয়। ৩. বিরোধী মত বা প্রস্তাব সভায় তেমনভাবে উঠে আসে না। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল?

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভা		উপস্থিতি ৮০%-এর বেশি হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৩৩-৫৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৩		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে উপ-সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সভা		উপস্থিতি ৮০%-এর বেশি হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৩৩-৫৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৩		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে উপ-সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সভা		উপস্থিতি ৮০%-এর বেশি হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৩৩-৫৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৩		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে উপ-সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সভা		উপস্থিতি ৮০%-এর বেশি হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৩৩-৫৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৩		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে উপ-সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(৬) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল? (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির সভা		উপস্থিতি ৮০%-এর বেশি হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৩৩-৫৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে **০**	৩		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সদস্যদেরকে উপ-সমিতির সভার গুরুত্ব ঠিক মতো বোঝানো যায় নি। ৩. সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে চান না। ৪. সভায় কী আলোচনা করতে হবে সেবিষয়ে সমস্ত সদস্য সম্যক ওয়াকিবহাল নন। ৫. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১০. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই সভায় সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ১১. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৪)			৫		

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা (রোড রেজিস্টার – রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান লেখা) আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. রোড রেজিষ্টার রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রোড রেজিস্টার কী ফরমায় রাখতে হবে তা জানা ছিল না। ৩. রোড রেজিষ্টার রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. এরকম একটি রেজিষ্টার তৈরী হয়েছিল কিন্তু হালনাগাদ করা হয়নি। ৫. তালিকাটি আংশিক সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ৬. রোড রেজিষ্টার আছে কিন্তু এটির দায়িত্ব কার জানা নেই বলে রেজিষ্টারটি কেউ দেখে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ পাড়ায় সংযোগকারী রাস্তা আছে?		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, ৭৫-১০০% পাড়ায় সংযোগকারী রাস্তা থাকলে **২** ৫০-৭৪% পাড়ায় সংযোগকারী রাস্তা থাকলে **১** ৫০%-এর কম পাড়ায় সংযোগকারী রাস্তা থাকলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. সংযোগকারী রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা নেই। ২. সংযোগকারী রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশী নেই। ৩. পাড়াগুলি যে ভাবে বিভক্ত তাতে এরকম রাস্তা কত আছে বোঝা যায় না। ৪. এরকম রাস্তা আছে কিন্তু হিসাব করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৫. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৬. রোড রেজিষ্টার নেই। ৭. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কত শতাংশ রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত?		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, ৮০-১০০% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **২** ৬০-৭৯% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **১** ৬০%-এর কম রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা নেই। ২. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশী নেই। ৩. এ রকম রাস্তা আছে কিন্তু কখনো হিসাব করা মাপা হয়নি তাই কত শতাংশ জানা যাচ্ছে না। ৪. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৫. রোড রেজিষ্টার নেই। ৬. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তার কত শতাংশে সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন?		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, ১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২৫% হলে **৪**, ২৬-৫০% হলে **৩**, ৫১-৭৫% হলে **২**, ৭৬-৮৫% হলে **১** এবং ৮৫%-এর বেশী হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. মাটির প্রকৃতি এমন যে সারাই করলেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ২. রাস্তার ভার বহন ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী ওজনের গাড়ী যাতায়াত করে বলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. সারাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষার ঠিক আগে করা হয় বলে বর্ষার পরে পরেই রাস্তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। ৪. সমস্ত রাস্তা ঠিকঠাকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৫. সারাইয়ের প্রয়োজন এমন রাস্তার পরিমাপ করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৬. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৭. রোড রেজিষ্টার নেই। ৮. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

<table>
<tr><th>ধরণ</th><th>উত্তর</th><th colspan="2">নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td>(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে আছে?</td><td></td><td colspan="2">তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী,
১০%-এর কম হলে ৫,
১১-২০% হলে ৪,
২১-৩০% হলে ৩,
৩১-৪০% হলে ২,
৪১-৫০% হলে ১,
৫০%-এর বেশী হলে ০ এবং
কোনো তথ্য না থাকলে -১</td><td>৫</td><td></td><td>১. প্রাকৃতিক কারণে নলকূপ সারাই করলেও তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়।
২. জলস্তর নেমে যাওয়ার জন্য বছরের অনেক সময়েই নলকূপগুলি শুকিয়ে যায়।
৩. সমস্ত নলকূপ ঠিকঠাকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই।
৪. এলাকায় নলকূপ সারাই করার কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব আছে।
৫. নলকূপ সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ঘাটতি আছে।
৬. ব্যবহারকারীরা ঠিকমতো ব্যবহার করেন না বলে নলকূপ ঘন ঘন খারাপ হয় আর সারাইয়ের ব্যাপারে তাঁরা কোনো উদ্যোগ নেন না।
৭. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই।
৮. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই।
৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ পানীয় জলের উৎস দূষিত কিনা পরীক্ষা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?</td><td></td><td>যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলবাহিত বা নলকূপের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেখানে তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী,
৯১-১০০% ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ৫
৮১-৯০% ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ৪
৭১-৮০% ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ৩
৬১-৭০% ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ২
৪০-৬০%-এর ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ১
৪০%-এর কম ক্ষেত্রে জল পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে ০
এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১</td><td>যে গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় কুঁয়ার জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেখানে তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী,
৯১-১০০% কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ৫
৮১-৯০% কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ৪
৭১-৮০% কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ৩
৬১-৭০% কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ২
৪০-৬০% কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ১
৪০%-এর কম ক্ষেত্রে কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার ব্যবস্থা নিলে ০
এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১</td><td>৫</td><td></td><td>১. গ্রাম পঞ্চায়েতকে পানীয় জলের উৎস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. এলাকায় এই ধরণের পরীক্ষা করানোর সুযোগ নেই।
৩. কোথায় পানীয় জল পরীক্ষা করা হয় জানা নেই।
৪. কুঁয়া কে/কারা পরিষ্কার করেন জানা নেই।
৫. কুঁয়া কিভাবে সংক্রমণমুক্ত করতে হবে জানা নেই।
৬. এলাকার সাধারণ মানুষকে কুঁয়া পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে উৎসাহিত করা যায়নি।
৭. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই।
৮. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য নেই।
৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.........

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে পঞ্চায়েতের তৈরী নিকাশী ব্যবস্থা আছে?		তথ্য থাকলে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী ৬০-১০০% হলে **৫**, ৩১-৫৯% হলে **৩**, ২০-৩০% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত সংসদে নিকাশী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নেই। ২. নিকাশী ব্যবস্থার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ৩. নিকাশী ব্যবস্থা থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নালাগুলি কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৪. সমস্ত সংসদে নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৫. অনেক নিকাশী নালাই পাশের জমির মালিকরা জবরদখল করে নিয়েছেন। ৬. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যত কিলোমিটার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা দরকার তার কত শতাংশে বর্তমানে আলোর ব্যবস্থা আছে?		তথ্য থাকলে বা অন্যভাবে বাস্তব অনুমানের ভিত্তিতে যত কিলোমিটার রাস্তার পাশে আলোর প্রয়োজন তার মধ্যে ৭৫% বা তার বেশী রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **৫**, ৫০-৭৪% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **৪**, ৩০-৪৯% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **৩**, ১০-২৯% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **২**, ৫-৯% রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **১**, ৫%-এর কম রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা থাকলে **০** এবং কোনো তথ্য বা ধারণা না থাকলে **-১**	৫		১. গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রাস্তায় আলো দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় নি। ৩. অনেক রাস্তার এলাকাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ৪. দু-একটি রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি চুরি হয়ে যাওয়ায় আর উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৫. সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে আলোর ব্যবস্থা করার মত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় কত কিলোমিটার রাস্তা আছে তার সঠিক হিসাব নেই তাই কিছু আলো থাকলেও তার শতাংশ হিসাব করা গেলো না। ৭. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. এই সংক্রান্ত আংশিক তথ্য থাকলেও পুরো তথ্য নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন?		যে দিন কেউ সার্টিফিকেটের আবেদন করেন সেই দিনই দেওয়া হয় এমন হলে **৫**, তার পরের দিন দেওয়া হলে **৪**, তার ২ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৩**, তার ৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **২**, তার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **১**, তার পরে ৭ দিনের বেশী দেরী হলে **০** এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো উদ্যোগ না থাকলে **-২**	৫		১. জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপের জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৩. বেশ কিছু আবেদন পড়লে তবেই একসাথে সার্টিফিকেটগুলি লেখা হয় বলে দিতে দেরী হয়। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৫. প্রধানের সই করতে দেরী হয় বলে সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েত ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কিভাবে দেয়		গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিতভাবে ইস্যু করে এমন হলে **১**, না হলে **০**	১		১. ব্যবসা নিবন্ধীকরণের খুব বেশী উদ্যোগ নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবসা নিবন্ধীকরণের দিকে বেশী নজর দেওয়া যায় না। ৩. যারা নিবন্ধীকরণ করাতে আসে না তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। ৪. জনসমর্থন হারানোর ভয়ে ব্যবসা নিবন্ধীকরণের জন্য বেশী কড়াকড়ি করা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) গ্রাম পঞ্চায়েত ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কিভাবে দেয় (চলছে)		নিয়মিতভাবে নবীকরণ করে এমন হলে **১**, না হলে **০**	১		১. ইস্যু করার উদ্যোগ থাকলেও নবীকরণের উদ্যোগ খুব বেশী নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপে নবীকরণের দিকে বেশী নজর দেওয়া যায় না। ৩. যারা নবীকরণ করাতে আসে না তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। ৪. জনসমর্থন হারানোর ভয়ে নবীকরণের জন্য বেশী কড়াকড়ি করা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
		তথ্যগুলি রেজিস্টারে তুলে রাখে এমন হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এরকম কোনো রেজিস্টার নেই। ২. রেজিস্টার আছে কিন্তু সেটি নিয়মিত হালনাগাদ করা নয় না। ৩. রেজিস্টারে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে রেজিস্টারে তোলা হয় নি। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর সংখ্যা কম থাকার জন্য রেজিস্টারে তোলা হয় নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিতে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কত দিন সময় নেন?		যে দিন কেউ সার্টিফিকেটের আবেদন করেন সেই দিনই দেওয়া হয় এমন হলে **৪**, তার ২ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৩**, তার ৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **২**, তার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **১**, তার পরে ৭ দিনের বেশী দেরী হলে **০** বা এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনো উদ্যোগ না থাকলে **-১**	৪		১. ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রোজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. অন্যান্য কাজের চাপের জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৩. বেশ কিছু আবেদন পড়লে তবেই একসাথে সার্টিফিকেটগুলি লেখা হয় বলে দিতে দেরী হয়। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার জন্য সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৫. প্রধানের সই করতে দেরী হয় বলে সার্টিফিকেট দিতে দেরী হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা		এলাকার কত শতাংশ বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের প্ল্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন করিয়ে করা হয় ৯০-১০০% হলে **২**, ৮০-৮৯% হলে **১** এবং ৮০%-এর কম হলে **০**	২		১. বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের প্ল্যান অনুমোদন করাতে মানুষের আগ্রহের অভাব আছে। ২. বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের প্ল্যান অনুমোদন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. অনুমোদনযোগ্য প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ী/নির্মাণকার্য করার সঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ও পরিবেশ রক্ষার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সে বিষয়ে ধারণা না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত বা জনসাধারণের অনুমোদনের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. যারা প্ল্যান অনুমোদন করাতে আসেন না তাদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে প্ল্যান অনুমোদন করতে দেরী হয় বলে মানুষ অনুমোদন করাতে আগ্রহী হন না। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে অনুমোদনের ব্যবস্থা কার্যকরী করা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঠ) বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা (চলছে)		গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্ল্যান অনুমোদন করে এমন হলে **১**, না হলে **০**	১		১. বাড়ী বা অন্য নির্মাণকার্যের প্ল্যান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ২. অন্যান্য কাজের চাপে প্ল্যান অনুমোদন করতে দেরী হয়। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েতে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে প্ল্যান অনুমোদন করতে দেরী হয়। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
		গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণকার্য হচ্ছে কি না তা তদারকি করলে **১**, না করলে **০**	১		১. প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণকার্য হচ্ছে কি না তা তদারকি করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. নির্মাণকার্য তদারকি করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. যে পরিমাণে নির্মাণকার্য হয় তা তদারকি করা অসম্ভব। ৪. তদারকি করার জন্য উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। ৫. নির্মাণকার্য প্ল্যান অনুযায়ী না হলে কী করতে হবে জানা নেই বলে তদারকির বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ড) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত ৩ বছরে ব্যাপক হারে ডায়ারিয়া, ম্যালেরিয়া, টিবি, কালাজ্বর ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি হয়েছে কি না?		না হলে **৪**, হলে সেই সময় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো, প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া ও ওষুধ এনে বিলি করা হয়েছে এমন হলে **৩**, হলে সেই সময় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এমন হলে **২** এবং হলে সেই সময় কিছুই না করলে **০**	৪		১. পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২. পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৩. নিরাপদ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। ৪. সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেওয়া হয়নি। ৬. মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৭. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ৮. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক স্বনির্ভর দল তৈরী হয় নি। ৯. ব্যাপক হারে এইসব অসুখ হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে জানা নেই। ১০. ব্যাপক হারে এইসব অসুখ হলে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব স্বাস্থ্য দপ্তরের, গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব নেই মনে করা হয়। ১১. ব্যাপক হারে এইসব অসুখ হলে ব্যবস্থা নেওয়ার মত সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঢ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে কি?		না থাকলে **১**, থাকলে **০**	১		১. যে সমস্ত রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে তা মুক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এটা জানা ছিল না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। ৪. বে-আইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে গেলে অশান্তি হতে পারে এই ভেবে করা হয়নি। ৫. অনেক ক্ষেত্রে খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন বে-আইনি ভাবে দখল করে রেখেছেন বলে মানবিক কারণে দখলমুক্ত করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ণ) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত পুকুর, সাধারণ পশুচারণক্ষেত্র, শ্মশান, কবরস্থান, সমাধিক্ষেত্র বা অন্যান্য সম্পত্তি থাকলে তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?		৭৬-১০০% সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে **২**, ৫০-৭৫% সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে **১** এবং ৫০%-এর কম সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে **০**	২		১. ন্যস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা বা হিসাব নেই তাই রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা ওঠে না। ২. ন্যস্ত সম্পত্তি বেশীরভাগ বে-আইনি দখল হয়ে আছে বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৬. সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশী বলে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ত) এলাকার মধ্যে অবস্থিত বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অন্যান্য জনসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে পুরুষ ও মহিলার আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে কি?		সব জায়গায় থাকলে **২**, কোনো কোনো জায়গায় থাকলে **১** এবং কোথাও না থাকলে **০**	২		১. সমস্ত স্থানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (যেমন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সমিতি, বাস মালিক বা অ্যাসোসিয়েশান ইত্যাদি) উৎসাহিত করা যায়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. শৌচাগারগুলি কতটা ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৬. শৌচাগারগুলি রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর ব্যয় হবে ভেবে এই ব্যবস্থাগুলি করা হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(থ) এলাকার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে কি?		৭৬-১০০% জায়গায় থাকলে **২**, ৫০-৭৫% জায়গায় থাকলে **১** এবং ৫০%-এর কম জায়গায় থাকলে **০**	২		১. সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৪. সর্বশিক্ষা অভিযান বা অন্যান্য বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ থেকে এই ব্যবস্থাগুলি হয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(দ) বাসস্ট্যান্ড থাকলে যাত্রী প্রতীক্ষালয় আছে কি?		থাকলে **১**, না থাকলে **০**	১		১. বাসস্ট্যান্ড নেই। ২. যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরীর কথা ভাবা হয়নি। ৪. যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরী করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা (চলছে)

ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ধ) এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায়/ তত্ত্বাবধানে শিশুদের খেলার মাঠ/বাগান আছে কি?		প্রত্যেক পাড়ায় থাকলে **২**, একাধিক পাড়ায় থাকলে **১** এবং না থাকলে **০**	২		১. খেলার মাঠ বা বাগান আছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় বা তত্ত্বাবধানে নয় এবং সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। ২. এগুলির সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সম্পর্ক আছে এটা জানা ছিল না। ৩. প্রত্যেক পাড়ায় এগুলি থাকার মতো জমি নেই। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলির ব্যবস্থাপনা বা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৬০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			২০		

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব অফিসবাড়ী আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. নিজস্ব অফিসবাড়ী করার জায়গা নেই। ২. জায়গা সদ্য যোগাড় হয়েছে, এখনও বাড়ী করা হয়ে ওঠেনি। ৩. কোন জায়গায় হবে তাই নিয়ে বাদানুবাদ চলছে বলে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ৪. অন্যের অফিসে কাজ চলে যাচ্ছে বলে আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. যখন অফিস তৈরী হয়েছিল তখন জায়গা পর্যাপ্তই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর পর্যাপ্ত জায়গা থাকছে না। ২. বাড়ীর কাঠামো বাড়িয়ে পর্যাপ্ত জায়গা বের করা অসুবিধাজনক। ৩. পর্যাপ্ত জায়গা বানানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) সভা বা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বড় ঘর (মোটামুটি ৬০ জন ব্যক্তি বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এমন) গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. যখন অফিস তৈরী হয়েছিল তখন সভা বা প্রশিক্ষণের ঘরটিকে বড়ই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর বড় বলে মনে হচ্ছে না। ২. বাড়ীর কাঠামো বাড়িয়ে বড় ঘর তৈরী করা অসুবিধাজনক। ৩. বড় ঘর বানানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব গো-ডাউন আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরীর কথা ভাবা হয়নি। ২. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরী করার জায়গা নেই। ৩. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরী করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) উপ-সমিতির সঞ্চালকদের বসার নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সঞ্চালকদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরীর কথা ভাবা হয়নি। ২. সঞ্চালকদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরী করার জায়গা নেই। ৩. সঞ্চালকদের নির্দিষ্ট বসার জায়গা তৈরী করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার (ব্যবহারযোগ্য ও জলের ব্যবস্থা সহ) আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. সর্বসাধারণের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে মহিলাদের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার (ব্যবহারযোগ্য ও জলের ব্যবস্থা সহ) কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. মহিলাদের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) শৌচাগারগুলির নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিয়মিত পরিষ্কার করার লোক পাওয়া যায় না। ২. নিয়মিত পরিষ্কার করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় বলে এটিও অনুরূপ থাকে। ৪. যারা ব্যবহার করেন তাঁদের পরিষ্কারভাবে ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা যাচ্ছে না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) সরকারী আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এরকম ভাবে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৩. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) ডাক ফাইল (যে চিঠিপত্রগুলি এসেছে সেগুলি সম্বলিত ফাইল) প্রধান রোজ খোলেন কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. ফাইল করে সমস্ত চিঠিগুলি প্রধানকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ২. প্রধান রোজ অফিসে আসেন না। ৩. প্রধান এই কাজটি করতে আগ্রহ দেখান না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে প্রধানের পক্ষে রোজ এই কাজ করা সম্ভব হয় না। ৫. এই কাজটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো কর্মচারী করেন। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) সরকারী আদেশনামা আসার ৭ দিনের মধ্যে তার উপরে ব্যবস্থা নেওয়ার (ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে বা যে উপ-সমিতি নেবে তার সঞ্চালককে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা) কাজ শুরু হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজটি কে করবেন তা ঠিক করে রাখা নেই। ২. প্রধান সমস্ত আদেশনামা ৭ দিনের মধ্যে পড়ে উঠতে পারেন না, ফলে ব্যবস্থা নিতে বলতেও পারেন না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজে দেরী হয়। ৪. যাঁদেরকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে হবে তাঁদেরকে সবসময় পাওয়া যায় না। ৫. দেরী করে ব্যবস্থা নিলেও চলে যায় বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ থাকে না। ৬. উপর থেকে চাপ আসলে তবেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ড) বিভিন্ন উপ-সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. উপ-সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পরের সাধারণ সভায় জানাতে হবে এই জানা ছিল না। ২. পাঁচটি উপ-সমিতি মিলিয়ে এত সিদ্ধান্ত থাকে যে সব সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় জানানো সম্ভব হয় না। ৩. এই সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গেলে সাধারণ সভার মূল আলোচনা ব্যহত হতে পারে ভেবে জানানো হয় না। ৪. আর্থিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত জানতে সদস্যরা আগ্রহ দেখান না। ৫. উপ-সমিতির সভা নিয়মিত হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৬. উপ-সমিতির সভায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভাতেই নেওয়া হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঢ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার ও উপ-সমিতির সভাগুলির কার্যবিবরণী কিভাবে লেখা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন এবং সভার শেষে তা পড়ে শোনানো হয় (২) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন কিন্তু সভার শেষে পড়া হয় না (৩) সভার পরে সাত দিনের মধ্যে লেখা হয় (৪) পরের সভার আগে লেখা হয় (৫) কখন লেখা হবে তার কোনো ঠিক থাকে না	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৩		১. সভার মধ্যেই কার্যবিবরণী লিখতে হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. সভার শেষে কেউ আর কার্যবিবরণী শুনতে আগ্রহ দেখান না। ৩. সভার মধ্যে লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। ৪. সভার পরে লেখাই রেওয়াজ বলে সভার মধ্যে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. দেরী করে লেখার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে বলে দেরী করেই লেখা হয়। ৬. কাজটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় পরে করব বলে অনেক সময়েই ফেলে রাখা হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৬		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৮		

৫. গ্রাম পঞ্চায়েত তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) Attendance Register-এ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীরা ঠিক সময়মতো সই করছেন কি না তা প্রধান লক্ষ্য রাখেন কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Attendance Register নেই। ২. প্রধান নিজে ঠিক সময়ে আসেন না। ৩. প্রধান রোজ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসেন না। ৪. প্রধানের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) Asset Register নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Asset Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) Stock Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Stock Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) Advance Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Advance Register নেই। ২. কাউকে অগ্রিম দেওয়া হয় না। ৩. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৪. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৫. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৬. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৭. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) Project Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Project Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৬) Works Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Works Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) Register for Issue & Receipt of Letters নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Register for Issue & Receipt of Letters নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৮) Cheque Issue & Receipt Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Cheque Issue & Receipt Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) Birth & Death Register নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. Birth & Death Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিৎ জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১০) গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ লেখার কোনো রেজিস্টার আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এমন কোনো রেজিস্টার রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. এমন কোনো রেজিস্টারের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৩. ভাবা হয়েছিল, কিন্তু এই খাতা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে বোঝা যায়নি। ৪. চালু হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ জমা না পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি?

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের তালিকা		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তার তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার উপভোক্তার তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি? (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৫) বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) মাতৃত্ব ভাতা পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) অন্যান্য বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচি অনুযায়ী উপভোক্তার তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৮) ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমি পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি? (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৯) নথিভুক্ত বর্গাদারের তালিকা		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে এই তালিকা নেই। ২. কেউ কখনও এই তালিকা দেখতে চান নি বলে তৈরী রাখা হয়নি। ৩. সাধারণ মানুষ এই তালিকা দেখতে চাইতে পারেন এটা জানা ছিল না। ৪. সবাইকে তালিকা দেখালে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৫. তালিকা দেখালে যাদের নাম নেই তারা গন্ডগোল করতে পারেন এই ভেবে দেখানো হয় না। ৬. কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে সাধারণ মানুষকে তালিকা দেখানো যায় না। ৭. সাধারণ মানুষের এই তালিকা দেখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

(গ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
তথ্য পাওয়ার অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানানোর ব্যবস্থা আছে কি?		ব্যবস্থা থাকলে ও তথ্য কেউ নিয়ে থাকলে **২**, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি এমন হলে **১** এবং ব্যবস্থা নেই এমন হলে **০**	২		১. এই আইন সংক্রান্ত খবরাখবর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ২. এই আইন বলবৎ হবার ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কি করণীয় তা এখনো বোঝা যায়নি। ৩. কেউ তথ্য জানতে চাননা/চাননি, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৪. কীভাবে তথ্য জানানো হবে জানা নেই। ৫. তথ্য কে জানাবে স্পষ্ট নয়, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৬. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৭. তথ্য জানালে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা নেই। ৮. কোন কোন তথ্য জানানো যেতে পারে স্পষ্ট নয়। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২		

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা

<table>
<tr><th colspan="2">বিষয়</th><th>উত্তর</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="3">(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব / বার্ষিক প্রতিবেদন কী ভাবে জানানো হয়?</td><td>গ্রাম সংসদ সভায় পেশ করা</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">সমস্ত ব্যবস্থাই থাকলে **৩**,
যে কোনো দুটি ব্যবস্থা থাকলে **২**,
যে কোনো একটি ব্যবস্থা থাকলে **১**
এবং কোনো ব্যবস্থাই নেই এমন হলে **০**</td><td rowspan="3">৩</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">১. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা ছিল না।
২. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা থাকলেও উদ্যোগের অভাব আছে।
৩. পাঠাগার বহু দূরে বলে সেখানে জমা দেওয়া হয় না।
৪. সংসদ সভায় পড়ে কোনো লাভ হয় না।
৫. অফিস থেকে কেউ চাইতে পারেন জানা ছিল না।
৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>কোনো সাধারণ লাইব্রেরীতে জমা দেওয়া</td></tr>
<tr><td>অফিস থেকে চাইলে সরবরাহ করা</td></tr>
<tr><td colspan="2">(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্যের নোটীশ বোর্ড আছে কি?</td><td></td><td>থাকলে **২**,
না থাকলে **০**</td><td>২</td><td></td><td>১. এ ধরণের নোটিশ বোর্ড-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।
২. নোটিশ বোর্ড ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন আর করা হয়নি।
৩. নোটিশ বোর্ড আছে, অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td colspan="2">(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এন.আর.ই.জি.এ.-তে মানুষের অধিকার ও এই প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লেখা আছে কি?</td><td></td><td>লেখা থাকলে **৩**,
না থাকলে **০**</td><td>৩</td><td></td><td>১. দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার কথা জানা ছিল না।
২. দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
৩. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলি লেখা সম্ভব হয় না।
৪. এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয় না।
৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।
৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এন.আর.ই.জি.এস.-এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এই মাস পর্যন্ত খরচ, এই মাস পর্যন্ত কত পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছে, এই মাস পর্যন্ত কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, এই মাস পর্যন্ত কত মহিলা শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, এই মাসে কোন কোন কাজ হয়েছে) লেখা হয় কি?</td><td></td><td>লেখা হলে **৩**,
লেখা না হলে **০**</td><td>৩</td><td></td><td>১. এই ধরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন লিখে রাখার কথা জানা ছিল না।
২. দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
৩. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলি লেখা সম্ভব হয় না।
৪. মাসে মাসে এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয় না।
৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।
৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
</table>

পরের পাতায়.........

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে ইন্দিরা আবাস যোজনার স্থায়ী অপেক্ষমানদের তালিকা বা পার্মানেন্ট ওয়েট লিস্ট (পরিবারের মোট প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ক্রমানুসারে) লেখা আছে কি?		লেখা থাকলে **২**, লেখা না থাকলে **০**	২		১. এই ধরণের তালিকা লিখে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এটি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এটি লেখা সম্ভব হয়নি। ৪. এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয়নি। ৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পের (IGNOAPS) উপভোক্তার নামের তালিকা লেখা আছে কি?		লেখা থাকলে **২**, লেখা না থাকলে **০**	২		১. এই ধরণের তালিকা লিখে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. দেওয়ালে বা বড় নোটিশ বোর্ডে এটি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এটি লেখা সম্ভব হয়নি। ৪. এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয়নি। ৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) প্রতিটি কাজের স্থানে কাজের বিবরণ, খরচ ও কারা কাজ পেয়েছেন তার তালিকা স্থায়ী নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হয় কি?		সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হলে **৩**, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হলে **২**, কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হলে **১** এবং কখনোই টাঙানো না হলে **০**	৩		১. প্রতিটি কাজের স্থানে টাঙাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. টাঙানো উচিৎ কিন্তু কখনোই টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে প্রতিটি স্থানে টাঙানো সম্ভব হয় না। ৪. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) কেউ চাইলে মাস্টার রোলের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি?		ব্যবস্থা থাকলে ও কেউ তা নিয়ে থাকলে **২**, ব্যবস্থা থাকলে ও কেউ না নিলে **১** এবং ব্যবস্থা না থাকলে **০**	২		১. কেউ চাইলে মাস্টার রোলের কপি দিতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৩. মাস্টার রোলের কপি দিলে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে এই জন্য ব্যবস্থা নেই। ৪. ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেউ চান না বলে ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

৭. শিক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট মহিলা জনসংখ্যার কত শতাংশ সাক্ষর?		৯০-১০০% হলে **৮**, ৮০-৮৯% হলে **৭**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৫**, ৫৫-৫৯% হলে **৪**, ৫০-৫৪% হলে **৩**, ৪৫-৪৯% হলে **২**, ৪০-৪৪% হলে **১** এবং ৪০%-এর কম হলে **০**	৮		১. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম?		অনধিক ৫% কম হলে **৬**, ৬-১০% কম হলে **৪**, ১১-১৫% কম হলে **২** এবং ১৫%-এর অধিক কম হলে **০**	৬		১. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের কত শতাংশ বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে যায়?		৯৭-১০০% গেলে **৬**, ৯৩-৯৬% গেলে **৫**, ৮৯-৯২% গেলে **৪**, ৮৫-৮৮% গেলে **৩**, ৮১-৮৪% গেলে **২**, ৭৫-৮০% গেলে **১**, ৭৫%-এর কম গেলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কোনো তথ্য না থাকলে **-২**	৬		১. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. অনেক পরিবারের অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব আছে, তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান না। ৪. বাড়ীর চাষবাস বা ব্যবসার কাজের ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে স্কুলে আসে না। ৫. বাড়ীর কাজে মেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে স্কুলে আসে না। ৬. পড়াশোনার আনুষঙ্গিক খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে বলে তা বহন করা অভিভাবকদের পক্ষে বেশ কঠিন। ৭. অনেক বালক-বালিকাই শিশু শ্রমিকের কাজ করে বলে স্কুলে আসে না। ৮. শিশু শ্রমিকরা স্কুলে আসতে চাইলেও তাদের সময়োপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ৯. বিদ্যালয়গুলিতে সহজ সরল শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই বলে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অনেকেই ভয়ে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ১০. পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দিকে শিক্ষকরা কোনো মনোযোগ না দেওয়ায় তারা স্কুলে আসতে কোনো আগ্রহ পায় না। ১১. কাছে বিদ্যালয় না থাকায় অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান না। ১২. সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা অন্য সকলের সমান সুযোগ পায় না বলে আসতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ১৩. বিদ্যালয়ে বালিকাদের শৌচাগার না থাকায় অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ১৪. অনেক পরিবার কাজের সন্ধানে মাঝে মাঝেই অন্যত্র চলে যায়। ১৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৭. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের কত শতাংশ যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়?		৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	৫		১. বাড়ীর চাষবাস বা ব্যবসার কাজের ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ২. বাড়ীর কাজে মেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৩. অনেক বালক-বালিকাই শিশু শ্রমিকের কাজ করে বলে তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৪. বিদ্যালয়গুলিতে সহজ সরল শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই বলে অনেকেই পড়া বুঝতে পারে না এবং ফলে যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৫. বিদ্যালয়ে বালিকাদের শৌচাগার না থাকায় অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ৬. পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দিকে শিক্ষকরা কোনো মনোযোগ না দেওয়ায় তারা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৭. যাতায়াতের রাস্তা সুগম নয় বলে বিশেষ করে বালিকারা বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দেয়। ৮. বছরের কোনো একটি সময়ে পরিবার কাজের সন্ধানে মাঝে মাঝেই অন্যত্র চলে যায় বলে ঐ ছেলেমেয়েরা যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের কত শতাংশ যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়?		৮৫-১০০% হলে **৫**, ৭০-৮৪% হলে **৪**, ৫৫-৬৯% হলে **৩**, ৪০-৫৪% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. বাড়ীর চাষবাস বা ব্যবসার কাজের ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ২. বাড়ীর কাজে মেয়েরা যুক্ত হয়ে যায় বলে তারা যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৩. অনেক বালক-বালিকাই শিশু শ্রমিকের কাজ করে বলে তারা যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৪. বিদ্যালয়গুলিতে সহজ সরল শিক্ষাদানের পরিবেশ নেই বলে অনেকেই পড়া বুঝতে পারে না এবং ফলে যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৫. বিদ্যালয়ে বালিকাদের শৌচাগার না থাকায় অনেকে স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ৬. পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দিকে শিক্ষকরা কোনো মনোযোগ না দেওয়ায় তারা যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৭. যাতায়াতের রাস্তা সুগম নয় বলে বিশেষ করে বালিকারা বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দেয়। ৮. বছরের কোনো একটি সময়ে পরিবার কাজের সন্ধানে মাঝে মাঝেই অন্যত্র চলে যায় বলে ঐ ছেলেমেয়েরা যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৭. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি কিভাবে কাজ করছে?	(১) নিয়মিত সভা করে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সবকটিই নিয়মিত সভা করে (২) প্রায় সবকটিই নিয়মিত সভা করে (৩) অর্ধেক বা তার বেশী নিয়মিত সভা করে (৪) অর্ধেকের কম নিয়মিত সভা করে (৫) প্রায় কোনোটিই নিয়মিত সভা করে না	উত্তর (১) হলে **৪**, উত্তর (২) হলে **৩**, উত্তর (৩) হলে **২**, উত্তর (৪) হলে **১** এবং উত্তর (৫) হলে **০**	৪		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. গ্রাম শিক্ষা কমিটির বিষয়ে সভাপতি/সচিব যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. নিয়মিত সভা ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৬. সভায় সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৭. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) গ্রাম সংসদ গুলির বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. কাজটি সম্পর্কে ধারণা নেই। ২. কাজটি করে কী হবে বোঝা যায় নি। ৩. কাজটি স্বেচ্ছাশ্রমে করতে হবে বলে উৎসাহ পাওয়া যায় নি। ৪. কাজটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ বলে করা হয়ে ওঠে নি। ৫. তাদের ভর্তি করার বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকার জন্য তালিকা করা হয়নি। ৬. সবসময়েই কোনো না কোনো পরিবার বাইরে থাকে বলে প্রকৃত তথ্য পাওয়া সম্ভব নয় - সেইজন্য করা হয় নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) সেই তালিকা অনুযায়ী বাড়ী বাড়ী গিয়ে বা অন্য প্রচারের মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. কাজটি করার মতো লোক পাওয়া যায় নি। ২. আগে একবার উদ্যোগ নিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি বলে আর উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. কাজটি করলেও ফল হবে কী না অনিশ্চয়তা থাকায় করা হয় নি। ৪. স্কুলগুলি এই সব ছেলেমেয়েদের ভর্তি নিতে চায় না। ৫. স্থানীয় স্কুলে আর ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জায়গা নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

৭. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম শিক্ষা কমিটিগুলি কীভাবে কাজ করছে?	(৪) যে সংসদে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নেই সেখানে বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র (এ.আই.ই./ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র) খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ২. এই কাজের দায়িত্ব কার উপরে ন্যস্ত জানা নেই, তাই কাজটি করা যায়নি। ৩. এই কাজ করার সময় পাওয়া যায়নি। ৪. এই কাজ করে কি লাভ বোঝা যায়নি। ৫. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কী ভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র (এ.আই.ই./ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র) নেই?			০% সংসদে না থাকলে **৫**, ১-৫% সংসদে না থাকলে **৪**, ৬-১০% সংসদে না থাকলে **৩**, ১১-১৫% সংসদে না থাকলে **২**, ১৬-২০% সংসদে না থাকলে **১** এবং ২০%-এর বেশি সংসদে না থাকলে **০**	৫		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কি ভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে পঞ্চায়েতের প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই পঞ্চায়েতের আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				৪৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)				১৫		

৮. জনস্বাস্থ্য

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসের শেষ শনিবারের স্বাস্থ্যসভা		প্রত্যেক মাসেই নিয়মিতভাবে হয় ও সভার রিপোর্ট নিয়মিতভাবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠানো হয় – এমন হলে **৩,** প্রত্যেক মাসেই নিয়মিতভাবে হয় কিন্তু সভার রিপোর্ট নিয়মিতভাবে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে পাঠানো হয় না – এমন হলে **২,** কোনো কোনো মাসে হয় – এমন হলে **১** এবং কোনো মাসেই হয় না – এমন হলে **-২**	৩		১. সভা নিয়মিত হয় না। ২. সভায় কী নিয়ে আলোচনা করতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ৩. সভা নিয়মিত হয় কিন্তু কি রিপোর্ট পাঠাতে হবে জানা নেই। ৪. রিপোর্ট কেন পাঠাতে হবে তা জানা নেই। ৫. সভা হয়, কিন্তু রিপোর্ট কে লিখবেন জানা নেই, তাই রিপোর্ট হয় না। ৬. যে সব তথ্য রিপোর্টে আসা দরকার সেই সব তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. যে সব তথ্য রিপোর্টে আসা দরকার সেই সব তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়মিত সভা ডাকেন, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আই.সি.ডি.এস. থেকে কেউ আসেন না। ৯. স্বাস্থ্য দপ্তর এবং আই.সি.ডি.এস.-এর রিপোর্ট মেলে না, তাই রিপোর্ট তৈরীও হয় না। ১০. রিপোর্ট পাঠিয়ে কোনো কাজ হয় না দেখে রিপোর্ট আর পাঠানো হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) মাসের শেষ শনিবারের স্বাস্থ্যসভায় গ্রাম পঞ্চায়েত পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে কি?		২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ৯টি বা তার বেশী সভায় গ্রহণ করলে **২,** ৬-৮টি সভায় গ্রহণ করলে **১** এবং ৬-এর কম সভায় গ্রহণ করলে **০**	২		১. নিয়মিত সভা হয় না। ২. এই সভা থেকে কোনো রিপোর্ট উঠে আসে না, তাই কোনো কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয় না। ৩. এই সভায় যা আলোচনা হয়, তাতে কিছু বিচ্ছিন্ন কাজের হদিশ পাওয়া যায় মাত্র, পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। ৪. কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৫. অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের অভাবের জন্য কর্মপরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. পরিষেবা কতটা দিতে পারা যাবে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। ৭. কর্মপরিকল্পনা করার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর বা আই.সি.ডি.এস.-এর সাহায্য পাওয়া যায় না বলে কর্মপরিকল্পনা করা হয়ে ওঠে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় কি?		২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ৯টি বা তার বেশী ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হলে **৩,** ৭-৮টি ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হলে **২,** ৫-৬টি ক্ষেত্রে রূপায়িত হলে **১** এবং ৫টির কম ক্ষেত্রে রূপায়িত হলে **০**	৩		১. নিয়মিত সভা হয় না। ২. নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। ৩. গৃহীত পরিকল্পনা কীভাবে রূপায়ণ করা হবে জানা নেই। ৪. গৃহীত পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব কার জানা নেই। ৫. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৬. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাহায্য পাওয়া যায় না। ৭. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে অন্তত একদিন ডাক্তার আসার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?		ব্যবস্থা থাকলে **৫**, না থাকলে **০** (যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তর পরিচালিত যে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত ডাক্তার আসেন তাহলেও ৫ নম্বর পাওয়া যাবে)	৫		১. ডাক্তারের ব্যবস্থার জন্য বিভাগীয় দপ্তরের কোনো উদ্যোগ নেই। ২. এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কোনো ডাক্তারই আসতে চান না। ৩. ডাক্তারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কী ভাবে উদ্যোগ নেবে জানা নেই। ৪. ডাক্তার আসতেন, কিন্তু তার জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার (বসার জায়গা ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা যায়নি, তাই তিনিও আর আসেন না। ৫. ডাক্তার আসতে শুরু করেছিলেন কিন্তু বেশী লোক তাঁর কাছে আসেন না বলে তিনি এখন আর আসছেন না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে কত শতাংশের ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে?		৮০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **৩**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৪০-৪৯% হলে **১**, ৪০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। ২. ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. জন্মের অনেক দিন পরেও সহজেই রেজিস্ট্রেশন করানো যায় বলে ২১ দিনের মধ্যে করানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ৪. উপযুক্ত কর্মীর অভাবে রেজিস্ট্রেশন করাতে দেরী হয় বলে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কত শতাংশের ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন হয়েছে?		৮০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **৩**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৪০-৪৯% হলে **১**, ৪০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। ২. ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে মানুষের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. অনেকের ক্ষেত্রেই মৃত্যু সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ৪. মৃত্যুর অনেক দিন পরেও সহজেই রেজিস্ট্রেশন করানো যায় বলে ২১ দিনের মধ্যে করানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ৫. উপযুক্ত কর্মীর অভাবে রেজিস্ট্রেশন করাতে দেরী হয় বলে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ভিত্তিক কতজন করে দাই আছেন সে সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য আছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আছে, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রভিত্তিক নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৮) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট যতজন দাই আছেন তাঁদের মধ্যে কত শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত?		৮০% বা তার বেশী হলে **৩**, ৬০-৭৯% হলে **২**, ৪০-৫৯% হলে **১**, ৪০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. দাই প্রশিক্ষণের সুযোগ বেশী পাওয়া যায় না। ৬. কাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সে সিদ্ধান্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক নেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো ভূমিকা নেই। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক অফিস থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এখান থেকে দাইরা প্রশিক্ষণ নিতে যান না। ৮. প্রশিক্ষিত দাই-এর প্রয়োজন গ্রামের সাধারণ মানুষ বোঝেন না তাই দাইরাও প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহী নন। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ শিশু হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়াই জন্মেছে?		০% হলে **৩**, ১-১০% হলে **২**, ১১-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব সবাইকে বোঝানো যায় নি। ৭. কাছাকাছি প্রসব করানোর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই (উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি)। ৮. প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেগুলিতে সবসময় প্রচুর চাপ থাকে। ৯. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১০) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ শিশু ৬টি রোগের টিকার আওতায় এসেছে?		৯৫-১০০% হলে **৫**, ৭৫-৯৪% হলে **৪**, ৫৫-৭৪% হলে **৩**, ৪০-৫৪% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১** এবং ২৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. টীকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। ৭. টীকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মানুষ অনেক সময়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৮. ২-৩টি টীকার পর অনেকেই আর টীকা দেওয়াতে ভুলে যান। ৯. কাছাকাছি টীকা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই (উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি)। ১০. প্রতিষ্ঠান আছে, টীকা দেওয়া হয়/হচ্ছে না (দেবার লোকের অভাব, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ গর্ভবতী মা দুইটি টিটেনাস টিকা নিয়েছেন?		৮৫-১০০% হলে **৪**, ৭০-৮৪% হলে **৩**, ৫৫-৬৯% হলে **২**, ৪০-৫৪% হলে **১**, ৩৯%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. টীকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের/পরিবারের সচেতনতার অভাব আছে। ৭. টীকা দেওয়ানোর ব্যাপারে মানুষ অনেক সময়েই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ৮. প্রথম টীকাটির পর অনেকেই দ্বিতীয়টি দেওয়াতে ভুলে যান। ৯. কাছাকাছি টীকা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই (উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি)। ১০. প্রতিষ্ঠান আছে, টীকা দেওয়া হয়/হচ্ছে না (দেবার লোকের অভাব, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(১২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ মহিলা গর্ভাবস্থায় অন্তত ৩ বার ও সন্তান প্রসব হওয়ার পরে অন্তত ১ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন?		৯৫-১০০% হলে **৫**, ৭৫-৯৪% হলে **৪**, ৫৫-৭৪% হলে **৩**, ৪০-৫৪% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১**, ২৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখতে হয় জানা নেই। ২. মৌখিক তথ্য আছে, নথী নেই। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জোগাড় হবে জানা নেই। ৪. স্বাস্থ্য কর্মীদের থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়নি। ৫. এই তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৬. কাছাকাছি এই পরিষেবা দেবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই (উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি) ৭. প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু এই পরিষেবা দেওয়া হয়/হচ্ছে না (দেবার লোকের অভাব, ওষুধের অভাব ইত্যাদি)। ৮. স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে মায়েদের/পরিবারের সচেতনতার অভাব আছে। ৯. কত বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হয় সে সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল নন। ১০. গর্ভাবস্থায় যদিও বা পরীক্ষা হয়, প্রসব পরবর্তী পরীক্ষা প্রায় হয় না বললেই চলে। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			১৫		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) কত শতাংশ পরিবারকে বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসেও পানীয় জল সংগ্রহ করতে ১০০ মিটারের বেশী যেতে হয় না?		১০০% হলে ৪, ৯৫-৯৯% হলে ৩, ৯০-৯৪% হলে ২, ৮৫-৮৯% হলে ১, ৮৫% এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. সকল পরিবারের জন্য ১০০ মিটারের মধ্যে জলের উৎসের ব্যবস্থা করা যায়নি। ২. বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ৩. এই অঞ্চলে জল জমিয়ে রাখার আধার নেই বললেই চলে। ৪. নলকূপ বসালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৫. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) কত শতাংশ পরিবার নলবাহিত জলের সুযোগ পেয়ে থাকে?		৮০% বা তার বেশী হলে ৪, ৬০-৭৯% হলে ৩, ৪০-৫৯% হলে ২, ২০-৩৯% হলে ১, ২০% এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নলবাহিত জলের ব্যবস্থা নেই। ২. অধিকাংশ সংসদ এলাকাতেই নলবাহিত জলের ব্যবস্থা নেই। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের নলবাহিত জলের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষমতা নেই। ৪. পরিষেবার মূল্য দিয়ে বাড়ীতে নলবাহিত জলের সংযোগ নিতে অনেকেই আগ্রহী হন না। ৫. রাস্তায় জলের ট্যাপ থাকলেও সেখানে এত চাপ থাকে যে সকল পরিবার সেখান থেকে জল নিতে পারেন না। ৬. নলবাহিত জলের ব্যবস্থা ছিল, খারাপ হওয়ার পরে মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) কত শতাংশ পরিবারের বাড়ীতেই নলবাহিত জলের বা নলকূপের বা কুঁয়ার সুযোগ আছে?		৫০% এর বেশী হলে ৪, ৪০-৪৯% হলে ৩, ৩০-৩৯% হলে ২, ২০-২৯% হলে ১, ২০% এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. অধিকাংশ পরিবারেরই বাড়ীতে এই ধরণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই। ২. এলাকায় সরকারী উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জলের উৎস থাকায় অনেকেই আর বাড়ীতে এই ব্যবস্থাটি রাখেন নি। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে?		১০০% পরিবারে থাকলে ৪, ৭০-৯৯% পরিবারে থাকলে ৩, ৫০-৬৯% পরিবারে থাকলে ২, ৩০-৪৯% পরিবারে থাকলে ১, ৩০% এর কম পরিবারে থাকলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৪		১. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ২. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ আগ্রহী হন না। ৪. শৌচাগার নির্মাণের কাজ কিভাবে এগোনো যাবে তা জানা নেই। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৫) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ নলকূপের/কুঁয়ার চাতাল বাঁধানো?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **২**, ৮০-৮৯% হলে **১**, ৮০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. এই কাজ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়নি। ৩. এই কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৫. চাতাল খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায় তাই আর করা হচ্ছে না। ৬. সমস্ত চাতাল বাঁধানোর মত আর্থিক সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ জলের উৎসের পাশে জল শুকানোর গর্ত (সোক পিট) বা নিকাশী ব্যবস্থা আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **২**, ৮০-৮৯% হলে **১**, ৮০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. এই কাজ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়নি। ৩. এই কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৫. চাতাল, নালা ও সোক পিট সব জায়গায় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে?		০% হলে **৪**, ১-৫% হলে **৩**, ৬-১২% হলে **২**, ১৩-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. এই সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই ব্যাপারে বাধা দিলে গন্ডগোল হতে পারে, তাই পঞ্চায়েত কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না। ৪. এই অঞ্চলে সাধারণ ভাবে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়, তাই পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ করে কোনো ফল হয় না। ৫. এইরকম ঘটনা যে বেআইনি গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা নেই। ৬. ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের যে বিয়ে হওয়া উচিৎ নয় সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা এলাকার মানুষের নেই। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ মহিলা ২০ বছরের নীচে মা হয়েছেন?		০% হলে **৪**, ১-৫% হলে **৩**, ৬-১২% হলে **২**, ১৩-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. এই সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অল্প বয়সে মাতৃত্বের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. এই ব্যাপারে বাধা দিলে গন্ডগোল হতে পারে, তাই পঞ্চায়েত কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না। ৪. এই অঞ্চলে সাধারণ ভাবে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়, সন্তানও হয়, তাই পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ করে কোনো ফল হয় না। ৫. অল্প বয়সে মাতৃত্ব যে মা ও শিশুর পক্ষে শারীরিক ভাবে ক্ষতিকর সেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা নেই। ৬. ২০ বছরের নীচে মা হওয়া যে উচিৎ নয় সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা এলাকার মানুষের নেই। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) কত শতাংশ মহিলার ৩টি বা তার বেশী সন্তান আছে?		১০% বা তার কম হলে **৪**, ১১-২০% হলে **৩**, ২১-৩০% হলে **২**, ৩১-৪০% হলে **১**, ৪০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৪		১. এই সংক্রান্ত ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. এই ব্যাপারে বাধা দিলে বা প্রচার চালালে গন্ডগোল হতে পারে, তাই পঞ্চায়েত কোনোরকম হস্তক্ষেপ করে না। ৩. এই অঞ্চলে সাধারণ ভাবে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়, বেশী সন্তানও হয়, তাই পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপ করে কোনো ফল হয় না। ৪. বেশী সন্তান হলে কী অসুবিধা হতে পারে সে বিষয়ে মানুষের সচেতনতার অভাব। ৫. পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের উদ্যোগের অভাব আছে। ৬. মাঝে মাঝেই শিশুমৃত্যু হয় বলে মানুষকে বোঝানো যাচ্ছে না। ৭. শিশুশ্রমিক সংসারের অভাব মেটায় বলে পরিবারগুলি অধিক সন্তান চান। ৮. বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারবে না। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়াই যে সমস্ত শিশু জন্মায় তাদের জন্মের সময় ওজন নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. জন্ম ওজন নেওয়ার উপকারিতা কী জানা নেই। ২. জন্ম ওজন কে নথীভুক্ত করবেন জানা নেই। ৩. যারা হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়া জন্মায় তাদের কোথায় ওজন করাতে হবে জানা নেই। ৪. এই ওজন নেওয়ার দায়িত্ব যাদের তাঁরাও এই ধরণের জন্মের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান না। ৫. শিশুর জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়না সংস্কারগত কারণে। ৬. বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারে না। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৫) ব্যবস্থা থাকলে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যত শিশু জন্মেছে তার কত শতাংশের জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়েছে?		৮০% বা তার বেশী হলে **২**, ৭০-৭৯% হলে **১**, ৭০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. জন্ম ওজন নেওয়ার উপকারিতা কী জানা নেই। ২. জন্ম ওজন কে নথীভুক্ত করবেন জানা নেই। ৩. যারা হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়া জন্মায় তাদের কোথায় ওজন করাতে হবে জানা নেই। ৪. এই ওজন নেওয়ার দায়িত্ব যাদের তাঁরাও এই ধরণের জন্মের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখান না। ৫. শিশুর জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়না সংস্কারগত কারণে। ৬. বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারে না। ৭. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সময় জন্ম ওজনের খবর গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে না। ৮. এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কী করণীয় জানা নেই। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের কত শতাংশ চরম অপুষ্টিতে ভুগছে [ICDS-এর খাতায় লাল (Grade IV) ও কমলা (Grade III) শ্রেণীভুক্ত]?		১০% বা তার কম হলে **২**, ১১-২০% হলে **১**, ২০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	২		১. এই সংক্রান্ত খবরে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অপুষ্টি কমানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের খুব বেশী কিছু করার নেই বলে তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। ৩. দারিদ্রের কারণে অপুষ্টি এখানে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে সময় লাগবে। ৪. স্বল্প খরচে পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ৫. বিষয়টি আই.সি.ডি.এস.-এর দেখার কথা, পঞ্চায়েত কিছু করতে পারে না। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এই অঞ্চলে আই.সি.ডি.এস.-এর পরিষেবা নিয়মিত নয়, তাই তথ্য জানা যায় না। ৮. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত ওজন হয় না, তাই তথ্য জানা যায় না। ৯. সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়মিত ওজন হয় না, তাই সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য পাওয়া যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) ৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে যারা অপুষ্টিতে ভুগছে (ওজনের ভিত্তিতে) তাদের জন্য কোনো পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে করেছে কি?		গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা থাকলে **৩**, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু সমস্ত শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ব্যবস্থায় সাহায্য করেছে এমন হলে **২**, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু কিছু শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ব্যবস্থায় সাহায্য করেছে এমন হলে **১**, কিছুই করে নি এমন হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. এই ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. অপুষ্টি কমানোর জন্য ঠিক কী করতে হবে জানা নেই। ৩. এই কাজের জন্য কোনো স্কীম নেই, প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল খুব অল্প হওয়ার কারণে সেখান থেকেও এই কাজ করা যায়নি। ৫. পরিবারগুলিকে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে কিন্তু (মূলত দারিদ্রের কারণে) কোনো ফল হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত আই.সি.ডি.এস-কে অনেকবার ব্যবস্থা নিতে বলেছে কিন্তু কিছু হয়নি। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে (BPL) আছে (গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী)?		১০%-এর কম হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১**, ৫০%-এর বেশী হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৫		১. এই অঞ্চল স্বভাবতই দারিদ্র পীড়িত, তাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রচুর। ২. গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষায় ভুলের জন্য অনেক পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখানো হয়েছে। ৩. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৫. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ঠিক কী কী করা উচিৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের জানা নেই। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যেগুলি এন.আর.ই.জি.এ. জেলা ছিল তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে?		১০০ দিন বা তার বেশী হলে **৭**, ৯০-৯৯ দিন হলে **৬**, ৮০-৮৯ দিন হলে **৫**, ৭০-৭৯ দিন হলে **৪**, ৫০-৬৯ দিন হলে **৩**, ৪০-৪৯ দিন হলে **২**, ২০-৩৯ দিন হলে **১** এবং ২০ দিনের কম হলে **-২**	৭		১. এই প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে বেশী কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. ব্লক থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৫. ব্লক থেকে স্কীম ভেটিং হয়ে আসতে দেরী হওয়ার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৬. কাজ চাওয়া পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
অথবা (খ) (হাওড়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে SGRY ও অন্যান্য প্রকল্পে দরিদ্র পরিবার পিছু গড়ে কতদিনের মজুরীভিত্তিক কাজ দেওয়া হয়েছে?		২৫ দিন বা তার বেশী হলে **৭**, ২২-২৪ দিন হলে **৬**, ২০-২১ দিন হলে **৫**, ১৮-১৯ দিন হলে **৪**, ১৫-১৭ দিন হলে **৩**, ১৩-১৪ দিন হলে **২**, ১০-১২ দিন হলে **১** এবং ১০ দিনের কম হলে **০**	৭		১. এই প্রকল্পে/প্রকল্পগুলিতে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে বেশী কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. ব্লক থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৫. ব্লক থেকে স্কীম ভেটিং হয়ে আসতে দেরী হওয়ার জন্য বেশী কাজ করা যায় নি। ৬. দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারকে ২৫ দিন বা তার বেশী কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এত বেশী যে সমস্ত দরিদ্র পরিবারকে ২৫ দিন বা তার বেশী কাজ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত?		৮০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৫০-৬৯% হলে **৩**, ৩০-৪৯% হলে **২**, ২৫-২৯% হলে **১**, ২৫%-এর কম হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য না থাকলে **-২**	৫		১. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. অন্য কাজের চাপে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৩. স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি ব্লক থেকে পরিচালিত হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ৪. ছমাস হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক দলের গ্রেডিং হয়নি বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৫. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক দল লাভজনক কাজ করতে পারছে না বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৬. এস.জি.এস.ওয়াই. নয় এমন কতগুলি দল গঠিত হয়েছে তার খবর গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. এস.জি.এস.ওয়াই নয় এমন দলগুলি পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কোনো সুযোগ পায় না বলে এই দল অনেক ভেঙ্গে গেছে। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের সংঘ (Cluster) আছে কি?		হ্যাঁ হলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করে থাকলে **২**, হ্যাঁ হলে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা না করে থাকলে **১** এবং না হলে **০**	২		১. সংঘ গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. অন্য কাজের চাপে সংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৩. সংঘ গঠনের বিষয়টি ব্লক থেকে পরিচালিত হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ৪. এলাকায় স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে তাদের সংঘ গঠন করা যায়নি। ৫. সংঘ আছে কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তাদের জন্য কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৬. জায়গা পাওয়া যায়নি বলে সংঘের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৭. সংঘের কার্যালয় তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) আগের (ঘ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতিগুলি ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে তাদের সভায় স্বনির্ভর দলের সংঘের একজন বা দুজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ডেকেছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) ৫টি উপ-সমিতি তাদের সবকটি সভাতেই সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (২) ৫টি উপ-সমিতি তাদের অধিকাংশ সভাতে সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (৩) ৫টি উপ-সমিতি তাদের দু-একটি সভাতে সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (৪) এক বা একাধিক উপ-সমিতি তাদের সবকটি সভাতেই সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (৫) এক বা একাধিক উপ-সমিতি তাদের অধিকাংশ সভাতে সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (৬) এক বা একাধিক উপ-সমিতি তাদের দু-একটি সভাতে সংঘের প্রতিনিধিদের ডেকেছে (৭) একটি উপ-সমিতিও কোনো সভায় সংঘের প্রতিনিধিদের ডাকে নি।	উত্তর (১) হলে **৪**, উত্তর (২) বা (৪) হলে **৩**, উত্তর (৩) বা (৫) হলে **২**, উত্তর (৬) হলে **১** এবং উত্তর (৭) হলে **০**	৪		১. উপ-সমিতির সভায় সংঘের একজন বা দুজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ডাকতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. উপ-সমিতির সভায় সংঘের প্রতিনিধিদের ডাকার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৩. সংঘের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে কতটা মতামত দিতে পারবেন সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় তাঁদেরকে ডাকা হয় নি। ৪. সংঘের প্রতিনিধিদের সামনে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা অসুবিধাজনক বলে তাঁদেরকে ডাকা হয় নি। ৫. সংঘের প্রতিনিধিরা দু-একটি উপ-সমিতির বিষয়ে উৎসাহী থাকেন, সব উপ-সমিতির সভায় আসতে আগ্রহ দেখান না। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঘ গঠিত হয় নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিঃশর্ত তহবিল (TFC & SFC Untied fund) থেকে মোট কত শতাংশ টাকা ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে খরচ করা হয়েছে?		১৫% বা তার বেশী হলে **৪**, ১০-১৪% হলে **৩**, ৫-৯% হলে **২**, ২-৪% হলে **১** এবং ২%-এর কম হলে **০**	৪		১. মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী জানা নেই। ২. নিঃশর্ত তহবিল মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করার কথা কখনো ভাবা হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাহিদার কাছে এটি অগ্রাধিকার পায়নি। ৪. মহিলাদের, বিশেষ করে স্বনির্ভর দলগুলির, থেকে এরকম কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায় নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) কত শতাংশ বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত পরিবারকে পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনায় রোজগার বাড়ানোর জন্য কোনও সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে?		৯০-১০০% হলে **৫**, ৮০-৮৯% হলে **৪**, ৭০-৭৯% হলে **৩**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১**, ৫০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৫		১. সে ভাবে বার্ষিক পরিকল্পনা হয় না। ২. বি.পি.এল. তালিকাভুক্তদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৩. বি.পি.এল. তালিকাভুক্তরা নিজেরা কোনো বিনিয়োগ করতে পারেন না আবার ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ পান না তাই উপার্জনকারী কোনো স্কীমে তাঁদের আনা যায় না। ৪. বিভিন্ন স্কীমে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমগ্র চিত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ৫. এইভাবে বিষয়টি হিসাব করা কষ্টসাধ্য। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কত শতাংশ পরিবারের জন্য রোজগার বাড়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে?		৯০-১০০% হলে **৩**, ৭০-৮৯% হলে **২**, ৬০-৬৯% হলে **১**, ৬০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৩		১. সে ভাবে বার্ষিক পরিকল্পনা হয় না। ২. বি.পি.এল. তালিকাভুক্তদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৩. বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত তপশিলী জাতি/উপজাতিদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৪. বিভিন্ন স্কীমে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমগ্র চিত্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ৫. এইভাবে বিষয়টি হিসাব করা কষ্টসাধ্য। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে কত শতাংশ পরিবারের বি.পি.এল. তালিকা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আশা করা যায়? [(ছ) প্রশ্নে যে সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ও তার বাইরের নিজস্ব আয় মিলিয়ে]		১০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৮-৯% হলে **৪**, ৬-৭% হলে **৩**, ৪-৫% হলে **২**, ২-৩% হলে **১** এবং ২%-এর কম হলে **০**	৫		১. এ ব্যাপারে কোনো তথ্যভিত্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ২. এ ব্যাপারে তথ্য আছে কিন্তু তাতে এ সংক্রান্ত কোনো অনুমান করা সম্ভব নয়। ৩. এ ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাতে কেউ বি.পি.এল. তালিকা থেকে উত্তীর্ণ হবেন কি না বলা যায় না। ৪. পরিবারের নিজস্ব আয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে হিসাব করা সম্ভব নয়। ৫. বি.পি.এল. তালিকা থেকে উঠে আসতে হলে শুধু পরিবারের আয়বৃদ্ধি নয়, নানান ক্ষেত্রে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও সুবিচারের প্রয়োজনও জড়িয়ে আছে বলে এই হিসাব করা সম্ভব নয়। ৬. প্রকৃত দারিদ্রের সাথে বি.পি.এল. তালিকা অনেকাংশেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাই এই হিসাব বাস্তবসম্মত হবে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৪)			১০		

১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ জমি সেচের সুবিধা যুক্ত?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৮০-১০০% হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৪০-৫৯% হলে **৩**, ২০-৩৯% হলে **২**, ৫-১৯% হলে **১**, ৫%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সার্বিক ভাবে সেচের সুযোগ ভালো নয়। ২. এই এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেচের উৎস নেই। ৩. সেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন, যা বহুদিন করা হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে চাষ-আবাদ ভালো হয়না, তাই সেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. এই অঞ্চলে গরীব চাষির সংখ্যাই বেশী, তাই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৬. সেচের সুযোগ বাড়ানোর চেয়ে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবী বেশী থাকে বলে সেচের জন্য কোনো বিনিয়োগ করা হয় না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কত শতাংশ মৌজায় বিদ্যুৎ আছে?		৬০-১০০% হলে **২**, ৩০-৫৯% হলে **১** এবং ৩০%-এর কম হলে **০**	২		১. এই এলাকায় সার্বিক ভাবেই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভালো নয়। ২. ইলেকট্রিকের পোল বহুদিন এসেছে কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি। ৩. বিদ্যুৎ একবার এসেছিল কিন্তু তার চুরি হয়ে যাওয়ায় পর্যদ আর নতুন করে তার টানেনি। ৪. এই এলাকায় পিছিয়ে পড়া মৌজার সংখ্যাই বেশী এবং সেখানেই বৈদ্যুতিকরণ হয়নি। ৫. বহুবার পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে বলা হয়েছে কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর দেয় না। ৬. এই ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কি করণীয় জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কত শতাংশ বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে?		৬০-১০০% হলে **৩**, ৩০-৫৯% হলে **২** ১০-২৯% হলে **১**, এবং ১০%-এর কম হলে **০**	৩		১. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক মৌজাতেই বিদ্যুৎ নেই। ২. কিছু মৌজায় গ্রামের মাঝখান দিয়ে বিদ্যুতের তার চলে গেছে কিন্তু বসতি এলাকায় কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ৩. এই অঞ্চলে গরীব মানুষের সংখ্যাই বেশী, তাই তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৪. ইলেকট্রিকের পোল বহুদিন এসেছে কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি তাই অনেক বাড়িতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ নেই। ৫. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৬. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যে বিদ্যালয়গুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. সমস্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৪. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৬. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে **৫**, ৮০-৯৯% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১**, ২০%-এর কম হলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এইসব পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. আংশিক স্থানীয় অবদান পাওয়া যায়নি বলে পরিকাঠামোর উন্নতি করা যায়নি। ৬. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো নেই সেগুলি উপেক্ষিতই থেকে যায়। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			১০		

১১. আবাসন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার গৃহহীন?		০% হলে **১০**, ০.১-০.৫% হলে **৮**, ০.৬-১% হলে **৬**, ১.১-১.৫% হলে **৪**, ১.৬-২% হলে **২** এবং ২%-এর বেশী হলে **০**	১০		১. সমস্ত গৃহহীন পরিবারকে আবাসন প্রকল্পে ঘর দেওয়ার মত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ২. গৃহহীন পরিবারের হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ৩. অনেক গৃহহীন পরিবারের জমি নেই বলে তাঁদেরকে গৃহনির্মাণের টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। ৪. যে সমস্ত হতদরিদ্র পরিবার গৃহহীন গ্রাম সংসদ সভায় তাঁদের নাম কেউ তোলে না বা তাঁরা নিজেরাও এতই দুর্বল যে নিজেদের নাম তুলতে পারেন না। ৫. কিছু গৃহহীন পরিবার এত দুর্বল যে তাঁদের টাকা দিলেও ঘর করতে পারবেন না এই ভেবে গৃহনির্মাণের টাকা দেওয়া হয়নি। ৬. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যারা গৃহহীন তাঁদেরকে গৃহনির্মাণের টাকা না দিয়ে যাদের ঘর আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

১১. আবাসন (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) কত শতাংশ পরিবার অবিলম্বে মেরামতযোগ্য বা বিপজ্জনক বাড়ীতে বাস করে?		০-৫% হলে **৫**, ৬-১০% হলে **৪**, ১১-১৫% হলে **৩**, ১৬-২০% হলে **২**, ২১-২৫% হলে **১** এবং ২৫%-এর বেশী হলে **০**	৫		১. সমস্ত পরিবারের আবাসন প্রকল্পে ঘর উন্নীতকরণের মত বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ২. এইরকম কত পরিবার আছে তার হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নেই। ৩. যে সমস্ত হতদরিদ্র পরিবার অবিলম্বে মেরামতযোগ্য বা বিপজ্জনক বাড়ীতে বাস করেন গ্রাম সংসদ সভায় তাঁদের নাম কেউ তোলে না বা তাঁরা নিজেরাও এতই দুর্বল যে নিজেদের নাম তুলতে পারেন না। ৪. মেরামতযোগ্য বা বিপজ্জনক বাড়ীতে বাস করেন এমন কিছু পরিবার এত দুর্বল যে তাঁরা টাকা দিলেও ঘরের উন্নতি করতে পারবেন না এই ধারণা থেকে তাঁদের টাকা দেওয়া হয়নি। ৫. স্থানীয় চাপে অনেক সময়েই যারা অবিলম্বে মেরামতযোগ্য বা বিপজ্জনক বাড়ীতে বাস করেন তাঁদেরকে ঘর উন্নীতকরণের টাকা না দিয়ে যাদের ঘর ঠিক আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) কত শতাংশ পরিবারের বসবাসের জন্য একটিমাত্র ঘর আছে?		০-১০% হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৪০% হলে **৩**, ৪১-৬০% হলে **২**, ৬১-৮০% হলে **১** এবং ৮০%-এর বেশী হলে **০**	৫		১. এই ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কি করণীয় জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২. এই অঞ্চলে গরীব মানুষের সংখ্যাই বেশী, তাই তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে একটি ঘরের বেশী তৈরী করতে পারেননি। ৩. অনেক পরিবারের ঘর বাড়ানোর মতো জমি নেই বা অল্প জমি থাকলেও তাতে ঘর করার থেকে শাকসব্জী চাষ করতে বেশী আগ্রহী। ৪. এই ধরণের তথ্য রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ৫. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১২. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো আগাম পরিকল্পনা করেছে কি?		হ্যাঁ হলে **৫**, না হলে **০**	৫		১. এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৪. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৫. এই কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়, তাই এই পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েত করে না। ৬. এই গ্রাম পঞ্চায়েত যে ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। ৭. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বলে পরিকল্পনা করে এর মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) যে সমস্ত পরিবার দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের তালিকা তৈরী করে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি?		তালিকা তৈরী করে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে তাঁরা যাতে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পান তা দেখা হয়েছে এবং এরকম সহায়তার সুযোগ যাঁরা নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই এককভাবে করছে এরকম হলে **১০,** তালিকা তৈরী করে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে তাঁরা যাতে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পান তা দেখা হয়েছে এবং এরকম সহায়তার সুযোগ যাঁরা নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রাম পঞ্চায়েত কিছুটা এককভাবে করছে এবং বাকীটা পঞ্চায়েত সমিতিকে করার অনুরোধ জানিয়েছে এরকম হলে **৮,** তালিকা তৈরী করে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে তাঁরা যাতে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পান তা দেখা হয়েছে এবং এরকম সহায়তার সুযোগ যাঁরা নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রাম পঞ্চায়েত কিছুটা এককভাবে করছে এবং এখনও কিছুটা বাকী রয়ে গেছে যার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এমন হলে **৬,** তালিকা তৈরী করে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে তাঁরা যাতে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তার সুযোগ পান তা দেখা হয়েছে কিন্তু তারপর তাঁরা সত্যি সহায়তা পাচ্ছেন কিনা তা দেখা হয়নি বা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে কোনো সহায়তা করে নি বা পঞ্চায়েত সমিতিকেও সহায়তার জন্য কোনো অনুরোধ করেনি এরকম হলে **৪,** তালিকা তৈরী করে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে তাঁরা যাতে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তার সুযোগ পান তা দেখা হয়েছে কিন্তু তারপর তাঁরা সত্যি সহায়তা পাচ্ছেন কিনা তা দেখা হয়নি বা রেশনের ব্যাপারটি দেখা হয়নি বা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেও কোনো সহায়তা করে নি বা পঞ্চায়েত সমিতিকেও সহায়তার জন্য কোনো অনুরোধ করেনি এরকম হলে **২,** শুধুমাত্র তালিকা তৈরী করা হয়েছে এবং আর কিছু করা হয়নি এমন হলে **১** এবং তালিকাও তৈরী করা না হলে **-৫**	১০		১. এইসব কাজ করতে হবে জানা ছিল না। ২. এগুলি করতে হবে জানা ছিল কিন্তু উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অনেকে অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছেন তাই কোনো দাবী জানান না। ৪. এইরকম তালিকা তৈরী করা বেশ অসুবিধাজনক কারণ নানান অন্যায্য দাবী এসে পড়েছে যেগুলি এড়ানো খুব মুস্কিল হচ্ছে। ৫. রেশনের মাধ্যমে ঠিক কী পরিমাণে সহায়তা পাওয়ার কথা তা গ্রাম পঞ্চায়েত জানতে পারে না। ৬. রেশনের মাধ্যমে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা গ্রাম পঞ্চায়েত জানলেও এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কি না তা কখনো খতিয়ে দেখা হয়নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত নিজের উদ্যোগে এই ধরণের পরিবারগুলিকে সহায়তা করবে এটি ভাবা হয়নি। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের উদ্যোগে এই ধরণের পরিবারগুলিকে সহায়তা করার সামর্থ্য নেই। ৯. পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়ে কোনো ফল হবে না ধরে নিয়ে জানানো হয়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়......

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) সমস্ত অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা পরিবারগুলি প্রকল্পমান ও পরিমাণ অনুযায়ী খাদ্য পান কি?		অন্তত ১০% উপভোক্তার থেকে সরাসরি খবর নিয়ে উত্তর হ্যাঁ হলে **৪**, অন্যভাবে চলতি ধারণা থেকে উত্তর হ্যাঁ হলে **২** এবং উত্তর না হলে বা এ সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলে **০**	৪		১. সঠিক প্রকল্পমান বা পরিমাণ কী জানা নেই। ২. সঠিক মানের খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সঠিক মানের খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো ফল হয়নি। ৪. সঠিক পরিমাণে খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. সঠিক পরিমাণে খাবার পান না এবং এর বিহিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে কোনো ফল হয়নি। ৬. সঠিক মানে বা পরিমাণে খাবার পান না কিন্তু এর বিহিত কিভাবে হবে জানা না থাকায় কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. বিষয়টি খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কর্তব্য ভেবে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. এই সংক্রান্ত যাবতীয় খবর উপভোক্তার থেকে কখনো নেওয়া হয়নি। ৯. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে যতটুকু খবর আছে তাতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল না। ১০. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) বার্ধক্যভাতার (NOAPS) শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?		বরাদ্দ পাওয়ার আগে (পরে বরাদ্দ পেলে তা থেকে মিটিয়ে নেওয়া হবে এই শর্তে) নিজস্ব তহবিল থেকে নির্দিষ্ট দিনে দেওয়া হলে **৪**, বরাদ্দ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **৩**, বরাদ্দ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **২**, বরাদ্দ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **১**, বরাদ্দ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে **০** এবং বরাদ্দ পাওয়ার পরে ১ মাসের বেশী দেরী হলে **-২**	৪		১. বরাদ্দ পাওয়ার আগে প্রাপকদের দেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা নিজস্ব তহবিলে ছিল না। ২. নিজস্ব তহবিল থেকে সাময়িকভাবে টাকা দেওয়া যাবে (পরে বরাদ্দ পেলে তা থেকে মিটিয়ে নেওয়া হবে এই শর্তে) তা জানা ছিল না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৫. যেহেতু টাকা পেতে অনেক দেরী হয় তাই টাকা পাওয়ার পরেও তাড়াতাড়ি প্রাপকদের দেওয়ার কোনো আগ্রহ থাকে না। ৬. কোনো টাকা আসার পর অনেকদিন ফেলে রাখাই এখানে নিয়ম, তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে আছে কি?		হ্যাঁ হলে **৪**, না হলে **০**	৪		১. এই রকম তালিকা রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. প্রতিবন্ধী কাকে ধরা হবে এবং তাদের তালিকা কিভাবে তৈরী করতে হবে জানা নেই। ৩. এই এলাকায় কখনো প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির হয়নি। ৪. প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করার ক্ষমতা খুব সীমিত হওয়ায় তালিকা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. আগে একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু পরে সেটিকে আর হালনাগাদ করা হয়নি। ৬. আগে একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু সেটি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) কত শতাংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রকল্পে সুযোগসুবিধা দেওয়া গেছে?		৮০-১০০% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২৫-৩৯% হলে **১** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৪		১. প্রতিবন্ধীদের কোন প্রকল্পে কী ধরণের সুযোগ দেওয়া যাবে তা জানা নেই। ২. মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত জানা না থাকায় এই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৩. প্রত্যেক বছর কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৪. বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৫. পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বেশ কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় যার পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আসে না তাই সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক। ৬. এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কত শতাংশ PROFLAL স্কীমের আওতায় এসেছে?		৮০-১০০% হলে **৪**, ৬০-৭৯% হলে **৩**, ৪০-৫৯% হলে **২**, ২০-৩৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	৪		১. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই তাই শতাংশের হিসাব করা গেল না। ২. ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই স্কীমের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৪. মেয়াদপূর্তির পর বা মেয়াদপূর্তির আগেই কেউ মারা গেলে টাকা পেতে অনেক দেরী হয় বলে অনেকে এই স্কীমের আওতায় আসতে চান না। ৫. এই স্কীমের জন্য বিশেষ কোনো কর্মচারী না থাকায় কেউ উৎসাহ দেখান না। ৬. SASPFUW স্কীম আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক হওয়ায় কৃষি শ্রমিকরাও ঐ স্কীমে নাম লিখিয়েছেন। ৭. এই স্কীম নিয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)			১০		

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নতুন ভাবে অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদি নির্ধারিত হয়েছে কি?		যদি হয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী আগের বছরের তুলনায় অভিকর, ফি ইত্যাদির আদায়, ৫০% বা তার বেশী বৃদ্ধি পেলে **৩**, ৩০-৪৯% বৃদ্ধি পেলে **২**, ১৫-২৯% বৃদ্ধি পেলে **১**, ১৫%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং নতুন নির্ধার তালিকা না হয়ে থাকলে **-২**	৩		১. এখনো উপবিধি তৈরী হয়নি। ২. উপবিধি হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীর ৯নং (বিভাগ ২ থেকে ৯) ফর্ম ব্যবহার করে নির্ধার তালিকা তৈরী হয়নি। ৩. অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব মতো আদায় হচ্ছে না। ৪. নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর, ফি আদায় হলেও তা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ৫. অভিকর, ফি প্রভৃতির আদায় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ৬. কর আদায়কারীকে অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায়ের জন্য বলা হয়নি। ৭. সচিব ব্যস্ত থাকেন বলে অভিকর/ফি আদায় সম্ভব হয়নি। ৮. আদায়কারী নেই বা থাকলেও শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি ইত্যাদি কীভাবে আদায় করা হয়?		সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে আদায় করা হলে **২**, কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে আদায় করা হলে **১** এবং না হলে ০	২		১. উপবিধি তৈরী হয়নি তাই অভিকর, ফি আদায়ে কোনো ধারা ব্যবহৃত হয় না। ২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যে নমুনা উপবিধি সরবরাহ করা হয়েছিল সেটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেয়নি সেজন্য অনেক ধারা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ৩. উপবিধি অনুযায়ী ধারা ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা আছে, তাই সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। ৪. স্থানীয় চাপে অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. উপবিধি হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়মাবলীর ৯নং (বিভাগ ২ থেকে ৯) ফর্ম ব্যবহার করে নির্ধার তালিকা তৈরী হয়নি। ৬. সমস্ত ধারা ব্যবহার করে অভিকর, ফি আদায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সামগ্রিক প্রাপ্তব্য সম্পদের কোনো হিসাব করা হয়েছিল কি?	(১) বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচির প্রাপ্তব্য সম্পদ		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. পঞ্চায়েত সমিতির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ৩. সমস্ত সরকারী কর্মসূচিতে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব করা খুব কঠিন। ৪. সাধারণত আগের বছর যা পাওয়া গেছে তার ১০% বাড়িয়ে হিসাব করা হয় কিন্তু অনেক সময়েই এই হিসাব মেলে না বলে এখন এই ধরণের হিসাব করার আগ্রহ কমে গেছে। ৫. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সংগ্রহযোগ্য সম্পদ		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. নিজস্ব তহবিল হিসাবে কত টাকা পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব করা খুব কঠিন। ৩. নিজস্ব তহবিলের টাকা ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না বলে এই ধরণের হিসাব করা হয় না। ৪. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. নিজস্ব তহবিল সংগ্রহের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) গ্রামবাসীদের অবদান বা অনুদান হিসাবে পাওয়া যেতে পারে এমন সম্পদ		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. গ্রামবাসীদের অবদান বা অনুদান হিসাবে কী সম্পদ পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব করা খুব কঠিন। ৩. এই সম্পদ ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না বলে এই ধরণের হিসাব করা হয় না। ৪. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. অবদান বা অনুদান সংগ্রহের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) এলাকার বিভিন্ন অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত সম্পদ		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত সম্পদের হিসাব করা খুব কঠিন। ৩. এই সম্পদ ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না বলে এই ধরণের হিসাব করা হয় না। ৪. এই ধরণের হিসাব করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) গ্রাম সংসদ ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা নেওয়া হয় কি?			হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ২. স্কীম ভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান হয়, কিন্তু কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরী হয় না। ৩. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা কিভাবে করতে হবে জানা নেই। ৪. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা করার মত লোকবল নেই। ৫. গ্রাম সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনা করার কাজটি প্রচুর সময়সাধ্য। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়......

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা ১৫ই জানুয়ারী ২০০৮ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?		গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে অনুমোদিত হলে **২**, গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ১৫ই জানুয়ারীর পরে অনুমোদিত হলে **১** এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা তৈরী না হলে **-২**	২		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় নি। ২. সেভাবে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা হয়নি, তাই ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে বলে কিছু নেই। ৩. পরিকল্পনা হয় কিন্তু ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কাছ থেকে কোনো প্রস্তাব আসে নি বলে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি। ৭. উপ-সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ৩১শে জানুয়ারী ২০০৮ তারিখের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি?		গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে অনুমোদিত হলে **২**, গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট ৩১শে জানুয়ারীর পরে অনুমোদিত হলে **১** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে বাজেট তৈরী না হলে **-৫**	২		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে বাজেট তৈরী হয় না। ২. বাজেট হয় কিন্তু ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৪. আগামী বছরে বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে জানা যায়নি বলে বাজেট তৈরী করা যায়নি। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি থেকে কোনো প্রস্তাব আসেনি বলে বাজেট তৈরী করা যায়নি। ৭. উপ-সমিতিগুলি বাজেট তৈরী করে দেয়নি বলে কোনো বাজেট করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) বাজেট বহির্ভূত খরচ হয়ে থাকলে তা আবার সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানো হয় কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. বাজেটই করা হয় না, তাই বাজেট বর্হির্ভূত খরচের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৩. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৪. প্রধানের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৫. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সেখানে পাশ হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে — (১) তা পরিকল্পনায় আছে কিনা দেখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজটি প্রয়োজনীয় হলে সেটি পরিকল্পনায় আছে কি না তা দেখার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়......

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে	(২) বাজেটে সংস্থান আছে কিনা দেখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো বাজেট তৈরী হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. বাজেট তো আনুমানিক এই ভেবে আর দেখা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট আছে কিনা দেখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরী হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. প্ল্যান ও এস্টিমেট সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজ করাটাই বেশী প্রয়োজনীয় এই ধারণা থেকে কাজ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরী করা হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) অর্থের যোগান আছে কিনা দেখা হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. বাজেট করা হয় না বলে অর্থের জোগান কোন সমস্যা হয় না। ২. অর্থের যোগান থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৪. যেহেতু প্রতি বছরের শেষে প্রায় সব খাতে অনেক টাকা থেকে যায়, অর্থের জোগান সমস্যা হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। ৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে মালপত্র কেনার টাকা বা মজুরী বা দুটোই দরকার পড়লে টাকা পাওয়ার পর মেটানো যেতে পারে ভেবে অর্থের জোগান দেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) এস্টিমেটের মধ্যে কাজ করা সম্ভব না হলে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয় কি?			হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো এস্টিমেট করা হয় না, তাই বাড়তি এস্টিমেটের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. কাজ শেষ হলে এস্টিমেট করা হয় তাই বাড়তি এস্টিমেটের প্রশ্ন আসে না। ৩. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নিতে হবে এটা জানা ছিল না। ৪. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন কিভাবে নিতে হবে জানা নেই। ৫. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.......

১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) টাকা খরচ করার সময় কাজটি পরিকল্পনাভুক্ত কিনা ও বাজেটে অনুমোদন আছে কিনা তা দেখার ব্যবস্থা আছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো পরিকল্পনা তৈরী হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো বাজেট তৈরী হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ৩. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৪. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৫. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৬. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৭. পরিকল্পনা ও বাজেট দুটিই আনুমানিক ভেবে এগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৮. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) একটি প্রকল্পে টাকা পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে কত দিন সময় লাগে?		৭ দিনের কম লাগলে **২**, ৮-১৫ দিন লাগলে **১** এবং ১৫ দিনের বেশী লাগলে **০**	২		১. আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকে না বলে কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ২. কর্মচারীর অভাবের জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৩. কর্মচারীদের উদাসীনতার জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৪. জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতার জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৫. টাকা আসার পর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয় বলে কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৬. কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর স্থানীয় ব্যক্তিদের নানান আপত্তির জন্য কাজ শুরু করতে দেরী হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব (Tax Revenue)	(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মাথাপিছু কর সংগ্রহ কত ছিল? [মাথাপিছু কর সংগ্রহ = মোট সংগৃহীত কর ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১)]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ১০ টাকা বা তার বেশি হলে **৭**, ৮ টাকা থেকে ৯ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৬**, ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৫**, ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৪**, ৪ টাকা থেকে ৪ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৩**, ৩ টাকা থেকে ৩ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **২**, ২ টাকা থেকে ২ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **১**, এবং ২ টাকার কম হলে **০**	৭		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. নির্ধার তালিকায় করের পরিমাণ অনেক কম দেখানো আছে, তাই সংগ্রহও কম হয়। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরীব মানুষের বাস, তাই কর আদায় বিশেষ হয় না। ৪. যাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন তাঁরাই কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. করের টাকা কিভাবে খরচ করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ৯. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাব আছে। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি?		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে **১০**, ২৭-২৯% হলে **৯**, ২৪-২৬% হলে **৮**, ২১-২৩% হলে **৭**, ১৮-২০% হলে **৬**, ১৫-১৭% হলে **৫**, ১২-১৪% হলে **৪**, ৯-১১% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১**, ৩%-এর কম হলে **০** এবং তার আগের বছরের তুলনায় কমে গেলে **-২**	১০		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. কর সংগ্রহের পরিমাণ এখানে আগেই খুব ভালো ছিল, তাই বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরীব মানুষের বাস, তাই মানবিক কারণে কর সংগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় না। ৪. করের টাকা কিভাবে খরচ করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৬. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন বলে কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৭. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাবের জন্য কর সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কর বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব (Tax Revenue)	(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নির্ধারিত করের (Assessment) কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল?		১০০% সংগৃহীত হলে **১৩**, ৯৫-৯৯% সংগৃহীত হলে **১২**, ৯০-৯৪% সংগৃহীত হলে **১১**, ৮০-৮৯% সংগৃহীত হলে **১০**, ৭০-৭৯% সংগৃহীত হলে **৯**, ৬০-৬৯% সংগৃহীত হলে **৮**, ৫০-৫৯% সংগৃহীত হলে **৭**, ৪০-৪৯% সংগৃহীত হলে **৬**, ৩০-৩৯% সংগৃহীত হলে **৫**, ২৫-২৯% সংগৃহীত হলে **৪**, ২০-২৪% সংগৃহীত হলে **৩**, ১৫-১৯% সংগৃহীত হলে **২**, ১৫%-এর কম সংগৃহীত হলে **০** এবং ১০%-এর কম সংগৃহীত হলে **-২**	১৩		১. রাজনৈতিক কারণে কর সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. নির্ধার তালিকায় করের পরিমাণ বেশী দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৩. এই এলাকায় অধিকাংশ গরীব মানুষের বাস, তাই কর আদায় বিশেষ হয় না। ৪. যারা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সুযোগ-সুবিধা পান তাঁরাই কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. করের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিৎ ভেবে অনেকে কর দিতে উৎসাহী হন না। ৯. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ১০. কর আদায়কারীর উদ্যোগের অভাব আছে। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) কর বহির্ভূত অন্যান্য খাতে সংগৃহীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)	(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মাথাপিছু অ-কর সংগ্রহ কত ছিল? [মাথাপিছু অ-কর সংগ্রহ = মোট সংগৃহীত অ-কর ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০০১)]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ১০ টাকা বা তার বেশি হলে **৭**, ৮ টাকা থেকে ৯ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৬**, ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৫**, ৫ টাকা থেকে ৫ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৪**, ৪ টাকা থেকে ৪ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **৩**, ৩ টাকা থেকে ৩ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **২**, ২ টাকা থেকে ২ টাকা ৯৯ পয়সা হলে **১**, এবং ২ টাকার কম হলে **০**	৭		১. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয় নি। ২. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রাজনৈতিক কারণে ব্যবসা নিবন্ধীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ৪. উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না। ৫. স্থানীয় চাপে উপবিধির অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৬. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিৎ ভেবে অনেকে টাকা দিতে উৎসাহী হন না। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে পুকুর বেশী নেই বলে সেখান থেকে রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব বেশী গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে গাছ বিক্রী থেকে রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) কর বহির্ভূত অন্যান্য খাতে সংগৃহীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)	(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি?		বৃদ্ধি ৩০% বা তার বেশি হলে **১০**, ২৭-২৯% হলে **৯**, ২৪-২৬% হলে **৮**, ২১-২৩% হলে **৭**, ১৮-২০% হলে **৬**, ১৫-১৭% হলে **৫**, ১২-১৪% হলে **৪**, ৯-১১% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১**, ৩%-এর কম হলে **০** এবং তার আগের বছরের তুলনায় কমে গেলে **-২**	১০		১. উপবিধি তৈরী হয়নি। ২. নির্ধার তালিকা তৈরী হয়নি। ৩. নির্ধার তালিকা তৈরী হলেও সেই অনুযায়ী সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. রাজনৈতিক কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৫. এলাকার মানুষের দারিদ্রের কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৬. গত বছর আদায় ভালোই ছিল তাই এ বছর বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৭. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের টাকা কিভাবে খরচ করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. কর আদায়কারীকে অভিকর/ফি আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ৯. কর আদায়কারী নেই বা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। ১০. সচিব ব্যস্ত থাকেন বলে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আদায় হয় না। ১১. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ১২. আয়বর্ধক সম্পদ কাজে লাগিয়ে (পুকুর লীজ দিয়ে, খাস বা পতিত জমি লীজ দিয়ে বা গাছ লাগিয়ে) আয় বাড়ানোর উদ্যোগ কম। ১৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে যে সমস্ত পুকুর আছে সেখান থেকে আয় বাড়ানোর সুযোগ নেই। ১৪. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুব বেশী গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে সেখান থেকে আয় বাড়ে না। ১৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নির্ধারিত অ-করের (Assessment) কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল?		১০০% সংগৃহীত হলে **১৩**, ৯৫-৯৯% সংগৃহীত হলে **১২**, ৯০-৯৪% সংগৃহীত হলে **১১**, ৮০-৮৯% সংগৃহীত হলে **১০**, ৭০-৭৯% সংগৃহীত হলে **৯**, ৬০-৬৯% সংগৃহীত হলে **৮**, ৫০-৫৯% সংগৃহীত হলে **৭**, ৪০-৪৯% সংগৃহীত হলে **৬**, ৩০-৩৯% সংগৃহীত হলে **৫**, ২৫-২৯% সংগৃহীত হলে **৪**, ২০-২৪% সংগৃহীত হলে **৩**, ১৫-১৯% সংগৃহীত হলে **২**, ১৫%-এর কম সংগৃহীত হলে **০** এবং ১০%-এর কম সংগৃহীত হলে **-২**	১৩		১. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের নির্ধার তালিকা তৈরী করতে হবে জানা ছিল না। ২. কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের নির্ধার তালিকা তৈরী করা হয় নি। ৩. নির্ধার তালিকায় কর বহির্ভূত অন্যান্য রাজস্বের পরিমাণ বেশী দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৪. যারা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিবন্ধীকরণ করাতে আসেন তাঁদের কাছ থেকেই আদায় কর হয়, যাঁরা আসেন না তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. অভিকর, ফি প্রভৃতি না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এগুলি দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য কাজের চাপে নির্ধার তালিকা অনুযায়ী আদায় করা সম্ভব হয় না। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বা আদায়কারীকেও এই কাজটি করতে বলা হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				৬০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)				২০		

১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		আজ বা গত কাল হলে **৪**, গত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৩**, গত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **২**, গত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ১৫ দিনেরও আগে হলে **০**	৪		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার রেওয়াজ নেই। ২. ক্যাশবই লেখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আছেন, তাই নিয়মিত লেখা হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক ক্যাশবই লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক ক্যাশবই লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) সাবসিডিয়ারি ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		আজ বা গত কাল হলে **৪**, গত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৩**, গত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **২**, গত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ১৫ দিনেরও আগে হলে **০**	৪		১. নিয়মিত সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার রেওয়াজ নেই। ২. সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে আছেন, তাই নিয়মিত লেখা হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক সাবসিডিয়ারি ক্যাশবইগুলি লেখার সময় হয়না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) প্রধান শেষ কবে ক্যাশবইতে স্বাক্ষর করেছেন? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		আজ বা গত কাল হলে **৪**, গত ৩ দিনের মধ্যে হলে **৩**, গত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **২**, গত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং ১৫ দিনেরও আগে হলে **০**	৪		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখা হয় না বলে প্রধান সই করার সুযোগ পান না। ২. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার রেওয়াজ নেই। ৩. প্রধান নিয়মিত গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেন না। ৪. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই করা হয় না। ৫. অন্য কাজের চাপে নিয়মিত ক্যাশবই সই করার সময় হয়না, তাই করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখে হাতে কত টাকা নগদ ছিল? (শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করার জন্য কোনো টাকা তোলা থাকলে তা বাদ দিয়ে)		৫০০ টাকা বা তার কম থাকলে **৪** ৫০১-৭০০ টাকা থাকলে **৩** ৭০১-৮০০ টাকা থাকলে **২** ৮০১-৯০০ টাকা থাকলে **১** ৯০১-১০০০ টাকা থাকলে **০** ১০০০-এর বেশি টাকা থাকলে **-২**	৪		১. ৫০০ টাকার বেশী রাখা যায় না জানা ছিল না। ২. আজকের দিনে ৫০০ টাকা হাতে রাখলে চলে না, বেশী টাকা রাখতে হয়। ৩. প্রধানের চাপে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৪. রাজনৈতিক চাপে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীর প্রয়োজনে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করার জন্য টাকা কতদিন আগে থেকে তোলা ছিল?		কোনো টাকা তোলা ছিল না বা সেইদিন বা তার আগের দিন টাকা তোলা হয়েছিল এমন হলে **৪**, ২ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছিল এমন হলে **৩**, ৩ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছিল এমন হলে **২**, ৪-৫ দিন আগে টাকা তোলা হয়েছিল এমন হলে **১** এবং ৫ দিনের আগে থেকে টাকা তোলা থাকলে **০**	৪		১. বার বার টাকা তোলা অসুবিধাজনক, তাই কাজের পুরো টাকা একবারে তুলে রাখা হয়। ২. টাকা তুলতে যাবার লোক পাওয়া যায় না, তাই একবারে বেশী করে তুলে রাখা হয়। ৩. বার বার টাকা তুলে আনায় বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, তাই একবারে বেশী করে তুলে রাখা হয়। ৪. এই নিয়ম অনেকদিন চলে আসছে, পাল্টাবার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. টাকা তুলে রাখায় অনেক সুবিধা তাই একবারে তুলে রাখা হয়। ৬. প্রধানের চাপে অনেকদিন টাকা তুলে রাখতে হয়। ৭. রাজনৈতিক চাপে অনেকদিন টাকা তুলে রাখতে হয়। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীর চাপে অনেকদিন টাকা তুলে রাখতে হয়। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১৮. নিরীক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচিন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৮. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ১লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকী ছিল? (উত্তরের ঘরে যে ক'টি অডিট প্যারার উত্তর দিতে বাকী আছে সেই সংখ্যাটি লিখুন)		কোনো প্যারার উত্তর দিতে বাকী ছিল না এমন হলে **৬**, অর্ধেকের কম উত্তর দিতে বাকী থাকলে **৩**, অর্ধেকের বেশী উত্তর দিতে বাকী থাকলে **১** এবং একটিও উত্তর দেওয়া না হলে **-২**	৬		১. অডিট প্যারার উত্তর দেওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে ভাবা হয়নি। ২. অডিট প্যারার উত্তর কিভাবে দিতে হবে জানা নেই। ৩. অডিট প্যারার সংখ্যা অনেক তাই সবকটির উত্তর দেওয়া যায়নি। ৪. অনেকগুলি অডিট প্যারারই কোনো সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৫. অনেকগুলি অডিট প্যারা ভালো করে বোঝা যায় নি তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৬. উত্তর দিলে আগে যাঁরা পদাধিকারী বা কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন ভেবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৭. উদ্যোগের অভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য কাজের চাপে উত্তর দেওয়া যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) শেষ বিধিবদ্ধ (ELA) নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া হয়েছে?		সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখা গেছে তাতে কোনো ফল হয় না। ৫. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরী হয়ে যায়। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৮. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা সমীচিন হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া হয়েছে?		সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হলে **৫**, কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **৩**, সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হলে **১** এবং কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে **-২**	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কি করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরী হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৭. কিছু প্রশ্ন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হলে অনেক কাজ বেড়ে যায় বলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে এন.আর.ই.জি.এস./ এস.জি.আর.ওয়াই.-তে প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশী অর্থও ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. উপভোক্তাদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করতে দেরী হয়েছে। ২. উপভোক্তাদের কাছ থেকে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করে তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট করতে দেরী হয়েছে। ৩. উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরী হয়েছে। ৪. প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর অনেকেই কাজ শুরু করতে দেরী করেছেন তাই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. সূচক অনুযায়ী উপভোক্তা বাছাই করা হবে এটি জানার পর অর্থ ব্যয় করার উৎসাহ ছিল না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশী অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্পে (NOAPS /IGNOAPS) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. প্রধান/উপপ্রধানের উদ্যোগের অভাবে বার্ধক্যভাতার টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বার্ধক্যভাতার টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মচারী কম থাকার জন্য বার্ধক্যভাতার টাকা দিতে দেরী হয়েছে। ৫. যাঁরা টাকা নিতে পঞ্চায়েতে আসতে পারেন না তাঁদের টাকা পৌঁছে দিতে দেরী হয়েছে। ৬. সূচক অনুযায়ী উপভোক্তা বাছাই করা হবে এটি জানার পর অর্থ ব্যয় করার উৎসাহ ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে?	মোট নিজস্ব তহবিল: নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয়: নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরী করা ছিল না বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে বলে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. নিজস্ব তহবিলের বেশীর ভাগ টাকাই বছরের শেষ দিকে সংগৃহীত হয়েছে তাই বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল সম্ভাব্য খরচের জন্য ধরে রাখা থাকে তাই বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদী আমানত করে রাখলে লাভ হবে বলে ব্যবহার করা হয়নি। ৭. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৮. জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাবে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৯. গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বেশী অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে?	অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১০%-এর কম হলে ৫, ১০-১৯% হলে ৪, ২০-২৯% হলে ৩ এবং ৩০% বা তার বেশী হলে ০	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয় এবং তার জন্য নিজস্ব তহবিল ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ কম, তাই শতাংশের হিসাবে অফিস পরিচালনায় ব্যয় বেশী। ৩. সদস্যদের দাবীতে বিভিন্ন সভায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৪. কর্মচারীদের দাবীতে যাতায়াত ভাতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৫. অফিস পরিচালনা ছাড়া অন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি) ব্যয় হয়েছে?	সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	৪০% বা তার বেশী হলে **৫**, ৩০-৩৯% হলে **৪**, ২০-২৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য সামাজিক কর্মসূচিতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. কী ধরণের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ৪. সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৫. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে?	শিক্ষাখাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য শিক্ষাখাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. শিক্ষাখাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. শিক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছে?	স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে ৫, ১৩-১৫% হলে ৪, ৯-১২% হলে ৩, ৬-৮% হলে ২, ৩-৫% হলে ১ এবং ৩%-এর কম হলে ০	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য স্বাস্থ্যখাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. স্বাস্থ্যখাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. স্বাস্থ্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ট) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে?	নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১৫%-এর বেশী হলে **৫**, ১৩-১৫% হলে **৪**, ৯-১২% হলে **৩**, ৬-৮% হলে **২**, ৩-৫% হলে **১** এবং ৩%-এর কম হলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এত কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে বেশী ব্যয় করা যায়নি। ৩. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে কোন কাজে ব্যয় করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। ৪. নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরই কাজ করবে ভেবে এখানে কোনো খরচ করা হয়নি। ৫. নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৬. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঠ) নিজস্ব তহবিল থেকে উল্লিখিত কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হয়েছে কি? (যেটি বা যেগুলি করা হয়েছে সেটিকে বা সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের ভাতা বা খাবার দেওয়া ২. অপুষ্ট শিশু / গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের ওষুধ/শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া ৪. মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া ৫. গ্রামীণ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়া ৬. বিদ্যালয় / শিশু শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ বা উন্নীতকরণ	যে কোনো পাঁচ রকম কাজ করে থাকলে **৫**, যে কোনো চার রকম কাজ করে থাকলে **৪**, যে কোনো তিন রকম কাজ করে থাকলে **৩**, যে কোনো দুই রকম কাজ করে থাকলে **২**, যে কোনো এক রকম কাজ করে থাকলে **১** এবং এই ধরণের কোনো কাজ না করে থাকলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এতই কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য এই সব কাজ করা যায়নি। ৩. এই সব কাজ করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. এই সব কাজ কিভাবে করা হবে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। ৫. মানুষের দাবীতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৯০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৬)			১৫		

২০. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়?	(১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে		টাকা পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **৭**, টাকা পাওয়ার ৪ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **৩**, টাকা পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১** এবং টাকা পাওয়ার পর ৬ মাসের বেশী দেরী হলে **০**	৭		১. কাজ শুরু হতে দেরী হয়েছে বলে কাজ শেষ হতেও দেরী হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ২. কাজ ঠিক সময়ে শুরু হলেও শেষ হতে দেরী হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৩. কাজ শেষ করার পর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৪. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরী হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠে নি। ৬. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে		যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছে তার মধ্যেই পাঠানো হলে **৩**, তা শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানো হলে **২**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে **১**, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের বেশী দেরী হলে **০** এবং কখনই না পাঠানো হলে **-২**	৩		১. প্রশাসনিক ব্যয়ের শংসাপত্র পাঠাতে হয় জানা ছিল না। ২. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরী হয়েছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠে নি। ৪. দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়ের কিছু টাকা ধরে রাখা ছিল বলে শংসাপত্র পাঠাতে দেরী হয়েছে। ৫. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				১০		

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
গ্রাম পঞ্চায়েত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি সাধারণভাবে কখন পাঠান?	(১) বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয় নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা (চলছে)

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
গ্রাম পঞ্চায়েত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি সাধারণভাবে কখন পাঠান?	(২) ষান্মাসিক কাজের প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **১**, না হলে **০**	১		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয় নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **৪**, না হলে **০**	৪		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন ব্লক থেকে কখনো চাওয়া হয় নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) এগুলি ছাড়া রাজ্য সরকার, জেলা, মহকুমা বা ব্লক গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে বিভিন্ন সময়ে চেয়ে পাঠান এমন তথ্য বা প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **৩**, নির্ধারিত সময়ের পরে ৭ দিনের মধ্যে হলে **২**, নির্ধারিত সময়ের পরে ১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিনেরও বেশি পরে হলে **০**	৩		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো হয় নি। ২. এই ধরণের প্রতিবেদন এত চাওয়া হয় যে সবগুলি সময়ে পাঠানো সম্ভব হয় নি। ৩. প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সবসময় তৈরী থাকে না, সেগুলি জোগাড় করতে সময় লাগে। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৫. যে প্রতিবেদনগুলির জন্য উপর থেকে বারবার চাপ এসেছে সেগুলিই পাঠানো হয়েছে, অন্যগুলি পাঠানো হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য এই ধরণের প্রতিবেদনগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				১০		

২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বনসৃজন সম্ভব এমন জায়গার কত শতাংশ এলাকায় বনসৃজন করা হয়েছে (৩১শে মার্চ ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত)?		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৯০-১০০% হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২**, ৫০%-এর কম হলে **০** এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে তথ্য না থাকলে **-২**	১০		১. বনসৃজনে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ২. বিভিন্ন দপ্তর থেকে বনসৃজন করা হয়েছে, তার সামগ্রিক হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই। ৩. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ মারা গেছে। ৪. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ গরু-ছাগলে খেয়ে নিয়েছে। ৫. বনসৃজন করা হয়েছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক গাছ চুরি হয়ে গেছে। ৬. এলাকায় পর্যাপ্ত নার্শারি নেই বলে বনসৃজন বেশী হয়নি। ৭. পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যে সময়ে চারাগাছ পাওয়া যায় সেই সময়ে লাগালে গাছ বাঁচে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) কত শতাংশ নলকূপ/কুঁয়া /পুকুর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়?		১-১০% হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশী হলে **০**	৫		১. এই এলাকা সাধারণত খরাপ্রবণ, তাই স্বাভাবিক ভাবেই শুকিয়ে যায়। ২. এই এলাকার জলাশয়গুলির সংস্কার প্রয়োজন, যা অনেকদিন করা হয়নি। ৩. এই এলাকায় অনেক নলকূপের সংস্কার প্রয়োজন, যা অনেকদিন করা হয়নি। ৪. বনসৃজন কম হয়েছে বলে জলের উৎসগুলি শুকিয়ে যায়। ৫. চাষের কাজে গুচ্ছ ও গভীর নলকূপগুলি থেকে জল তোলার জন্য গ্রীষ্মকালে জলস্তর নেমে যায়। ৬. এই সব ব্যাপারে কিছু করা হয়নি, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) কত শতাংশ এলাকায় ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়নি?		১-১০% হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশী হলে **০**	৫		১. ভূমিক্ষয় রোধ করার বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. কিভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করা যাবে জানা নেই। ৩. এ ব্যাপারে কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে জানা নেই। ৪. যে হারে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, তার প্রতিকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমিত ক্ষমতার বাইরে। ৫. বনসৃজন কম হয়েছে বলে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়নি। ৬. এলাকায় বহু ছাগল চাষ করার ফলে ভূমিক্ষয় বেড়ে যাচ্ছে, প্রতিকার কিছু জানা নেই। ৭. ভূমিক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে কিছু করা হয়নি, কারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) এলাকার মোট পতিত জমির কত শতাংশ শস্য/সব্জী চাষ, ফল/ফুলের চাষ বা বনখামার তৈরীর কাজে লাগানো গেছে (৩১শে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত)?		৬০-১০০% হলে **৫**, ৪০-৫৯% হলে **৪**, ৩০-৩৯% হলে **৩**, ২০-২৯% হলে **২**, ১০-১৯% হলে **১** এবং ১০%-এর কম হলে ০	৫		১. এবিষয়ে কোনো চিন্তা করা হয়নি। ২. এবিষয়ে কোনো বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. এবিষয়ে কিছু কাজ হয়েছে কিন্তু হিসাব করা হয়নি বলে নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ৪. অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারগুলিকে তাদের জমির ব্যাপারে আগ্রহী করা যায়নি। ৫. দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের জমির ব্যাপারে আগ্রহী হলেও অর্থের অভাবে কিছু করতে পারেননি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে কোন খাত থেকে খরচ করতে পারে জানা নেই। ৭. এবিষয়ে উদ্যোগ সবে শুরু হয়েছে, এখনও তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৫)			১০		

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)
সামগ্রিক

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			
১. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ	(ক) গত গ্রাম সংসদ সভা (নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০০৭)	১০	
	(খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতা ও তাদেরকে অর্থ প্রদান	১০	
২. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ	(ক) কোন কোন উপ-সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জন্য তাদের বাজেট তৈরী করে জমা দিয়েছে?	৫	
	(খ) কোন কোন উপ-সমিতি ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের বাজেট ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এর মধ্যে তৈরী করে জমা দিয়েছে?	৫	
	(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভার ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কটি করে সভা হয়েছে?	১০	
	(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা বিষয়ক	৫	
	(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা ও উপ-সমিতি গুলির ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সবকটি সভা মিলিয়ে গড় উপস্থিতি কত ছিল?	৫	
৩. গ্রাম পঞ্চায়েতের দেয় পরিষেবা		২০	
৪. গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা		৮	
৫. গ্রাম পঞ্চায়েত তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা	(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত	১০	
	(খ) সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এসে নীচের তালিকাগুলি দেখতে পারেন কি?	৫	
	(গ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত	২	
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের স্বচ্ছতা		১০	
৭. শিক্ষা		১৫	
৮. জনস্বাস্থ্য	(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবা	১৫	
	(খ) পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা	১০	
	(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন	১০	
৯. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী		১০	
১০. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন		১০	
১১. আবাসন		১০	
১২. বিপর্যয় মোকাবিলা		৫	
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা		১০	
মোট (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা)		**২০০**	

পরের পাতায়.........

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

সামগ্রিক (চলছে)

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার			
১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপবিধি		৫	
১৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট		১০	
১৬. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ		২০	
১৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০	
১৮. নিরীক্ষা		১০	
১৯. অর্থের সদ্ব্যবহার		১৫	
২০. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র	১০	
	(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	১০	
২১. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার		১০	
মোট (সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার)		**১০০**	
সর্বমোট		**৩০০**	
প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর (= সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)		**১০০**	

সচিবের স্বাক্ষর ও সীল:

নির্বাহী সহায়কের স্বাক্ষর ও সীল:

প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল:

.... তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধিত সাধারণ সভায় স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সকলে মিলে আলোচনা করে পূরণ করা হয়েছে।

প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল:

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনাদের জন্য। এটিকে আপনাদের পছন্দমত করে তৈরী করতে মতামত দিন।

(১) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে নতুন যে যে প্রশ্নগুলি ঢোকানো প্রয়োজন	
(২) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন	
(৩) ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নে পরিবর্তন করা প্রয়োজন (কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করুন)	

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতা

(১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাফল্য :	সাফল্যের কারণ :
(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যর্থতা :	ব্যর্থতার কারণ :

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ১ এপ্রিল, ২০০৮-এ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে)। প্রতিটি বিষয়ে যে প্রশ্নটি বা প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে সেটির বা সেগুলির উত্তর লিখবেন। ধরা যাক প্রশ্নটি হল কত শতাংশ গ্রাম সংসদে গত বারের গ্রাম সংসদ সভা হয়েছে? এখন এই গ্রাম পঞ্চায়েতে হয়তো ১৫টি সংসদের মধ্যে ১৩টিতে হয়েছে। তখন উত্তরের ঘরে লিখতে হবে ৮৭ (কারণ ১৩ × ১০০ ÷ ১৫ = ৮৬.৬৭)। সেই উত্তর অনুসারে নির্ধারিত নম্বরের ধরণ অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর দিতে হবে। অর্থাৎ ৯০%-এর কম সংসদে হলে যেহেতু এই প্রশ্নে ০ নম্বর আছে তাই এক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর হবে ০। এইভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেরাই নিজেদের মূল্যায়ণ করে উত্তর ও সেই অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়মে নম্বর দিয়ে এই প্রতিবেদনটি পূরণ করবেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া আছে। এই সর্বোচ্চ নম্বর থেকে সর্বনিম্ন নম্বরের (০ বা ঋণাত্মক) মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাপ্ত নম্বর কিভাবে ঠিক হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। এখানে তিন ধরণের প্রশ্ন আছে – (ক) যেখানে নম্বর শতাংশের ভিত্তিতে ঠিক হবে, (খ) যেখানে নম্বর সংখ্যা/দিনের ভিত্তিতে ঠিক হবে এবং (গ) যেখানে নম্বর হ্যাঁ/না অনুযায়ী ঠিক হবে। কিছু প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর (negative marks) পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদি নির্ধারিত নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েত কোথাও ঋণাত্মক নম্বর পান তবে তা লিখতে হবে এবং যোগ করতে হবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অন্য প্রশ্নে পাওয়া (ধনাত্মক) নম্বরকে কমিয়ে দেবে ঐ ঋণাত্মক নম্বর।

এছাড়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে এবং একটি জেলারও বিভিন্ন এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে অবস্থার তফাৎ এত বেশী যে সারা রাজ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধরণের নম্বরকে ভাল নম্বর হিসাবে ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয় বা উচিৎও নয়। তাই ভাল নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। স্থানীয় অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভাল নম্বর। একেকটি প্রশ্নে এই ভাল নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে গ্রাম পঞ্চায়েত যে নম্বরটিকে ভাল নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভাল নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটির বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরের কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে পঞ্চায়েতের পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে।।

প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ধরতে চাওয়া হয়েছে 'এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত'-এর প্রশ্নগুলিতে। এছাড়া সমগ্র প্রতিবেদনটিকে দুটি বৃহত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে – (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা ও (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার। ১ থেকে ১৩ নং প্রশ্ন নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত এবং ১৪ থেকে ২১ নং প্রশ্ন সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

এক নজরে গ্রাম পঞ্চায়েত

টেলিফোন নম্বর : যদি গ্রাম পঞ্চায়েতে টেলিফোন না থাকে তবে প্রধান, নির্বাহী সহায়ক বা অন্য কারোর মোবাইল নম্বর লিখুন।

(১) – (৪) : ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) সংখ্যালঘু বলতে বোঝানো হয়েছে হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্প্রদায়।

(৬) সাক্ষরতার হার = সাক্ষর জনসংখ্যা ÷ (মোট জনসংখ্যা – ০-৬ বছর বয়সী জনসংখ্যা)

(৭) ২০০৮-এ বিভিন্ন শ্রেণীতে কতগুলি করে পরিবার আছে তা লিখতে হবে।

(৮), (৯) : ২০০৮-এর অবস্থা অনুসারে বাস্তবসম্মত ধারণার ভিত্তিতে লিখতে হবে।

(১০) – (১২) : ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

(১৩) – (১৮) : প্রধান, উপ-প্রধান ও চারটি উপ-সমিতির সঞ্চালকের নাম লিখতে হবে এবং তাঁরা যে শ্রেণীতে পড়েন সেই শ্রেণীর কোড নম্বরটি লিখতে হবে।

(১৯), (২০) : রাজনৈতিক দলের কোডটি লিখতে হবে।

(২১) : কত জন সদস্য প্রধান নির্বাচনে বর্তমান প্রধানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন সেই সংখ্যাটি লিখতে হবে।

(২২) : যে পদটি/পদগুলি খালি তার/সেগুলির কোড লিখতে হবে।

(২৩) – (২৬) : ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

(২৭) – (৩৪) : বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে উত্তর লিখতে হবে। পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১. (ক) (১) গ্রাম সংসদের সভা যদি নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগে বা পরে হয় তাহলেও তা হিসাবে ধরা যাবে।

(২) সংশ্লিষ্ট বছরে সংসদ সভা করার সময় কার্যকর যে ভোটার তালিকা তাতে গ্রাম সংসদ এলাকার জন্য যে অংশ তাতে যতজন ভোটার থাকবেন (সংযোজন বা বিয়োজন হিসাবে আনার পর) সেই সংখ্যার ভিত্তিতে শতাংশের হার ঠিক হবে। সবকটি গ্রাম সংসদের গড় করে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট হিসাব বের করতে হবে।

(৩) গ্রাম সংসদে মোট যতজন উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে কতজন মহিলা এই হিসাবে মহিলাদের উপস্থিতির হার বের করতে হবে। সবকটি গ্রাম সংসদের গড় করে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট হিসাব বের করতে হবে।

(৪) যে বিষয়গুলি নিয়ে অর্ধেক বা তার বেশী গ্রাম সংসদে আলোচনা হয়েছে সেগুলিকেই চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) (১) মোট গ্রাম সংসদ সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি গড়ে কতগুলি সভা করেছে = সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যতগুলি করে সভা করেছে তার যোগফল ÷ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা।

(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে = সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের মোট যত টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে × ১০০ ÷ দ্বাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ বাবদ মোট যত টাকা পাওয়া গেছে।

(৪) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিলের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে = সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে রাজ্য অর্থ কমিশনের মোট যত টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে × ১০০ ÷ রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ বাবদ মোট যত টাকা পাওয়া গেছে।

(৫) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট প্রদত্ত অর্থের কত শতাংশ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি খরচ করতে পেরেছে = সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি মোট যত টাকা খরচ করে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছে × ১০০ ÷ সবকটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে মোট যত টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

২. (ক) এখানে যে কয়টি উপ-সমিতির বাজেট তৈরী হয়ে জমা পড়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

(খ) এখানে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে কয়টি উপ-সমিতির বাজেট তৈরী হয়ে জমা পড়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

(গ) এক্ষেত্রে মুলতবী সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে একটি সভা হিসাবে গুণতে হবে। তবে কোনো রকম তলবী সভাকে এই হিসাবে আনা যাবে না। সভার সংখ্যা গুণে নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(ঘ) (১) কোনো মুলতবী সভার পরের সপ্তাহে যদি কোরাম হয়ে বা এমনকি পূর্ণ সংখ্যার সদস্য উপস্থিত হয়ে সভা করেন, তাহলেও প্রথম যে সভা মুলতবী হয়েছে তাকে এখানে হিসাবে আনতে হবে।

(২) সম্পূর্ণ সহমতের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ করা সম্ভব হলে তা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাধারণত যে কোনো প্রস্তাবে নানান ধরণের মত উঠে আসে এবং তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন হয়। অনেক সময়েই আলোচনার পরেও কেউ বিরোধী কোনো মতে স্থির হয়ে থাকেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মতের আদানপ্রদান অবশ্যই ভালো লক্ষণ। কোনো বিরোধী প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয় তাহলেও তা লিপিবদ্ধ থাকা উচিৎ। এখানে বিরোধী মত বা প্রস্তাব অর্থে বিরোধী কোনো সদস্যের মত/প্রস্তাব নয়। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হল, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো সদস্য যদি তার বিপরীত কোনো মত বা প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং আলোচনাসূত্রে সেগুলি কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, সেগুলিকেই হিসাবে ধরতে হবে। কার্যবিবরণী দেখে কটি সভায় বিরোধী মত/প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই সংখ্যাটি গুণে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

(ঙ) এখানে সদস্যদের হিসাবের মধ্যে রাজ্য সরকার নিযুক্ত সদস্যদেরও ধরতে হবে। তবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ধরা হবে না। আবার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ ইত্যাদি কারণে কোনো পদ যদি শূন্য থাকে বা কোনো সদস্য সাময়িকভাবে অপসারিত (সাসপেনশান) হওয়ার জন্য সভায় যোগ দিতে না পারেন, তাহলে মোট সদস্যসংখ্যা থেকে সেই অনুযায়ী বাদ দিতে হবে। সবগুলি সভায় উপস্থিতির মোট সংখ্যাকে সভার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গড় উপস্থিতি বের করতে হবে।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৪ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৩. (ক) রাজ্য পঞ্চায়তে আইনের ২৫ ও ৪২ ধারার ক্ষমতায় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যের সব ধরণের জনপথ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা (যেগুলি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অথবা অন্য কোনো স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন সেগুলি বাদ দিয়ে) গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই রাস্তাগুলি সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এসেছে। এদের নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক রাস্তাকে লম্বায় বা প্রসারে বাড়াতে হতে পারে। কোথাও রাস্তার গুণগত মান উন্নত করতে হতে পারে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে সব রাস্তার একটি তালিকা (রোড রেজিস্টার) রাখা অবশ্য প্রয়োজন। এই রেজিস্টার সময়োপযোগী করে রাখতে হবে যাতে যে কোনো সময়েই একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। এই কারণে রোড রেজিস্টারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে রোড রেজিস্টার রাখা অর্থে একটি সম্পূর্ণ রেজিস্টার যা ১ এপ্রিল ২০০৮-এর অবস্থানকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এরকম ভাবতে হবে। প্রসঙ্গত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের 27-04-2005 এর স্মারক নং 401/PA/RD/O/14S-8/03 এর মাধ্যমে রোড রেজিস্টার রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারজন্য একটি ফর্মাটও প্রচার করা হয়েছে। সেই ফর্মাট অনুযায়ী রোড রেজিস্টার রাখা না হয়ে থাকলে অবিলম্বে রাখার ব্যবস্থা করা উচিৎ। যেখানে বর্তমানে রোড রেজিস্টার নেই সেখানে ০ পাওয়া যাবে।

(খ) যেখানে রোড রেজিস্টার নেই সেখানে সম্পদ রেজিস্টার বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোনো তথ্যভান্ডারের উপর নির্ভর করে উত্তর তৈরী করা যেতে পারে। কোনো আল-রাস্তাকে পাড়ার সংযোগকারী রাস্তা ধরা যাবে না। অন্তত ১.৮ মিটার (৬ ফুট) চওড়া (রিক্সা চলাচল করতে পারে) রাস্তাকেই সংযোগকারী রাস্তা ভাবতে হবে।

(গ) শুধু মাটির রাস্তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত ভাবা চলবে না। উপরে পিচ দেওয়া না হলেও যদি মোরাম বিছানো অথবা ইঁট বা বোল্ডার বা পাথরকুচি বসানো হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে সহজে চলাচলের মতো হয় সেসব রাস্তাকেই এই শ্রেণীতে আনা যাবে। শতাংশের হিসাব গ্রামের মোট রাস্তার (কিলোমিটার) দৈর্ঘের তুলনায় করতে হবে।

উল্লেখ করা যায় যে, লালমাটির এলাকাগুলিতে রাস্তার পাশের মাটি বেশীরভাগই মোরাম মিশ্রিত হয়ে থাকে। এবং সেই মাটি ব্যবহার করলে রাস্তার উপরে জল জমে না বা কাদা হয় না। সেই কারণে সে সব জায়গায় মাটির রাস্তা ও মোরাম রাস্তায় তফাৎ নেই। এই রাস্তাগুলিকে মোরাম রাস্তা বলেই ভাবতে হবে।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে এই ধরণের রাস্তা মোট যত কিলোমিটার আছে তার মধ্যে কত কিলোমিটার সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন তা শতাংশের হিসাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রয়োজন বিচার করতে হবে রাস্তাটি যে মান অনুযায়ী ও যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরী হয়েছিল সেই প্রয়োজন অক্লেশে মেটাচ্ছে কিনা তাই বুঝে। অর্থাৎ গরুর গাড়ী যাওয়ার মাটির রাস্তায় মাটি সব জায়গায় সমানভাবে আছে কিনা দেখতে হবে। মোরাম রাস্তায় মোরাম মসৃণভাবে আছে কিনা, ইঁট বিছানো রাস্তায় কোনো ভাঙ্গা অংশ নেই ও চলাচলের অসুবিধে নেই এসব দেখতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে আছে বলতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট যতগুলি সাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ আছে তার কত শতাংশ খারাপ (জল ওঠে না বা জল দূষিত বলে ব্যবহার করা যায় না) হয়ে আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানার নলকূপ এই হিসাবের মধ্যে ধরা হবে না। MPLADS/BEUP প্রকল্পে তৈরী নলকূপগুলি যদি অন্য কোনো পঞ্চায়েত বা কোনো সংস্থার তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো সংবাদ না থাকে, তাহলে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হবে এবং সেগুলিকেও হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। যে সব বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য থাকতে হবে তা হলো – (১) গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট কতগুলি নলকূপ (ব্যবহারযোগ্য

এবং প্রয়োজনীয় মেরামত করলে ব্যবহারযোগ্য) আছে এবং (২) কতগুলি নলকূপে মেরামতের প্রয়োজন আছে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে নলকূপের অবস্থা যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।

(চ) এখানে সাধারণের ব্যবহার্য পানীয় জলের উৎস ধরতে হবে। দুই ধরণের উৎসের কথা উল্লেখ করে সেই অনুযায়ী নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুধুমাত্র নলকূপের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাঁরা 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এর অন্তর্গত প্রথম কলম অনুযায়ী নম্বর দেবেন। যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুধুমাত্র কুঁয়ার জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাঁরা 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এর অন্তর্গত দ্বিতীয় কলম অনুযায়ী নম্বর দেবেন। যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুই ধরণের উৎসই ব্যবহৃত হয় তাঁরা দুই ধরণের উৎস একত্রে মিলিয়ে নম্বর দেবেন। ধরা যাক, কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫০টি নলকূপ ও ১০টি কুঁয়া পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে এই ৬০টির মধ্যে কতগুলির জল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করা হয়েছে তা হিসাব করে শতাংশের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। নলকূপ থেকে দূষিত জল পাওয়া গেলে নলকূপের জলকে শোধন করতে হবে, প্রয়োজন হলে পাইপ তুলে নতুন ফিল্টার সহ বসাতে হবে। তারপর নিরাপদ জল পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। কত শতাংশ নলকূপের জল পরীক্ষা করে এই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে নম্বর দিতে হবে। পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত কুঁয়াগুলির কত শতাংশ পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করা হয় বলতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি গ্রাম সংসদ মিলিয়ে মোট যতগুলি কুঁয়ার জল মানুষ পান করেন তার কত শতাংশ পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করা হয় তা জানতে চাওয়া হয়েছে। একটি উৎসের পানীয় জল নিরাপদ এবং পান করলে কোনো অসুখের সম্ভাবনা নেই - এইটি দেখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনমতো নিকটবর্তী বিজ্ঞান মঞ্চ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বা কাছাকাছি যে কোনো প্যাথোলজিক্যাল সেন্টারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়গুলিতে তারিখ দেখিয়ে পরিষ্কার চিত্র রাখতে হবে। সংক্রমণমুক্ত কে করেছেন এবং কাজটি হওয়ার পর পরীক্ষা কে করেছেন তার তথ্য রাখতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে পরিষ্কার ও সংক্রমণমুক্ত করার অবস্থা যা হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।

(ছ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে পঞ্চায়েতের তৈরী নিকাশী ব্যবস্থা আছে বলতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটি গ্রাম সংসদের মধ্যে কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো ড্রেন বা নিকাশী নালা (যা গিয়ে কোনো ড্রেন, বড় নিকাশী নালা বা ব্যবহার্য জল জমা হওয়ার গর্তে পড়ে) আছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য একটি গ্রাম সংসদের নিকাশী ব্যবস্থা পাড়াভিত্তিক হতে পারে। যদি পাড়াভিত্তিক হয় তাহলে একটি গ্রাম সংসদের সবগুলি পাড়ার মধ্যে অন্তত ৫০% পাড়ায় নিকাশী ব্যবস্থা থাকলে সেই গ্রাম সংসদে নিকাশী ব্যবস্থা আছে বলে ধরা যাবে। নিকাশী নালাগুলি কার্যকর অবস্থায় থাকতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বাঁধাতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের সংখ্যা ধরে হিসাব হবে। অনেক জায়গায় কোনো নিকাশী ব্যবস্থা তৈরী না করলেও প্রাকৃতিক কারণে নোংরা জল বা বৃষ্টির জল খুব সহজে বেরিয়ে চলে যায়। সেসব ক্ষেত্রেও নিকাশী ব্যবস্থা আছে বলে ধরা যাবে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৫ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে নিকাশী ব্যবস্থা যে রকমই থাকুক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -১ পাবেন।

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যের বিভিন্ন গ্রামকে বা বিভিন্ন পাড়াকে সংযোগ করে যে রাস্তাগুলি আছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে যে মূল রাস্তাটি এলাকার বাইরে যাওয়ার জন্য বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করেছে – এই রাস্তাগুলিতেই আলো থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে হিসাব করে প্রশ্নটির উত্তর তৈরী করতে হবে। উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামের মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে যে সব ছোটো রাস্তা, শুঁড়িপথ বা গলি আছে সেগুলিকে এই হিসাবের থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

(ঝ)জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ থাকবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সদস্যদের, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে সচেতন করতে হবে। মোট কথা, এই সংক্রান্ত রেজিস্টার সম্পূর্ণ রাখতে হবে। এখানে অবশ্য আবেদন করার কতদিনের মধ্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঞ)এখানেও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগকে ধরে নেওয়া হয়েছে। যত ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব বা উচিৎ তার সামান্য অংশ দেওয়া হলে গ্রাম পঞ্চায়েত ০ পাবেন। অবশ্য দু-একটি ভুলক্রমে বাদ গেলে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নম্বর পেতে অসুবিধা নেই।

(ট) আবেদন করার কতদিনের মধ্যে ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঠ) এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন ছাড়া বাড়ী ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে কি না তার হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত এর হিসাব রাখবে এবং নিয়মমতো ব্যবস্থা নেবে। বলা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েত যদি সময়মতো অনুমোদন দেয় বা তার পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য সাধারণ মানুষ অসুবিধা বোধ না করেন বা বিরক্ত বা হতাশ না হন, তাহলে বিনা অনুমোদনে নির্মাণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবার প্ল্যান অনুমোদন হওয়ার পর সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না (নির্মাণকারীকে অযথা বিব্রত না করে) দেখাও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য। না হলে পরে প্ল্যান অনুমোদন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবজ্ঞার ভাব আসবে।

(ড) ব্যাপক হারে ডায়ারিয়া, ম্যালেরিয়া, টি.বি., কালাজ্বর ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি হলে তা রোধ করার উপর গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত যদি পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রাখে, সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখে এবং সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করে (এগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক কর্তব্য) তাহলে এগুলি বহুল পরিমাণে রোধ করা সম্ভব। সেই জন্যই এগুলি না হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃতিত্ব ধরা হয়েছে ও ৪ নম্বর দেওয়া হয়েছে। যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিলে ৩ নম্বর পাওয়া যাবে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে (বা সময়বিশেষে অন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ) জানানোর পর কোনো ওষুধ বা অন্য প্রতিষেধকের চেষ্টা সত্ত্বেও সরবরাহ না পেলেও ৩ নম্বর পাওয়া যাবে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নিজে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এমন হলে ২ পাওয়া যাবে। আর এইসব সংক্রামক ব্যাধি হলেও কোনো ব্যবস্থা না নিলে গ্রাম পঞ্চায়েত অবশ্যই ০ পাবেন।

(ঢ) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা স্থান বে-আইনি দখলে আছে বলতে এইসব এলাকায় কোনো জবরদখল আছে এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তুহীন পরিবার রাস্তা বা খালপাড় বা অন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ঘর করে থাকলে তাঁরা যতই দুঃস্থ হোন না কেন তাকে জবরদখল বলেই ভাবতে হবে। সেই পরিবারকে ঘর করে দেওয়ার দায়িত্ব অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের।

(ণ) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত পুকুর, সাধারণ পশুচারণক্ষেত্র, শ্মশান, কবরস্থান, সমাধিক্ষেত্র বা অন্যান্য সম্পত্তি থাকলে তার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় বলতে এই সম্পত্তিগুলি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ব্যবহার হচ্ছে এবং এখন মেরামতের প্রয়োজন নেই এমন বোঝাবে। যে সম্পদ যে প্রয়োজনে ব্যবহার হওয়ার কথা সেই সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনা অসুবিধায় জনসাধারণ (যেখানে অনুমোদন প্রয়োজন সেই অনুমোদন নিয়ে) ব্যবহার করতে পারলে সেই সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য বলে ভাবা যাবে।

(ত)এখানে বাসস্ট্যান্ড বলতে বিশেষ করে যেখান থেকে বাসগুলি যাত্রা শুরু করে বা যাত্রাশেষে থামে তার কথা ভাবা হয়েছে। তবে মধ্যবর্তী যে সব স্থানে যাত্রীরা ওঠা-নামা করেন সেসব জায়গায়ও (বিশেষ করে যেখানে কিছুটা দূর থেকে যাত্রীরা হাঁটাপথে বা অন্যভাবে এসে বাসের জন্য অপেক্ষা করেন এবং সাধারণত যাত্রী সমাগম বেশী হয়) শৌচাগার ও জলের প্রয়োজন আছে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিৎ। এই সব জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব প্রচেস্টায় ও সম্পদে শৌচাগার এবং জলের ব্যবস্থা করবে এমন ভাবা হয়নি। যেমন বাসস্ট্যান্ডে বাস মালিকরা একক বা যৌথভাবে এসব ব্যবস্থা করতে পারেন। বাজার বা হাটে মালিক বা ইজারাদার ব্যবস্থা করতে পারেন। কোথাও এদের কারো অর্থে ও ব্যবস্থায় শৌচাগার তৈরী হলো এবং গ্রাম পঞ্চায়েত জলের ব্যবস্থা করলেন এমন হতে পারে। যাই হোক গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে এবং সবার সঙ্গে আলোচনা করে

ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ করতে হবে। শৌচাগারের ভিতরে জলের ব্যবস্থা করা সাধারণত সম্ভব হবে না (নলবাহিত জলের ব্যবস্থা এলাকায় না থাকলে কখনোই সম্ভব নয়)। কিন্তু জলের ব্যবস্থা (নলকূপ/কুঁয়া) খুব কাছে রাখতে হবে যাতে শৌচাগারে জল নেওয়া সম্ভব হয়। শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থাও প্রয়োজন। যার প্রচেষ্টাতেই তৈরী হোক না কেন, শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই অনুযায়ী নম্বর পাবে। উল্লেখ করা যায় যে পুরুষ ও মহিলার জন্য আলাদা ব্যবস্থা র‍্যখতে হবে। এখানে প্রয়োজনমতো আব্রুর ব্যবস্থা রাখার কথাও মনে রাখতে হবে। কোনো কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে বাজার বা বাসস্ট্যান্ড নাও থাকতে পারে। কিন্ত সেই এলাকার জনসাধারণ অবশ্যই কাছাকাছি কোনো বাজার ও বাসস্ট্যান্ড ব্যবহার করে থাকেন। সেই বাসস্ট্যান্ড ও বাজারগুলিকেই ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাবের ভিতরে ধরতে হবে। যদিও এগুলি এলাকার মধ্যে নয় তবুও যেহেতু তার এলাকার সাধারণ মানুষ নিয়মিত এগুলি ব্যবহার করে থাকেন গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে। তারা অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজটি করতে পারেন অথবা বাসমালিক বা বাজারের ইজারাদারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নিতে পারেন। এই বিষয়ে বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত নম্বর পাবেন।

(থ) সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প অনুসারে, বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পিছু ১টি করে শৌচালয় থাকবে, যাতে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক মূত্রালয় মাত্র থাকবে। অবশ্য যে সব বিদ্যালয় বা কেন্দ্রে ১৫০ জনের বেশী পড়ুয়া আছে সেখানে ২টি শৌচালয় থাকবে এবং সেক্ষেত্রে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা হতে পারে। কাজেই এই নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। যেখানে ১৫০ জনের বেশী পড়ুয়া সেখানে ২টি পৃথক শৌচাগার আছে কি না এবং যেখানে ১৫০ বা তার কম পড়ুয়া সেখানে ১টি শৌচাগার আছে কি না তা গুণে সংখ্যা হিসাব করতে হবে। আগের (ত) প্রশ্ন নিয়ে যা বলা হয়েছে তার অনেকটাই এখানে খেটে যাবে। তবে এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং অনেক জায়গাতেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হবে। স্বেচ্ছায় দেওয়া শ্রম বা অর্থ এই ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগ এখানে বিশেষ সাহায্য করবে। যাই হোক, বর্তমান (অর্থাৎ, ১-৪-২০০৮ তারিখের) পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত নম্বর পাবে।

(দ) এখানে বাসস্ট্যান্ড বলতে বাসের যাত্রাপথের শুরু বা শেষ সহ প্রতিটি যাত্রী ওঠানামা করার সব জায়গাগুলিও ধরা হয়েছে। প্রতীক্ষালয়ে মাথার উপর ছাউনি ও বসার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েত সকলের সহায়তায় প্রতীক্ষালয় গড়ে তুলতে পারে। বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে। বেশী লোক ওঠানামা করে যতগুলি বাসস্ট্যান্ডে, তার অন্তত ৫০% জায়গায় যে কোনো রকমের ছাউনি ও বসার ব্যবস্থা থাকলে নম্বর পাওয়া যাবে।

(ধ) গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা অকৃষি (খাস বা ন্যস্ত) জমিতে এরকম খেলার মাঠ ইত্যাদি গড়ে তোলা যায়। বাগান বা উদ্যান বলতে শিশুদের ছোটাছুটি বা খেলার জায়গা ভাবা হয়েছে। এরকম উদ্যানে ছায়া-দেওয়া এবং ফুলের গাছ থাকলে ভাল হয়। শিশুদের খেলার কিছু ব্যবস্থা (দোলনা/ঢেঁকি/স্লিপ ইত্যাদি) থাকা ভাল। এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকরী কমিটি বা স্থানীয় সুবিধাভোগীদের কমিটির উপর দেওয়া যায়।

মোট হিসাবে সবকটি প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লিখতে হবে। এই যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল তার নীচে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বরের ঘরে লিখতে হবে।

৪. (ক) ভাড়া বাড়ী বা অনুমতি দখলে পাওয়া বাড়ীকে নিজস্ব অফিসবাড়ী বলা যাবে না।

(খ) পর্যাপ্ত জায়গা অর্থে সবাই বসে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সদস্যরা, বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মীরা এবং জনসাধারণ এসে স্বচ্ছন্দে বসে আলোচনা করতে পারেন এরকম জায়গা বোঝাবে।

(গ) বড় ঘর বলতে মোটামুটি ৬০ জন ব্যক্তি বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এরূপ ভাবতে হবে।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব মালিকানায় গো-ডাউন থাকলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

(ঙ) উপ-সমিতির সঞ্চালকদের বসার নির্দিষ্ট জায়গা অধিকাংশ জায়গাতেই নেই। এদিকে নজর দিতে হবে। যাইহোক বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

(চ) যে সমস্ত মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসছেন তাঁদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

(ছ, জ) ভাল শৌচাগার অর্থে যে শৌচাগার ব্যবহারযোগ্য রাখা হয় ও জলের ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে ধরতে হবে।

(ঝ) নিয়মিত বলতে অন্তত সপ্তাহে একদিন বোঝানো হয়েছে।

(ঞ) সরকারী আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা গার্ড ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখলে পরে যে কোনো সময়ে খুব সহজেই পাওয়া যায়। বর্তমানে এরকম ব্যবস্থা না থাকলে অবিলম্বে এইভাবে রাখতে শুরু করতে হবে।

(ট) ডাক ফাইল রোজ খুলে দেখা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রধানের দায়িত্ব। বর্তমানে কোনো শিথিলতা থাকলে অবিলম্বে সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে।

(ঠ) সরকারী আদেশনামা আসার পর অতি দ্রুত তার উপর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে অবশ্যই সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে। বর্তমানে এখানে দুর্বলতা থাকলে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। জানানোর সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে যাঁকে জানানো হয়েছে তাঁকে আবার তাগাদা দিতে হবে।

(ড) পাঁচটি উপ-সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানাতে হবে। এটি অবশ্যই করা দরকার। এরকম সিদ্ধান্তের সংখ্যা প্রচুর হলে প্রয়োজনে সাধারণ সভার একাধিক সভা ডাকতে হতে পারে।

(ঢ) কার্যবিবরণী সভার মধ্যেই লেখা হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে। বর্তমানে এইরকম ব্যবস্থা না থাকলে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।

৫. (ক) এখানে উল্লিখিত রেজিস্টারগুলি ঠিকমতো রাখা হয় কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। রেজিস্টারগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাখতে হয় যেগুলি না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের হিসাব-নিকাশ ঠিকমতো রাখা যায় না বা তার কাজ করায় অসুবিধা হয়। সুতরাং এই তালিকার বাইরের রেজিস্টারগুলি না রাখলেও চলবে বা সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ এরকম ভাবার কোনো সুযোগ নেই। লক্ষণীয় যে রেজিস্টারগুলি শুধু খুললেই হবে না, সেগুলি সবসময় হালনাগাদ করে রাখতে হবে – তবেই প্রাপ্তব্য নম্বর পাওয়া যাবে।

(খ) সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধতা আছে। সেই কারণে ও স্বচ্ছতার কারণে উল্লিখিত তালিকাগুলি সাধারণ মানুষকে দেখার অবারিত সুযোগ দিতে হবে। তালিকাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে সব তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশবোর্ডে টাঙানো সম্ভব না হয় তবে নোটিশবোর্ডে তালিকাটি কার কাছে পাওয়া যাবে এই মর্মে একটি নোটিশ রাখতে হবে এবং সেই ব্যক্তি যে কেউ চাইলে তালিকাটি তখুনি দেখাবেন। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

(গ) তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীতির দিক থেকেও এই অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। কেউ তথ্য পেলে বোঝা যায় যে শুধু কাগজে নয় বাস্তবেও তথ্য জানানো হচ্ছে। সেই অনুযায়ী নম্বরের বিন্যাস করা হয়েছে।

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কাজে স্বচ্ছতা আছে এবং সব কর্মসূচী ও কর্মধারা উৎসাহী সাধারণ মানুষের জানবার সুযোগ আছে – এই তথ্য জানার জন্য এই প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে। প্রশ্নগুলিতে প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৭. (ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট মহিলা জনসংখ্যার কত শতাংশ সাক্ষর = গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোট সাক্ষর মহিলা জনসংখ্যা × ১০০ ÷ (গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট মহিলা জনসংখ্যা - গ্রাম পঞ্চায়েতের ০ থেকে ৬ বছর বয়সী মোট কন্যাশিশুর সংখ্যা)।

(খ) পুরুষ সাক্ষরতার হার থেকে মহিলা সাক্ষরতার হার বিয়োগ করে বিয়োগফলের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে।

(গ) ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের কত শতাংশ বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে যায় = (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী মোট কত শিশু বিদ্যালয়ে / বিকল্প বিদ্যালয়ে যায় × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী মোট শিশুসংখ্যা। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৬ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুর আনুমানিক হার যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -২ পাবেন।

(ঘ) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের কত শতাংশ যথা সময়ে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয় = (চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা × ১০০) ÷ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা।

(ঙ) প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের কত শতাংশ যথা সময়ে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয় = (অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা × ১০০) ÷ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া মোট ছাত্রীসংখ্যা।

(চ) (১) নিয়মিত অর্থে মাসে কমপক্ষে একটি।
(২) সবকটি গ্রাম সংসদে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের তালিকা তৈরী হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।
(৩) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের তালিকা ধরে স্কুল চলো কর্মসূচি রূপায়িত হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।
(৪) সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের আওতায় এই ধরণের কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে থাকলে নম্বর পাওয়া যাবে।

(ছ) কত শতাংশ গ্রাম সংসদে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র (এ.আই.ই./ব্রীজ কোর্স কেন্দ্র) নেই = (এই ধরণের প্রতিষ্ঠান নেই এমন সংসদের সংখ্যা × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট গ্রাম সংসদের সংখ্যা।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৮. (ক) (১) - (৪) : প্রশ্নগুলি তথ্যভিত্তিক এবং এই তথ্যগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকা উচিৎ। প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি প্রশ্নে নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।
(৫) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া শিশুদের মধ্যে কত শতাংশের ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ২১ দিনের মধ্যে জন্ম রেজিস্ট্রেশন হওয়া শিশুর সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া মোট শিশুর সংখ্যা।
(৬) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কত শতাংশের ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন হয়েছে = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে ২১ দিনের মধ্যে মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা।
জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এবং স্থানীয় তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত কর্মীদেরও সজাগ থাকতে হবে।
(৭) কতজন দাই আছেন সে সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতে তথ্য থাকলে তাদের মধ্যে কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তথ্যও অবশ্যই থাকতে হবে।

(৮) যদি প্রথম তথ্যটি না থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নেও কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না। যদি তথ্য থাকে তবে, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট যতজন দাই আছেন তাঁদের মধ্যে কত শতাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত = (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট দাইয়ের সংখ্যা।

(৯) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে (১-৪-২০০৭ থেকে ৩১-৩-২০০৮) হাসপাতাল বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্য ছাড়া জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে গুণ করে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে ঐ সময়ে জন্মানো মোট শিশুর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে শতাংশটি পাওয়া যাবে।

(১০) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ শিশু ৬টি রোগের টীকার আওতায় এসেছে = (১ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ১ বছরের বেশী ও ২ বছরের কম বয়সের যতগুলি শিশু ৬টি রোগের টীকা (বি.সি.জি., ডি.পি.টি., পোলিও, হাম) নিয়েছে × ১০০) ÷ ১ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে ১ বছরের বেশী ও ২ বছরের কম বয়সের মোট শিশুসংখ্যা।

(১১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ গর্ভবতী মা দুটি টিটেনাস টীকা নিয়েছেন = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কতজন গর্ভবতী মা দুটি টিটেনাস টীকা নিয়েছেন × ১০০) ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা।

(১২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ মহিলা গর্ভাবস্থায় অন্তত ৩ বার ও সন্তান প্রসব হওয়ার পরে অন্তত ১ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে কত শতাংশ গর্ভবতী মহিলা এ ধরণের মোট ৪ টি স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়েছেন × ১০০) ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে মোট গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

মাসের শেষ শনিবারের স্বাস্থ্যসভাগুলি নিয়মিত হলে এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যগুলি ঐ সভায় নিয়মিতভাবে সংকলিত হলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর সহজেই দেওয়া সম্ভব। এছাড়াও প্রয়োজনে অনেক তথ্যই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে রাখা তথ্য থেকে জোগাড় করা যাবে। কিছু তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা যেতে পারে। আশা করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত সযত্নে সংগ্রহ করে তথ্যভিত্তিক উত্তর দেবেন।

(খ) প্রশ্নগুলি তথ্যভিত্তিক এবং এই তথ্যগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে থাকা উচিৎ। প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি প্রশ্নে নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। (৫) ও (৬) প্রশ্নে সাধারণের ব্যবহার্য নলকূপ বা কুঁয়ার হিসাবে ধরতে হবে, ব্যক্তিগত মালিকানার নলকূপ বা কুঁয়া নয়।

(গ) (১) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে = (১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে ১৮ বছরের নীচে বিয়ে হওয়া মেয়ের সংখ্যা × ১০০) ÷ ১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে ৩১শে মার্চ ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে বিয়ে হওয়া মোট মেয়ের সংখ্যা।

(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কত শতাংশ মহিলা ২০ বছরের নীচে মা হয়েছেন = (১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে ২০ বছরের নীচে মা হয়েছেন এমন মহিলার সংখ্যা × ১০০) ÷ ১ এপ্রিল ২০০৭ থেকে ৩১শে মার্চ ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে মা হওয়া মোট মহিলার সংখ্যা।

(৩) কত শতাংশ মহিলার ৩টি বা তার বেশী সন্তান আছে = [৪০ বছর বা তার কম বয়সের যত মহিলার (সধবা + বিধবা) ৩টি বা তার বেশী সন্তান আছে × ১০০] ÷ ৪০ বছর বা তার কম বয়সের মোট বিবাহিত (সধবা + বিধবা) মহিলার সংখ্যা।

(৪) সমস্ত শিশুর জন্মের সময় ওজন নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দুর্বলতা থাকলে অবিলম্বে কাটিয়ে উঠতে হবে।

(৫) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যত শিশু জন্মেছে তার কত শতাংশের জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়েছে = (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জন্মের সময় ওজন নেওয়া হয়েছে এমন শিশুর সংখ্যা × ১০০) ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যত শিশু জন্মেছে।

(৬) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের কত শতাংশ চরম অপুষ্টিতে ভুগছে = ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যে সমস্ত শিশু জন্মেছে তাদের মধ্যে লাল (Grade IV) ও কমলা (Grade III) শ্রেণীভুক্ত শিশু × ১০০ ÷ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে জন্ম নেওয়া মোট শিশুর সংখ্যা।

(৭) ৩ বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে যারা অপুষ্টিতে ভুগছে (ওজনের ভিত্তিতে) তাদের জন্য কোনো পুষ্টির ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে করেছে কি প্রশ্নটির মাধ্যমে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের অপুষ্টি কাটানোর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো উদ্যোগ নেয় কি না তা ধরতে চাওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ঐসব শিশুদের পুষ্টির জন্য নিজস্ব কোনো কর্মসূচি নিতে পারে বা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের প্রচলিত ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সহায়তা দিতে পারে।

অনেক তথ্যই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে রাখা তথ্য থেকে জোগাড় করা যাবে। কিছু তথ্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাহায্যে স্থানীয়ভাবে জোগাড় করতে হবে। আশা করা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত সযত্নে সংগ্রহ করে তথ্যভিত্তিক উত্তর দেবেন।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

৯. (ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে = (বি.পি.এল. পরিবার × ১০০) ÷ মোট পরিবার।

(খ) গত আর্থিক বছরে NREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে = গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবী জানিয়েছে এমন মোট পরিবারের সংখ্যা।

অথবা (খ) এখানে গড় হিসাব চাওয়া হয়েছে। গত আর্থিক বছরে সবকটি দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে সৃষ্ট মোট শ্রমদিবসকে (অদক্ষ শ্রমিকের) মোট বি.পি.এল. পরিবারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

(গ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত = (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যতগুলি স্বনির্ভর দল আছে তার সবকটির দরিদ্র মহিলা সদস্যাসংখ্যার যোগফল × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট দরিদ্র মহিলা।

(ঘ) তথ্যভিত্তিক উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) ২৫/০৮/২০০৫ তারিখের ৫২২৩/এন/ও/এক/ ১এ-১/০৩ (অংশ-৩) আদেশনামা অনুযায়ী যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলগুলিকে একত্রিত করে সংঘ গঠিত হয়েছে সেই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল উপসমিতির বৈঠকে ঐ সংঘ বা ক্লাস্টার থেকে এক বা দুইজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য রূপে অংশগ্রহণ করবেন ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ঐ প্রতিনিধিদের ঐ বৈঠকে আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বর্তমানে স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সমস্ত কাজে যেহেতু স্বনির্ভর দল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই এই ব্যবস্থাটির যথাযথ রূপায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতিগুলির সভায় সংঘের প্রতিনিধিদের কেমনভাবে ডাকা হয়েছিল তা এখানে ধরতে চাওয়া হয়েছে। আগের (ঘ) প্রশ্নের উত্তর না হলে এই প্রশ্নে কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না।

(চ) মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিঃশর্ত তহবিল (Twelfth Finance Commission & State Finance Commission Untied fund) থেকে মোট কত শতাংশ টাকা ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে খরচ করা হয়েছে = (এইজন্য খরচ হওয়া টাকার পরিমাণ × ১০০) ÷ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট নিঃশর্ত তহবিল।

(ছ) কত শতাংশ বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত পরিবারকে পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনায় রোজগার বাড়ানোর জন্য কোনও সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে = (২০০৮-০৯ বার্ষিক পরিকল্পনায় কাজের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এমন বি.পি.এল. পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট বি.পি.এল. পরিবার।

(জ) বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কত শতাংশ পরিবারের জন্য রোজগার বাড়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে = (২০০৭-০৮ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই ধরণের যতগুলি পরিবারের জন্য রোজগার বাড়ানোর সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে × ১০০) ÷ এই ধরণের মোট পরিবার।

(ঝ) প্রকল্পে কাজ করে পরিবার যে আয় করতে পারে ও প্রকল্প ছাড়া পরিবার আর কী আয় করবে বলে আশা করা যায় এইসব আয়কে যুক্ত করে মোট আয়ের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। এই হিসাব কিছুটা আনুমানিক হবে তবে অনুমানগুলি বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। মোট বি.পি.এল. পরিবারসংখ্যার ভিত্তিতে শতাংশ হিসাব হবে।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৪ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১০.(ক) মোট চাষযোগ্য জমির আয়তনের ভিত্তিতে হিসাব হবে। সেচযুক্ত অর্থে সব ধরণের সেচই ধরা যাবে। প্রয়োজনমতো জল বৃহৎ সেচ প্রকল্প, নদী বা বড় খাল থেকে পাম্প দিয়ে তোলা, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (গুচ্ছ বা একক) পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে তোলা, কোন পুকুর, কূঁয়া বা খাল থেকে পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে (ডোঙা বা এই ধরণের কিছুর সাহায্যে) তোলা হলে সেই জমি সেচযুক্ত ধরা হবে। অন্যভাবে, কোন জমি যে কোনভাবে জল পেয়ে খরিফ এবং রবি মরশুমে অন্তত একটি করে (একাধিক হতেও বাধা নেই) ফসল তুললে সেই জমি সেচযুক্ত ভাবা যাবে।

(খ) মোট মৌজা ধরে হিসাব করতে হবে। মৌজার যে কোনো অংশে বিদ্যুৎ পৌঁছুলে সেই মৌজায় বিদ্যুৎ আছে বলে ধরা যাবে।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট বাড়ীর সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(ঙ) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(চ) উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(ছ) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।

(ঘ-ছ) পাকা বাড়ী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগার তিনটি ব্যবস্থাই কত শতাংশ কেন্দ্রে আছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। যে সব কেন্দ্রগুলিতে এক বা দুধরণের ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনা যাবে না।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত নম্বর লিখতে হবে।

১১. প্রশ্নগুলি সবই তথ্যভিত্তিক। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট পরিবারের সংখ্যার ভিত্তিতে শতাংশগুলি বের করতে হবে।

(ক) রাস্তার পাশে বা নয়ানজুলিতে বা খাল বা নদীর পাড়ে (যেগুলি রাস্তা, খাল বা নদীর জমির অংশ) কেউ ঝুপড়িঘর করে থাকলে সেই পরিবারকে গৃহহীন বলেই ধরতে হবে। নিজের বা অনুমতি দখলের জমিতে একটি পরিবার যে কোনো ধরণের ঘর/বাড়ী করে থাকুক না কেন, তাদের গৃহ আছে বলে ধরতে হবে। বাড়ীর অবস্থা অনুযায়ী সেই বাড়ীকে (খ) প্রশ্নের আওতায় আনা যেতে পারে।

(খ) কোন বাড়ী মেরামতযোগ্য বা বিপজ্জনক তা নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া যায় না। তবে বাড়ীর অবস্থা বুঝে যে বাড়ী সাধারণ ঝড় জলে ভেঙ্গে পড়তে পারে বা বাসের অযোগ্য হয়ে যায় বা যে বাড়ীতে আলো-হাওয়া ঢুকবার কোনো উপায় নেই, সেই বাড়ীকে এই হিসাবে আনা যাবে।

(গ) বাড়ীর সামনের বারান্দা ঘিরে রান্নাঘর বা অন্যভাবে ব্যবহার করা ঘর থাকলে তাকে আর একটি ঘর ভাবা যাবে না। শোবার ঘর বা সেইরকম ঘর তা সে যে কাজেই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেগুলিকেই হিসাবে আনতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত নম্বর লিখতে হবে।

১২. বিপর্যয় অর্থে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা – বন্যা, খরা, ঝড় বা ভূমিকম্প (সুনামি সহ) – ভাবা হয়েছে। 'গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা' পুস্তিকাতে কী ধরণের আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬)। সব জায়গায় সবগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন নাও হতে পারে। আবার গ্রাম পঞ্চায়েত এর বাইরেও কিছু ভাবতে পারেন। এখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে কি না তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে। তবে পরিকল্পনা করার পর সময় ও সুযোগ পেয়েও পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজই করা না হয়ে থাকলে সেগুলি শুধুই কাগজের পরিকল্পনা। সেখানে কোনো নম্বর পাওয়া যাবে না।

১৩.(ক) কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারিত নম্বরের ধরণে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে যেটি প্রযোজ্য হবে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে কারণ সকলের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রধানতম কর্তব্য।
(খ-ঘ) প্রশ্নগুলি তথ্যভিত্তিক এবং তথ্য ও নথির ভিত্তিতে উত্তর ঠিক করে নম্বর দিতে হবে।
১৩.(ঙ) প্রশ্নে মোট প্রতিবন্ধীর তুলনায় কতজন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন সেই শতাংশ বের করে নম্বর দিতে হবে।
১৩.(চ) মোট ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কত শতাংশ এই স্কীমের আওতায় এসেছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত নম্বর লিখতে হবে।

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৪.(ক) উপবিধি অনুযায়ী নতুনভাবে অভিকর, ফি ইত্যাদি নির্ধারিত হলে সেই অনুযায়ী এগুলির আদায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেল তার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নিয়মে নম্বর পাওয়া যাবে। উপবিধি তৈরী হওয়ার আগে অনেক জায়গায় যোগাযোগের মাধ্যমে বা অনুরোধ করে কিছু অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় করা হয়েছে। আগের সেই মোট আদায়কে ভিত্তি ধরতে হবে। যেখানে উপবিধি তৈরী হওয়ার আগে কোনো অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হয়নি, সেখানে উপবিধির পর আদায় হলে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি বলে ধরতে হবে ও সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। উপবিধি অনুসারে নতুনভাবে নির্ধারণ তালিকা না হলে গ্রাম পঞ্চায়েত -২ পাবেন।
(খ) যদিও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি, 'কোনো কোনো ধারা' শব্দগুচ্ছটি বলতে সংগ্রহযোগ্য মোট ধারার অন্ততঃ ৩০% ব্যবহার হলেই ১ নম্বর পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

১৫. (ক)-(ঝ) সব প্রশ্নগুলিই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে। প্রাপ্তব্য অর্থের হিসাব সঠিক ছিল কি না বা পরিকল্পনাটি নিখুঁত ছিল কি না ইত্যাদি এখানে বিবেচ্য নয়। তবে হিসাব বা পরিকল্পনা যতখানি সম্ভব বাস্তবসম্মত হবে বলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে। এখানে পদ্ধতিগুলি বা

বিভিন্ন ধাপ ঠিক মতো মানা হচ্ছে কি না সেটাই দেখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় অর্থে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীতে যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে সেই সময়কে ভাবতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত নম্বর লিখতে হবে।

১৬. (ক) কর অর্থে আইনের ৪৬ ধারায় সম্পত্তির উপরে যে করা ধরা হয় তাকে বুঝতে হবে।

(১) ব্যাখ্যা প্রশ্নেই দেওয়া আছে।

(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি = [(২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর – ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর) × ১০০] ÷ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে সংগৃহীত কর।

(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নির্ধারিত করের কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল = (সংগৃহীত কর × ১০০) ÷ নির্ধারিত কর। কর আদায়ের জন্য কমিশন বা অন্য খরচ এখানে বাদ দেওয়া যাবে না।

(খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব বলতে ৪৭ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন অভিকর, ফি বা মাশুলের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে (যেমন গাছ বিক্রী, পুকুরের মাছ বিক্রী ইত্যাদি) যে আয় হয় সবগুলি একত্র করে ধরতে হবে।

(১) ব্যাখ্যা প্রশ্নেই দেওয়া আছে।

(২) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের অ-কর সংগ্রহের তুলনায় কত শতাংশ বেশি = [(২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর – ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর) × ১০০] ÷ ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে সংগৃহীত অ-কর।

(৩) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নির্ধারিত অ-করের কত শতাংশ সংগৃহীত হয়েছিল = (সংগৃহীত অ-কর × ১০০) ÷ নির্ধারিত অ-কর। অ-কর আদায়ের জন্য কমিশন বা অন্য খরচ এখানে বাদ দেওয়া যাবে না।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৭. সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই একাধিক হবে এবং সামগ্রিক অবস্থানের ভিত্তিতেই নম্বর দিতে হবে। যদি একটি সাবসিডিয়ারী ক্যাশবই ৩ দিনের মধ্যে লেখা হয় এবং আর একটি ১০ দিনের মধ্যে, তাহলে ১০ দিন ধরে ১ নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য এমন হতে পারে যে ক্যাশবইয়ে বা সাবসিডিয়ারী ক্যাশবইয়ে বিগত কয়েকদিন কোনো আয়-ব্যয় হয়নি। তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্যাশবই-এর পরের পাতার ধারে সেই অনুযায়ী একটি মন্তব্য রাখতে হবে। এই মন্তব্য যে তারিখে হবে, সেইদিন শেষ লেখা হয়েছে বলে ভাবতে হবে। ক্যাশবইয়ে স্বাক্ষরও সেই অনুযায়ী ধরা যাবে। প্রশ্নগুলিতে নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ধাপে নম্বর দেখানো আছে। প্রকৃত অবস্থা বিচার করে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৮.(ক) কোনো সাধারণ সভায় নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

১৮.(খ) ১ লা এপ্রিল ২০০৮ তারিখে উত্তর দেওয়া হয়নি এমন যতগুলি অডিট প্যারা আছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে।

১৮.(গ) যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে

হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে ও নিয়মমতো জানাতে হবে।

১৮.(ঘ) কোনো সাধারণ সভায় নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।

১৮.(ঙ) যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে ও নিয়মমতো জানাতে হবে।
মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

১৯.(ক-ঙ) প্রত্যেকটি প্রশ্নে মোট প্রাপ্ত অর্থ, মোট ব্যয় এবং মোট প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয় এই তথ্যগুলি উত্তরের ঘরে লিখতে হবে। তারপর সেই শতাংশ অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।।

১৯.(চ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের আদায়)।

১৯.(ছ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে অফিস পরিচালনার জন্য আপ্যায়ণ ও অন্যান্য খাতে [Stationery, Contingency ইত্যাদিতে] যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের আদায়)।

১৯.(জ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি) ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে পরিবারভিত্তিক প্রচার, ছোট-বড় সভা, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদিতে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে নিজস্ব তহবিলের আদায়)।

১৯.(ঝ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে = (শিক্ষাখাতে ব্যয় × ১০০) ÷ মোট নিজস্ব তহবিল।

১৯.(ঞ) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছে = (স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় × ১০০) ÷ মোট নিজস্ব তহবিল।

১৯.(ট) ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে = (নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে ব্যয় × ১০০) ÷ মোট নিজস্ব তহবিল।

১৯.(ঠ) উল্লিখিত কাজগুলির গুরুত্ব অপরিসীম এবং এই কাজগুলি করলে সাধারণ মানুষের মনে পঞ্চায়েত সম্পর্কে ভাল ধারণা তৈরী হয়। নিজস্ব তহবিল থেকে এইসব কাজগুলি করে গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভা বা দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে সেগুলি যদি আমরা নাগরিকদেরকে জানাই তাহলে আগামী দিনে

নিজস্ব তহবিল বাড়ানো অনেক সুবিধাজনক হয়। ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে যে করকম কাজ করা হয়েছে সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং যতগুলিকে চিহ্নিত করা হল সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে। এখনও যদি কোনো কাজ শুরু না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেদিকে নজর দিতে হবে। যে সব গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল থেকে উন্নয়নের কাজ করেননি তাঁরা এখানে কোনো নম্বর পাবেন না।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৬ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

২০.(ক) (১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে: সদ্ব্যবহার শংসাপত্র সবথেকে দেরী করে যে প্রকল্প সম্বন্ধে পাঠানো হয়েছে তার সময় ধরে নম্বর পাওয়া যাবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে: প্রশাসনিক ব্যয় সংক্রান্ত বরাদ্দ দু ধরণের হতে পারে – (১) কর্মচারীদের বেতন ও (২) পদাধিকারীদের সাম্মানিক, দৈনিক ভাতা সহ ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য নৈমিত্তিক খরচ। এই বরাদ্দগুলি শেষ যে সময়কালের জন্য পাওয়া গেছে সেই সময়ের ভিতরে যদি সদ্ব্যবহার শংসাপত্র দেওয়া হয়ে থাকে তবে ৩ পাওয়া যাবে এবং সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে বা ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে সেই অনুযায়ী পর্যায়ভিত্তিক নম্বর রাখা হয়েছে।

(খ) এই অংশের উল্লিখিত তথ্য বেশীরভাগ যে সময়ে পাঠানো হয় সেই সময় ধরে নম্বর দিতে হবে।

২১.(ক) পতিত জমি, বিদালয়ের মধ্যের জমি বা এই ধরণের অন্য যে সমস্ত জমিতে বনসৃজন করা সম্ভব তার হিসাব একরে এবং রাস্তার ধারে বা নদীর পাড়ে যে সমস্ত জমিতে বনসৃজন করা সম্ভব তার হিসাব দৈর্ঘের ভিত্তিতে কিলোমিটারে করা যেতে পারে। তথ্য থাকলে তবেই গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ১০ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে বনসৃজন করা হয়েছে এমন জায়গার পরিমাণ যাই হোক না কেন গ্রাম পঞ্চায়েত -২ পাবেন।

(খ) মোট কত জলের উৎস আর তার মধ্যে কতগুলিতে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না বা কাদাজল পাওয়া যায় এই সংখ্যাদুটির ভিত্তিতে শতাংশ বের করতে হবে।

(গ) গত ২০০০ সাল থেকে যত একর জমিতে বিভিন্ন প্রকল্পে বা উদ্যোগে (সরকারী/বেসরকারী) ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং যত একর জমি এখন ভূমিক্ষয়প্রবণ এই দুটি যোগ করে ২০০০ সালের ভূমিক্ষয়প্রবণ জমির পরিমাণ পাওয়া যাবে। কত শতাংশ জমিতে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়নি = (যত একর জমি এখন ভূমিক্ষয়প্রবণ × ১০০) ÷ যত একর জমি ২০০০ সালে ভূমিক্ষয়প্রবণ ছিল। ভূমিক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ভূমিক্ষয় রোধের কাজটি কোন উপরের স্তরের পঞ্চায়েত বা কোন সরকারী বিভাগ (যেমন কৃষি বিভাগ) বা জমির মালিকের নিজের ব্যবস্থায় হলেও তাকে হিসাবে আনা যাবে। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি স্থানীয় খোঁজখবরের ভিত্তিতে জোগাড় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর কিছু সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয়।

(ঘ) এলাকার মোট পতিত জমির কত শতাংশ শস্য/সব্জী চাষ, ফল/ফুলের চাষ বা বনখামার তৈরীর কাজে লাগানো গেছে = যে পরিমাণ পতিত জমিতে শস্য/সব্জী চাষ, ফল/ফুলের চাষ বা বনখামার তৈরী হয়েছে × ১০০ ÷ মোট পতিত জমির পরিমাণ।

মোট প্রাপ্ত নম্বরকে ২ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে।

সামগ্রিক: সব কটি প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর এখানে লিখতে হবে। ১ থেকে ১৩ নম্বর প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থায় মোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। ১৪ থেকে ২১ নম্বর প্রশ্নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এই দুই মোট প্রাপ্ত নম্বরকে যোগ করে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর পাওয়া যাবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

নম্বর পরীক্ষার মতামত

গ্রাম পঞ্চায়েত যে সব প্রশ্নগুলিতে সঠিক নম্বর দেয়নি সেগুলি কেটে ঐ নম্বরের পাশে সঠিক নম্বরটি লিখে দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সামগ্রিক নম্বরের সারণীটিকেও (৭৫-৭৬ পাতা) পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। আর যে নম্বরগুলি কাটা হয়নি সেগুলি সঠিক নম্বর।

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যদের স্বাক্ষর:

____

(১) প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত

____

(২) উপ-প্রধান, ...গ্রাম পঞ্চায়েত

____

(৩) সঞ্চালক .... উপ-সমিতি, ...গ্রাম পঞ্চায়েত

____

(৪) সঞ্চালক .... উপ-সমিতি, ...গ্রাম পঞ্চায়েত

পরীক্ষাকারী দলের সদস্যরা নম্বর যেভাবে পরিবর্তন করেছেন তা সঠিক এবং ঐ পরিবর্তিত নম্বরগুলিই চূড়ান্ত।

....

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
বাঁকুড়া	বাঁকুড়া-১	জগদল্লা-২	১৫৫.৯০	জগদল্লা-১	৭৮.৭৩
বাঁকুড়া	বাঁকুড়া-২	কোস্থিয়া	১৫০.৪৩	মানকানালি	৯০.৮৭
বাঁকুড়া	বড়জোড়া	ছান্দার	১৬২.৭৭	গোদারদিহি	৮৬.১৩
বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	ভড়া	১৪৪.৪৩	উলিয়াড়া	৮৪.২৩
বাঁকুড়া	ছাতনা	ধবন	১৫১.৫০	জামতোরা	৮৭.৯০
বাঁকুড়া	গঙ্গাজলঘাঁটী	গঙ্গাজলঘাঁটী	১৫২.৪২	বরসাল	৮৩.২৭
বাঁকুড়া	হীড়বাঁধ	বহরামুরী	১১৬.২৫	গোপালপুর	৬০.২৩
বাঁকুড়া	ইন্দাস	কারিসুন্ডা	১৫৮.১৭	ইন্দাস-২	৭৮.৩৩
বাঁকুড়া	ইন্দপুর	গৌর বাজার	১৪৯.৩০	রঘুনাথপুর	৭২.৭০
বাঁকুড়া	জয়পুর	কুচিয়াকোল	১৮২.১০	কুচিয়াকোল	৯৫.০০
বাঁকুড়া	খাতড়া	বৈদ্যনাথপুর	১৫৫.৭৭	বৈদ্যনাথপুর	৮২.২০
বাঁকুড়া	কোতুলপুর	দেশড়া কোয়ালপাড়া	১২৬.৫২	দেশড়া কোয়ালপাড়া	৬৪.৬০
বাঁকুড়া	মেজিয়া	মেজিয়া	১৪৯.৭৭	বানজোরা	৮৮.৭০
বাঁকুড়া	ওন্দা	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
বাঁকুড়া	পাত্রসায়র	নারায়ণপুর	১৫১.৩৭	কুসদ্বীপ	৭৮.৩৩
বাঁকুড়া	রায়পুর	শ্যামসুন্দরপুর	১৩৫.৬৭	মেলেড়া	৭০.২৭
বাঁকুড়া	রানীবাঁধ	রানীবাঁধ	১৩৫.৪৩	রাজাকাটা	৬৮.৭৭
বাঁকুড়া	শালতোড়া	বামুনতোড়	১৪১.৬৭	শালতোড়া	৭৩.১৭
বাঁকুড়া	সারেঙ্গা	গড়গড়িয়া	১৬২.৫৭	গড়গড়িয়া	৮৯.২০
বাঁকুড়া	সিমলাপাল	বিক্রমপুর	১৬১.২০	সিমলাপাল	৮০.২৩
বাঁকুড়া	সোনামুখী	মানিকবাজার	১৪৪.১৩	ধুলিয়া	৮০.৫৭
বাঁকুড়া	তালডাংড়া	তালডাংড়া	১৫৮.১৭	তালডাংড়া	৮৮.৪০
বীরভূম	বোলপুর-শ্রীনিকেতন	সিয়ান মুলুক	১৮৭.০৩	রূপপুর	৯৭.৪০
বীরভূম	দুবরাজপুর	যশপুর	১৮৩.৮৩	যশপুর	৮৭.২৭
বীরভূম	ইলামবাজার	ঘুরিষা	১৫৯.৬০	ইলামবাজার	৯০.৮৩
বীরভূম	খয়রাশোল	পারশুন্ডি	১৬৫.১৭	পারশুন্ডি	৮১.০৭
বীরভূম	লাভপুর	দ্বারকা	১৫৬.০০	দ্বারকা	৯৫.০০
বীরভূম	মহম্মদ বাজার	মহম্মদ বাজার	১৫৫.৪৭	মহম্মদ বাজার	৮৬.৫০

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
বীরভূম	ময়ূরেশ্বর-১	বাজিতপুর	১৫৫.১০	মল্লারপুর-২	৮৪.৪৩
বীরভূম	ময়ূরেশ্বর-২	দাসপলসা	১৬৯.২৩	কুন্ডলা	৯০.৯৭
বীরভূম	মুরারাই-১	গোরসা	১৫৫.২৩	পলসা	৮২.২৭
বীরভূম	মুরারাই-২	কুশমোর-১	১৩২.৬৮	পাইকর-১	৭৭.৩০
বীরভূম	নলহাটি-১	বাউটিয়া	১৬২.২০	বাউটিয়া	৮৪.৭৩
বীরভূম	নলহাটি-২	বারা-২	১৪৪.০৮	বারা-১	৭৫.৪৩
বীরভূম	নানুর	কীর্ণাহার-২	১৮৩.৩৩	চন্ডীদাস নানুর	৯৯.২৭
বীরভূম	রাজনগর	তাঁতিপাড়া	১৫৯.৪৩	তাঁতিপাড়া	৮৫.৮৩
বীরভূম	রামপুরহাট-১	নারায়ণপুর	১৫২.৩০	দখলবাটি	৮৪.৭৭
বীরভূম	রামপুরহাট-২	মারগ্রাম-২	১৬১.৫৩	বিষ্ণুপুর	৯০.৯৩
বীরভূম	সাঁইথিয়া	দেরিয়াপুর	১৬৯.২৩	দেরিয়াপুর	৯০.৪৭
বীরভূম	সিউড়ী-১	ভুরকুনা	১৬২.১৭	ভুরকুনা	৯০.৭৩
বীরভূম	সিউড়ী-২	অবিনাশপুর	১৪৯.৬৭	অবিনাশপুর	৮৮.৬০
বর্ধমান	অন্ডাল	কাজোরা	১৬৮.৬৩	রামপ্রসাদপুর	৮৫.০০
বর্ধমান	আউশগ্রাম-১	বিল্বগ্রাম	১৭৬.৮৩	বিল্বগ্রাম	৯৬.৬০
বর্ধমান	আউশগ্রাম-২	রামনগর	১৭৩.৯৭	কোটা	৯১.২০
বর্ধমান	বরাবনী	পুঁচরা	১৩৯.১৭	পুঁচরা	৭৫.৫০
বর্ধমান	ভাতাড়	সাহেবগঞ্জ-২	১৭২.৮৩	আমারুন-২	৮৬.৭৭
বর্ধমান	বর্ধমান-১	বেলকাশ	১৫৬.৭০	বেলকাশ	৯০.৩৭
বর্ধমান	বর্ধমান-২	বড়শুল-১	১৩৬.০০	বৈকুণ্ঠপুর-২	৮৪.৭৩
বর্ধমান	দুর্গাপুর-ফরিদপুর	গৌরবাজার	১৩৭.৮৩	গৌরবাজার	৭১.৩৩
বর্ধমান	গলসী-১	মানকর	১৫৬.৪৭	মানকর	৮৩.৩৩
বর্ধমান	গলসী-২	মসজিদপুর	১৯১.০০	সাঁকো	৯৭.১৩
বর্ধমান	জামালপুর	জামালপুর-১	১৬৩.৩৩	জামালপুর-১	৮৯.৭০
বর্ধমান	জামুরিয়া	মদনতোড়	১৭৪.৪৭	চুরুলিয়া	৮৭.৩০
বর্ধমান	কালনা-১	আটঘরিয়া-সিমলোঁ	১৭২.০০	বাগনাপাড়া	৯১.৫৩
বর্ধমান	কালনা-২	সাতগাছিয়া	১৮৮.৭৩	সাতগাছিয়া	৯৮.০০
বর্ধমান	কাঁকসা	মোলানদীঘি	১৮৪.১৭	মোলানদীঘি	৯৪.৫৩

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
বর্ধমান	কাটোয়া-১	সরাগ্রাম	১৫৫.৯৫	সরাগ্রাম	৭৯.৯০
বর্ধমান	কাটোয়া-২	জগদানন্দপুর	১৬২.৩৭	জগদানন্দপুর	৮২.৫৩
বর্ধমান	কেতুগ্রাম-১	কাঁদরা গণদাস	১৩৩.১৭	মুরগ্রাম-গোপালপুর	৭৪.৩০
বর্ধমান	কেতুগ্রাম-২	বিল্লেশ্বর	১৬৪.১৩	নিরোল	৮৬.৭৩
বর্ধমান	খণ্ডঘোষ	বেরুগ্রাম	১৬৭.০৭	সগড়াই	৯০.৮৩
বর্ধমান	মেমারী-১	নিমো-১	১৬৮.৮৩	নিমো-১	৯১.৯০
বর্ধমান	মেমারী-২	কুচুট	১৬১.৭৩	কুচুট	৮৫.১৩
বর্ধমান	মঙ্গলকোট	ঝিলু-১	১৬৯.৪৩	লাখুরিয়া	৯১.২৩
বর্ধমান	মন্তেশ্বর	কুসুমগ্রাম	১৬৮.৩০	বাঘাসোন	৮৫.০৭
বর্ধমান	পাণ্ডবেশ্বর	বৈদ্যনাথপুর	১৪৭.০৭	নবগ্রাম	৭৮.০৭
বর্ধমান	পূর্বস্থলী-১	নাদানঘাট	১৭৩.৬৩	নাদানঘাট	৯৩.৩৩
বর্ধমান	পূর্বস্থলী-২	মাজদিয়া	১৬৫.৭০	কালেখানতলা-২	৮৮.২০
বর্ধমান	রায়না-১	শ্যামসুন্দর	১৮৪.৫০	সেহারা	৯২.৮৭
বর্ধমান	রায়না-২	উচালন	১৬৮.১৭	উচালন	৯০.০৭
বর্ধমান	রানীগঞ্জ	এগরা	১৭৩.৫০	এগরা	৯৩.০০
বর্ধমান	সালানপুর	আল্লাদী	১৮২.০৩	আল্লাদী	৯৩.০০
কুচবিহার	কুচবিহার-১	দেওয়ানহাট	১৬২.৫০	শুটকাবাড়ী	৮১.১০
কুচবিহার	কুচবিহার-২	চকচকা	১৭৮.২৩	চকচকা	৯২.৯৩
কুচবিহার	দিনহাটা-১	দিনহাটা ভিলেজ-২	১৫৪.১৭	পেটলা	৯১.৪৭
কুচবিহার	দিনহাটা-২	বামনহাট-২	১৫১.৭০	নাজিরহাট-১	৮৬.৫৭
কুচবিহার	হলদিবাড়ী	উত্তর বড় হলদিবাড়ী	১৩৩.৯২	উত্তর বড় হলদিবাড়ী	৮৪.৬৩
কুচবিহার	মাথাভাঙ্গা-১	কুর্শামারী	১৬৫.৫০	গোপালপুর	৮৪.৬৭
কুচবিহার	মাথাভাঙ্গা-২	নিশিগঞ্জ-২	১৪৮.৪৮	নিশিগঞ্জ-২	৯০.৩৩
কুচবিহার	মেখলিগঞ্জ	চ্যাংড়াবান্ধা	১৫০.২৭	চ্যাংড়াবান্ধা	৮৫.৬০
কুচবিহার	সিতাই	আদাবাড়ী	১৪৬.১০	আদাবাড়ী	৭৭.৫৭
কুচবিহার	শীতলকুচি	লালবাজার	১৫৭.৪৩	লালবাজার	৭৫.৫০
কুচবিহার	তুফানগঞ্জ-১	মারুগঞ্জ	১৬১.০৩	নাটাবাড়ী-২	৯২.৭৭
কুচবিহার	তুফানগঞ্জ-২	ভানুকুমারী-২	১৪৯.১৮	ভানুকুমারী-১	৮২.১০

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
দক্ষিণ দিনাজপুর	বালুরঘাট	চকভৃগু	১৪২.১০	চকভৃগু	৮২.৫০
দক্ষিণ দিনাজপুর	বংশীহারি	ব্রজবল্লভপুর	১৬০.৯০	ব্রজবল্লভপুর	৮৮.৫৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	গঙ্গারামপুর	গঙ্গারামপুর	১৫৯.২০	গঙ্গারামপুর	৯০.০৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	হরিরামপুর	পুন্ডরী	১৭২.৭৮	শিরুশী	৮৪.৮৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	হিলি	পাঞ্জুল	১৪৬.৬০	হিলি	৬৭.৯৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	কুমারগঞ্জ	ভোত্তোর	১৬৯.০০	ভোত্তোর	৮৫.৮০
দক্ষিণ দিনাজপুর	কুশমন্ডী	আকচা	১৫০.৪০	আকচা	৮৮.৩০
দক্ষিণ দিনাজপুর	তপন	দ্বীপখন্ডা	১৭৩.০০	দ্বীপখন্ডা	৮৯.৮৮
দার্জিলিং	খড়িবাড়ী	রাণীগঞ্জ পানিশালী	১৪৪.৫২	খড়িবাড়ী পানিশালী	৮২.০৭
দার্জিলিং	মাটিগাড়া	মাটিগাড়া-১	১৫২.৫৩	পাথরঘাটা	৭৬.৬০
দার্জিলিং	নক্সালবাড়ী	গোঁসাইপুর	১৪৭.৯৭	গোঁসাইপুর	৭৮.৭৭
দার্জিলিং	ফাঁসিদেওয়া	ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও	১৫৪.২২	ঘোষপুকুর	৮৪.৭০
হুগলী	আরামবাগ	বাটানল	১৯৫.১০	বাটানল	৯৭.২০
হুগলী	বলাগড়	ডুমুরদহ-নিত্যানন্দপুর-১	১৫৪.৬৭	সোমরা-২	৭৯.৪০
হুগলী	চন্ডীতলা -১	কুমীরমোরা	১৬০.১২	আঁইয়া	৯৩.৫০
হুগলী	চন্ডীতলা-২	মৃগলা	১৬৫.৫৬	মৃগলা	৯৫.৪০
হুগলী	চুঁচুড়া-মগরা	চন্দ্রহাটী-২	১৫৮.৩৮	চন্দ্রহাটী-১	৯৩.৯০
হুগলী	ধনিয়াখালি	সোমসপুর-২	১৮৪.৮৩	ধনিয়াখালি-২	৯১.৯০
হুগলী	গোঘাট-১	রঘুবাটি	১৬০.৫৮	ভাদুর	৮৮.৯৭
হুগলী	গোঘাট-২	মন্দারণ	১৭৬.৪৮	কামারপুকুর	৯৪.১৩
হুগলী	হরিপাল	শ্রীপতিপুর-এল্লীপুর	১৭১.২০	হরিপাল-সহদেব, নালিকুল-পশ্চিম	৮৭.০০
হুগলী	জঙ্গীপাড়া	রশিদপুর	১৭৮.৪৬	জঙ্গীপাড়া	৮৯.৯০
হুগলী	খানাকুল-১	খানাকুল-১	১৬৩.১০	ঘোষপুর	৮৯.০০
হুগলী	খানাকুল-২	নতিবপুর-২	১৫৭.১৮	নতিবপুর-২	৮৯.০০
হুগলী	পান্ডুয়া	সরাই-তিন্না	১৯০.০০	সরাই-তিন্না	৯২.০০
হুগলী	পোলবা-দাদপুর	সাটিথান	১৫৩.৫০	সুগন্ধ্যা	৯২.৩০
হুগলী	পুরশুড়া	শ্রীরামপুর	১৫৯.৪৮	পুরশুড়া-১	৮৭.০০
হুগলী	সিঙ্গুর	সিঙ্গুর-২	১৬২.৩২	সিঙ্গুর-২	৯১.১৬

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
হুগলী	শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া	রাজ্যধরপুর	১৯২.০০	কানাইপুর	৯৪.৬০
হুগলী	তারকেশ্বর	কেশবচক	১৭২.৫০	পূর্ব রামনগর	৯০.০০
হাওড়া	আমতা-১	চন্দ্রপুর	১৭১.১৭	উদং-১	৯৩.১৩
হাওড়া	আমতা-২	থলিয়া	১৭৯.৩০	থলিয়া	৯১.৫০
হাওড়া	বাগনান-১	সাবসীট	১৭৫.৯৭	বক্সিহাট	৯৪.৭৩
হাওড়া	বাগনান-২	বাঁটুল বৈদ্যনাথপুর	১৫৫.২০	শরৎচন্দ্র	৮৮.৯৩
হাওড়া	বালী-জগাছা	বালী	১৬৮.১৫	দূর্গাপুর অভয়নগর-২	৮৭.৪০
হাওড়া	ডোমজুড়	বাঁকড়া-৩	১৮৫.৫০	বাঁকড়া-৩	৯৩.৮৭
হাওড়া	জগৎবল্লভপুর	হাঁটাল অনন্তবাটী	১৪৭.৭৭	শঙ্করহাটী-২	৮৮.০০
হাওড়া	পাঁচলা	গঙ্গাধরপুর	১৩৯.৭৭	বেলডুবি	৮১.৩০
হাওড়া	সাঁকরাইল	জোড়হাট	১৫৮.৮৭	ধুলাগড়ি	৭৯.৯৭
হাওড়া	শ্যামপুর-১	বানেশ্বরপুর-১	১৪৩.০৩	বানেশ্বরপুর-১	৬৭.৮৭
হাওড়া	শ্যামপুর-২	বাছরী	১৬২.৬০	খারুবেড়িয়া	৭৮.৫০
হাওড়া	উদয়নারায়ণপুর	পাঁচারুল	১৭৭.৩৩	পাঁচারুল	৯৩.৬৩
হাওড়া	উলুবেড়িয়া-১	হাটগাছা-১	১৮০.০০	হাটগাছা-১	৮৮.২৭
হাওড়া	উলুবেড়িয়া-২	খলিসানী	১৩৫.৩৩	খলিসানী	৭৯.৩৭
জলপাইগুড়ি	আলিপুরদুয়ার-১	পূর্বকাঠালবাড়ি	১৬৪.৫০	পূর্বকাঠালবাড়ি	৮৯.৫৩
জলপাইগুড়ি	আলিপুরদুয়ার-২	পারোকাটা	১২৫.৮০	ভাটিবাড়ি	৭২.৫০
জলপাইগুড়ি	ধূপগুড়ি	ঝাড়আলতাগ্রাম-১	১৬৪.৮৩	ঝাড়আলতাগ্রাম-১	৯২.৬৭
জলপাইগুড়ি	ফালাকাটা	ফালাকাটা-১	১৫৭.৫৭	গুয়াবানগর	৮৪.৬৭
জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি সদর	বোয়ালমারি	১৪১.৫৩	পাটকাটা	৮৩.৩৭
জলপাইগুড়ি	কালচিনি	সাতালি	১৫২.৭৮	সাতালি	৭০.৬৭
জলপাইগুড়ি	কুমারগ্রাম	কামাক্ষ্যাগুড়ি-২	১৪৩.৪৫	এন.কে.এস.	৯০.৫০
জলপাইগুড়ি	মাদারীহাট	বীরপাড়া-১	১৬২.০৮	বীরপাড়া-১	৭৬.২০
জলপাইগুড়ি	মাল	চাংমারি	১৫৬.১৩	ওদলাবাড়ি	৯১.৭৭
জলপাইগুড়ি	মাটিয়ালি	মাটিয়ালি বাটাবাড়ি-১	১২৮.৭৭	মাটিয়ালি বাটাবাড়ি-১	৭১.৫৭
জলপাইগুড়ি	ময়নাগুড়ি	কাগরাবাড়ি-২	১৩২.২৮	দোমোহানি-১	৬৪.৯৭
জলপাইগুড়ি	নাগরাকাটা	সুলকাপাড়া	১৫০.৬৫	লুকসান	৯২.৩০

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
জলপাইগুড়ি	রাজগঞ্জ	দেবগ্রাম-২	১৩৮.৫৭	দেবগ্রাম-১	৮১.৯৭
মালদা	বামনগোলা	গোবিন্দপুর-মহেশপুর	১৫০.৪০	গোবিন্দপুর-মহেশপুর	৮৬.২৩
মালদা	চাঁচোল-১	ভগবানপুর	১৬৭.১৩	ভগবানপুর	৮৯.৩৭
মালদা	চাঁচোল-২	চন্দ্রপাড়া	১২৫.৫৭	ভাকরী	৬৮.৯৭
মালদা	ইংলিশবাজার	কোতুয়ালি	১৫০.৮৩	যদুপুর-২	৭৯.৭৭
মালদা	গাজোল	করকচ	১৬৯.৯৮	করকচ	৯৪.৩৭
মালদা	হবিবপুর	ঋষিপুর	১৩৬.০৩	ঋষিপুর	৮৪.৯০
মালদা	হরিশচন্দ্রপুর-১	মহেন্দ্রপুর	১৫১.৩০	বরুই	৭৮.৪৬
মালদা	হরিশচন্দ্রপুর-২	মালিওর-২	১৪৪.৬৩	ইসলামপুর	৭৯.৩০
মালদা	কালিয়াচক-১	সিলামপুর	১৩০.৬২	কালিয়াচক-২	৮৫.৬০
মালদা	কালিয়াচক-২	বাঙ্গীটোলা	১৭৩.০০	উত্তর লক্ষ্মীপুর	৮৪.৭০
মালদা	কালিয়াচক-৩	চরিঅনন্তপুর	১৪৮.৮৭	চরিঅনন্তপুর	৭২.৪০
মালদা	মানিকচক	উত্তর চন্ডীপুর	১২৩.২২	নুরপুর	৬৯.০৭
মালদা	ওল্ড মালদা	ভাবুক	১১২.৬০	ভাবুক	৬৪.১৩
মালদা	রতুয়া-১	বিলাইমারি	১৪৪.৮৭	রতুয়া	৮৯.৮০
মালদা	রতুয়া-২	শ্রীপুর-১	১২৮.৫০	শ্রীপুর-১	৬৯.৩৩
মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা-১	কাপাসডাঙ্গা	১৪৩.১৭	কাপাসডাঙ্গা	৮৬.৬৭
মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা-২	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর	রাজধরপাড়া	১৫২.৮০	রাধারঘাট-১	৯৩.৫৭
মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা-১	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	ভগবানগোলা-২	নসিপুর	১৪৪.৯৩	খড়িবোনা	৮৩.৫৭
মুর্শিদাবাদ	ভরতপুর-১	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	ভরতপুর-২	সালু	৯৯.১৫	শিমুলিয়া	৫৮.৯০
মুর্শিদাবাদ	বড়েঞা	বড়েঞা-২	১৬৪.৫০	কল্যাণপুর-২	৭৭.০০
মুর্শিদাবাদ	ডোমকল	আজিমগঞ্জগোলা	১৩৫.৭৭	গড়াইমারি	৭৩.৯০
মুর্শিদাবাদ	ফারাক্কা	বেনিয়াগ্রাম	১২৮.২৮	বেনিয়াগ্রাম	৮৩.৮৩
মুর্শিদাবাদ	হরিহরপাড়া	মালোপাড়া	১২৬.১৭	মালোপাড়া	৭৭.৮৭
মুর্শিদাবাদ	জলঙ্গী	সাগরপাড়া	১৬২.১৭	সাগরপাড়া	৯২.৪৭

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
মুর্শিদাবাদ	কান্দী	যশোহরী অনুখা-২	১৬২.৩৭	যশোহরী অনুখা-২	৯৩.০৩
মুর্শিদাবাদ	খড়গ্রাম	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	লালগোলা	আওয়ারিমারি কৃষ্ণপুর	১৪৮.২৩	লালগোলা	৮৯.৪০
মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	দহপাড়া	১৩৭.১৩	দহপাড়া	৬১.৩৩
মুর্শিদাবাদ	নবগ্রাম	কিরিটেশ্বরী	১৫৯.৮০	হজবিবি ডাঙ্গা	৮৫.৮৩
মুর্শিদাবাদ	নওদা	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	রঘুনাথগঞ্জ-১	দাফরপুর	১১৩.১৭	দাফরপুর	৭৭.৯০
মুর্শিদাবাদ	রঘুনাথগঞ্জ-২	সম্মতিনগর	১৭৫.৫৩	সম্মতিনগর	৯২.৩৭
মুর্শিদাবাদ	রানীনগর-১	লোচনপুর	১৩৯.৯৮	লোচনপুর	৮৮.৬৭
মুর্শিদাবাদ	রানীনগর-২	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	সাগরদীঘি	বারালা	১১৮.০৭	বারালা	৬৮.৪৩
মুর্শিদাবাদ	সামসেরগঞ্জ	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
মুর্শিদাবাদ	সুতি-১	সাদিকপুর	১১২.৫৭	আহিরণ	৭৩.০০
মুর্শিদাবাদ	সুতি-২	বাজিতপুর	১৪৭.৬৭	ঔরঙ্গাবাদ-২	৭৭.৪৭
নদীয়া	চাকদহ	চাঁদুড়িয়া-১	১৮২.৮৩	চাঁদুড়িয়া-১	৯৭.৫৭
নদীয়া	চাপড়া	হাতিশালা-২	১৫৯.৩৩	হাতিশালা-২	৮৪.৯৭
নদীয়া	হাঁসখালি	বাদকুল্লা-১	১৭০.৮৩	বেতনা গোবিন্দপুর	৭৯.১৩
নদীয়া	হরিণঘাটা	হরিণঘাটা-২	১৬১.৪৮	নগরউখড়া-২	৮২.১৩
নদীয়া	কালীগঞ্জ	নীরা-২	১৬৮.৮৩	নীরা-২	৯০.৩৩
নদীয়া	করিমপুর-১	হরেকৃষ্ণপুর	১৬৭.৭৩	শিকারপুর	৮৯.২৭
নদীয়া	করিমপুর-২	নন্দনপুর	১৫২.৫০	নন্দনপুর	৯১.৯৩
নদীয়া	কৃষ্ণগঞ্জ	জয়ঘাটা	১৫৯.৩৩	গোবিন্দপুর	৮২.৯৭
নদীয়া	কৃষ্ণনগর-১	ভালুকা	১৫৪.৫০	ভালুকা	৮৫.০০
নদীয়া	কৃষ্ণনগর-২	ধুবুলিয়া-১	১৬৯.৭০	ধুবুলিয়া-১	৮৬.৯৭
নদীয়া	নবদ্বীপ	স্বরূপগঞ্জ	১৬৯.৫০	স্বরূপগঞ্জ	৯০.০৭
নদীয়া	নাকাশীপাড়া	বেথুয়াডহরি-১	১৬৯.৩৩	বেথুয়াডহরি-১	৮৭.৩৩
নদীয়া	রানাঘাট-১	হবিবপুর	১৮৩.৯৩	হবিবপুর	৯০.৪৭
নদীয়া	রানাঘাট-২	রঘুনাথপুর-হিজুলি-১	১৭২.৩৩	রঘুনাথপুর-হিজুলি-১	৯৩.৫০

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
নদীয়া	শান্তিপুর	আরবন্দী-১	১৫৪.০০	আরবন্দী-২	৯০.৫০
নদীয়া	তেহট্ট-১	নাটনা	১৪৮.০৭	রঘুনাথপুর	৭৯.২৩
নদীয়া	তেহট্ট-২	পলশুন্ডা-১	১৬৯.৬০	পলশুন্ডা-২	৯১.৪৩
উত্তর ২৪ পরগণা	আমডাঙ্গা	আমডাঙ্গা	১৪০.৫০	আমডাঙ্গা	৭৯.৬০
উত্তর ২৪ পরগনা	বাদুড়িয়া	আটুরিয়া	১৬৪.৬৫	আটুরিয়া	৮৯.২৩
উত্তর ২৪ পরগনা	বাগদা	হেলেঞ্চা	১৬৪.৩০	হেলেঞ্চা	৮৬.৯০
উত্তর ২৪ পরগনা	বনগাঁ	ঘাটবৌর	১৫০.৫০	আকাইপুর	৮৫.২৩
উত্তর ২৪ পরগনা	বারাসাত-১	পূর্ব-খিলকাপুর	১৫৪.৮৭	পূর্ব-খিলকাপুর	৮৭.৮০
উত্তর ২৪ পরগনা	বারাসাত-২	শাসন	১৫১.৬৭	কীর্তিপুর-২	৮৬.৩৩
উত্তর ২৪ পরগনা	ব্যারাকপুর-১	পানপুর-কেউটিয়া	১৭৫.৫৩	পানপুর-কেউটিয়া	৯৬.০০
উত্তর ২৪ পরগনা	ব্যারাকপুর-২	পাটুলিয়া	১৮৫.০০	পাটুলিয়া	৯৭.৪৭
উত্তর ২৪ পরগনা	বসিরহাট-১	শাঁকচুড়া-বাগুন্ডী	১৮১.৫০	শাঁকচুড়া-বাগুন্ডী	৯৮.০০
উত্তর ২৪ পরগনা	বসিরহাট-২	ঘোড়ারাশ -কুলীনগ্রাম	১৬০.৬৭	ঘোড়ারাশ কুলীনগ্রাম	৮৪.০৭
উত্তর ২৪ পরগনা	দেগঙ্গা	হদিপুর-ঝিকরা-১	১৮৩.৫৩	হদিপুর-ঝিকরা-১	৯৩.০০
উত্তর ২৪ পরগনা	গাইঘাটা	ইছাপুর-২	১৫৩.৬০	চাঁদপাড়া	৭৭.৬৩
উত্তর ২৪ পরগনা	হাবরা-১	রাউতাড়া	১৬৭.৬৭	রাউতাড়া	৯৬.০৭
উত্তর ২৪ পরগনা	হাবরা-২	গুমা-২	১৫৪.৯৮	রাজীবপুর-বিড়া	৮৫.৭০
উত্তর ২৪ পরগনা	হাড়োয়া	সালিপুর	১৭৭.৩৩	সালিপুর	৯৬.৩৩
উত্তর ২৪ পরগনা	হাসনাবাদ	মাকালগাছা	১৭৫.৩৭	মাকালগাছা	৯৮.০০
উত্তর ২৪ পরগনা	হিঙ্গলগঞ্জ	যোগেশগঞ্জ	১৯০.১৭	যোগেশগঞ্জ	৯৬.২০
উত্তর ২৪ পরগনা	মিনাখাঁ	চম্পালী	১৫৯.৩৩	ধুতুরদহ	৭২.১৩
উত্তর ২৪ পরগনা	রাজারহাট	রাজারহাট-বিষ্ণুপুর-২	১৭৯.৬৭	জেঙ্গড়া-হাতিয়াড়া-২	৯০.৭৩
উত্তর ২৪ পরগনা	সন্দেশখালি-১	ন্যাজাট-১	১৫৯.৭৭	সরবেড়িয়া-আগরহাটি	৯১.৮০
উত্তর ২৪ পরগনা	সন্দেশখালি-২	জেলিয়াখালি	১৩৭.৫৩	জেলিয়াখালি	৭১.১০
উত্তর ২৪ পরগনা	স্বরূপনগর	গোবিন্দপুর	১৭৩.৯৩	গোবিন্দপুর	৮৯.৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	বিনপুর -১	বিনপুর	১২৬.৪৩	বেলাটিকরি	৬৯.১৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	বিনপুর-২	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
পশ্চিম মেদিনীপুর	চন্দ্রকোনা-১	লক্ষ্মীপুর	১৬৯.৩৩	লক্ষ্মীপুর	৮৭.০৩

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
পশ্চিম মেদিনীপুর	চন্দ্রকোনা-২	বন্দীপুর-১	১৭৪.৫০	বন্দীপুর-১	৯০.৪৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	দাঁতন-১	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
পশ্চিম মেদিনীপুর	দাঁতন-২	পোরালদা	১৮৩.৫০	পোরালদা	৯২.৩৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	দাসপুর-১	নিজ-নারাজোল	১৬৬.৫৫	পাঁচবেড়িয়া	৮৭.৫৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	দাসপুর-২	গোচাটি	১৭৬.১৭	গোচাটি	৯০.৯৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	ডেবরা	দুয়ান-১	১৬৮.৬০	দুয়ান-১	৯০.৭০
পশ্চিম মেদিনীপুর	গড়বেতা-১	বেনাচাপড়া	১৭৮.৫৮	বেনাচাপড়া	৮৯.৮০
পশ্চিম মেদিনীপুর	গড়বেতা-২	মাকলি	১৭৫.৬০	গোহালডাঙ্গা	৯০.০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	গড়বেতা-৩	সাতবাঁকুড়া	১৮১.১৭	আমশোল	৯১.৭৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	ঘাটাল	দেওয়ানচক-২	১৫৩.৭০	দেওয়ানচক-২	৮৮.২০
পশ্চিম মেদিনীপুর	গোপীবল্লভপুর-১	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
পশ্চিম মেদিনীপুর	গোপীবল্লভপুর-২	বেলিয়াবেড়া	১৬৬.৩৩	তপসিয়া	৯০.০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	জামবনী	গিধনি	১৪১.৩৩	চিল্কিগড়	৮৫.০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	ঝাড়গ্রাম	চান্দ্রী	১২৮.০০	দুধকুন্ডী	৭২.০৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	কেশিয়াড়ী	খাজরা	১৩৮.৬৬	খাজরা	৭৮.৫০
পশ্চিম মেদিনীপুর	কেশপুর	সিরসা	১৭৪.৬৩	সিরসা	৯২.৫০
পশ্চিম মেদিনীপুর	খড়গপুর-১	কলাইকুন্ডা	১৫৮.২০	খেলার	৬৯.৪৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	খড়গপুর-২	কালিয়াড়া-১	১৫৭.৮৩	কালিয়াড়া-১	৯০.৪০
পশ্চিম মেদিনীপুর	মেদিনীপুর সদর	শিরোমণি	১৪৪.৩৩	চন্দ্র	৮০.৩০
পশ্চিম মেদিনীপুর	মোহনপুর	সৌতিয়া	১৫৫.৪৭	নিলদা	৮৩.৮৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	নারায়ণগড়	বেলদা-২	১৯৮.০০	বেলদা-২	১০০.০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	নয়াগ্রাম	জমা পড়েনি	***	জমা পড়েনি	***
পশ্চিম মেদিনীপুর	পিংলা	খিরাই	১৬১.৬৭	মালিগ্রাম	৮০.০৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	সবং	নারায়ণবাড়	১৭১.৭৭	বুড়াল	৮৬.১০
পশ্চিম মেদিনীপুর	শালবনি	শালবনি	১৫১.৬৭	শালবনি	৭৯.৩৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	সাঁকরাইল	কুলটিকরী	১৮১.২৯	কুলটিকরী	৯০.৯৬
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বারুইপুর	রামনগর-১	১৪৭.৬০	রামনগর-১	৮৬.৭০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বাসন্তী	জ্যোতিষপুর	১৪৪.৫০	ফুলমালঞ্চ	৮৭.৮৭

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ভাঙ্গড়-১	নারায়ণপুর	১৫৭.০৩	নারায়ণপুর	৯৬.০৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ভাঙ্গড়-২	ভোগালি-২	১৫২.৩৩	পোলেরহাট	৮৪.১০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বিষ্ণুপুর-১	কেওড়াডাঙ্গা	১৩৯.৬৫	কেওড়াডাঙ্গা	৭৬.২৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বিষ্ণুপুর-২	পাথরবেড়িয়া জয়চন্ডীপুর	১৫৫.৮৩	রামকৃষ্ণপুর বোরহানপুর	৮৩.৩৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বজবজ-১	নিশ্চিন্তপুর	১৬১.৩৭	নিশ্চিন্তপুর	৮৩.৮৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বজবজ-২	গজাপোয়ালী	১৫১.০৮	রানিয়া	৮৮.৪৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ক্যানিং-১	দীঘিরপাড় বকুলতলা	১৬০.৩০	দীঘিরপাড় বকুলতলা	৯১.১০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ক্যানিং-২	নারায়ণপুর	১৩৭.০০	তাম্বুলদহ-২	৭৫.৯০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ডায়মন্ড হারবার-১	নেত্র	১৬৮.৫০	হরিণডাঙ্গা	৮৫.৫০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ডায়মন্ড হারবার-২	কামারপোল	১৪০.২০	পাত্র	৮৩.৫৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ফলতা	দেবীপুর	১৫৯.৭৭	হরিণডাঙ্গা-১	৯৭.৭০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	গোসাবা	গোসাবা	১৫৩.৪৭	গোসাবা	৮৭.০০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	জয়নগর-১	দক্ষিণ বারাসাত	১২৫.৩৩	শ্রীপুর	৬৮.৪৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	জয়নগর-২	ফুটিগোদা	১১৯.৬৭	সাহাজাদাপুর	৬৫.৭৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কাকদ্বীপ	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ	১৪১.৫৩	স্বামী বিবেকানন্দ	৮৪.৬৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কুলপি	করঞ্জলী	১৫৮.৫০	কামারচক	৯১.০৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কুলতলী	গুড়গুড়িয়া ভূবনেশ্বরী	১২৮.০৩	মৈরীগঞ্জ-২	৬৭.১০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মগরাহাট-১	হরিহরপুর	১৯০.৭৭	হরিহরপুর	৯৩.৯০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মগরাহাট-২	যুগদিয়া	১৩০.৬৩	মোহনপুর	৮০.৭৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মন্দিরবাজার	গাববেড়িয়া	১৫২.৬৭	চাঁদপুর-চৈতন্যপুর	৯০.৩০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মথুরাপুর-১	মথুরাপুর পশ্চিম	১৫৯.২৩	লালপুর	৮৬.৬০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	মথুরাপুর-২	গিলেরছাট	১৫৭.০৩	গিলেরছাট	৮৯.৪৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	নামখানা	নামখানা	১৬৭.১৭	ফ্রেজারগঞ্জ	৮৩.৫০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	পাথরপ্রতিমা	বনশ্যামনগর	১৬১.৮৩	বনশ্যামনগর	৯৭.৩৩
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সাগর	গঙ্গাসাগর	১৪২.৪৩	গঙ্গাসাগর	৮৯.৫৭
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সোনারপুর	বনহুগলি-১	১২৭.৫৩	বনহুগলি-১	৭৬.০০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ঠাকুরপুকুর মহেশতলা	আসুতি-২	১৪৫.৮৩	আসুতি-২	৭৮.৩৩
উত্তর দিনাজপুর	চোপরা	সোনাপুর	১৪৩.৩৭	লক্ষ্মীপুর	৮৫.৬৭

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০০৭-০৮)

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে উৎসাহবর্ধক তহবিল পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	ব্লক	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৩)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৪-২১)	
		গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রাপ্ত নম্বর
উত্তর দিনাজপুর	গোয়ালপোখর-১	গোয়াগাঁও-১	১২০.৬৭	সাহাপুর-২	৭৮.০৭
উত্তর দিনাজপুর	গোয়ালপোখর-২	তোড়ীয়াল	১৮২.৬৩	তোড়ীয়াল	৯২.৬৭
উত্তর দিনাজপুর	হেমতাবাদ	চৈনগর	১৫০.৫৭	নওদা	৭৭.৩০
উত্তর দিনাজপুর	ইসলামপুর	মাটিকুন্ডা-১	১৫৭.২৩	মাটিকুন্ডা-১	৮৫.৭৩
উত্তর দিনাজপুর	ইটাহার	সুরুন-২	১৪৩.৯১	গুলন্দর-১	৮৪.২৭
উত্তর দিনাজপুর	কালিয়াগঞ্জ	রাধিকাপুর	১৩৯.৬৭	ভান্ডার	৭৮.৭৭
উত্তর দিনাজপুর	করণদীঘি	ডালখোলা-১	১৫০.৯৩	ডালখোলা-১	৮৮.৮০
উত্তর দিনাজপুর	রায়গঞ্জ	মারাইকুড়া	১৭৪.৬৭	গৌরী	৯১.৮০

উৎসাহবর্ধক তহবিল পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নামের তালিকা পূর্ব মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া যায়নি।